গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

১৩৬০ সাল ১ সংখ্যা

সম্পাদক
শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৩৬০ সাল ১ম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আমাদের কথা	১
২।	গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন ...	৫
৩।	গ্রন্থাগারে নির্দ্দেশকরণ কার্য্য (Reference Service)	৯
৪।	বাঙালী কি পাঠ করে ? ...	১৪
৫।	এসিয়াবাসীদের নাম ও তাহার রূপনিরূপণ	১৯
৬।	স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার ...	২৪
৭।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (শান্তিপুর অধিবেশন)	
	সংক্ষিপ্ত বিবরণী	
	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	
৮।	গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি	
৯।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান-সভ্যদের বার্ত্তা ও বিবরণী	
১০।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বার্ত্তা ...	
১১।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৫১ সালের কার্য্য-বিবরণীর সংক্ষিপ্ত সার ...	
১২।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নূতন সভ্য (১৯৫২)	
১৩।	গ্রন্থ-সমালোচনা	
১৪।	প্রাপ্তি-স্বীকার ...	
১৫।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান-সভ্যদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি	
১৬।	বাংলা পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা	

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ

প্রফুল্ল চাকী

প্রকাশিত হইল

গ্রন্থকার হেমন্ত চাকীর অক্লান্ত সাধনার ফল এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্বন্ধে **'আনন্দবাজার পত্রিকা'** বলেন,—"....গ্রন্থখানি শুধু 'জীবনী' নহে। ইহা বাঙ্গলার অগ্নিযুগের আদি পর্ব্বের একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। আর, ইহা একক প্রফুল্ল চাকীর জীবনী নহে, ইহা ক্ষুদিরামেরও জীবনী, কারণ উভয়ে মিলিয়া পূর্ণ একটি জীবন।.....'বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস' নামক অধ্যায়টির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।.....গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব একখানি জীবনী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে উপঢৌকন দিয়াছেন, এজন্য বাঙালী পাঠক মাত্রেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার প্রথম শহীদদ্বয়ের এই জীবনী গ্রন্থখানি পঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে ইহাই আমরা দেখিতে চাই।"

'দেশ' বলেন,—".....তৎকালীন বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি অধ্যায়ের পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে লেখক সক্ষম হইয়েছেন....."

'যুগান্তর' বলেন,—" .....লেখক প্রফুল্ল চাকীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জাতীয়তা বোধের উৎপত্তি ও তাহার তৎকালীন পরিণতির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।.....ইহা একখানি পড়িবার মত বই। কয়েকখানি সুমুদ্রিত ফোটোগ্রাফ ইহাতে আছে।"

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট ও কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্র সহ
মূল্য মাত্র তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নব বর্ষের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র
কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপি গরীয়সী তিন খণ্ডে (প্রতি খণ্ড)৪৲, হৈমন্তী ৩৲, বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, বরযাত্রী (৫ম সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০ কলিকাতা নোয়াখালি-বিহার ২৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, কুয়া ১৷৷০ জমাদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ ক্ষোপবতী (২সং)৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের শেষ লোকটি(২য় সং)২৲, ঘুষ(২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

সমর্পণ ১৷৷০,

তুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

হাসিকান্নার দিন ২৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী ।৩য় সং ৪৲

ছন্দ-চতুর্ভঙ্গী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা —

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ বসন্তের রাণী ৷৷০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স • লিমিটেড • ১৯৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৭১৫.৩
০০৪/১৫ ৫।
গ্রন্থাগার ম ১-৩
৪৩৬০

আমাদের কথা

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের একান্ত হিতৈষী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরম সুহৃদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর ইহ-জগতে নাই। সরকারের আটক-বন্দী থাকা কালীন কাশ্মীরে যে অবস্থায় তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে তাহা অতীব বেদনাদায়ক। মৃত্যুর পূর্বে বন্দীদশায় তাঁহার স্বাস্থ্য, রোগ ও অমূল্য জীবনের প্রতি যে অবিশ্বাস্য অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শনের সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে কোন স্বাধীন দেশের সরকারের পক্ষে একান্ত কলঙ্কজনক বলিয়া লোকে মনে করিতেছে। এসম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের নিমিত্ত জনমতের দাবী পূরণের কোন ব্যবস্থা না করায় মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সরকারের বিরুদ্ধে লোকের মনের সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছে। রাজনীতি 'গ্রন্থাগারে'র আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ যদি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মাত্র হইতেন তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু আমাদের পক্ষে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে সাধারণভাবেই দুঃখের কারণ হইত। কিন্তু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও আন্তরিক দরদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদকে সদা-প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা ও অকুণ্ঠিত সাহায্য তাঁহাকে পরিষদের কর্মীদের অন্তরের মনি-কোঠায় অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাজেই তাঁহার মৃত্যু পরিষদের কর্মীদের নিকট একজন রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু মাত্র নহে, এ মৃত্যু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত হানিয়াছে এবং সমষ্টিগত ভাবে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির শক্তিকে ব্যাহত ও পঙ্গু করিয়াছে। তাঁহার অমূল্য জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর সেই দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলে এই মৃত্যুর জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিচারের দাবী দেশের জনগণের একান্ত স্বাভাবিক ও সংগত দাবী। অপূরণীয় সর্বনাশের বোঝা মাথায় লইয়া আমরাও জনমতের সহিত একমত হইয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইতেছি।

বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের উৎপত্তিকাল হইতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত পরিষদ কখনও কোন বিষয়ে ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয় নাই। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যেই গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় এবং গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারই সমর্থনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ-পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি-শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের উন্নতির নিমিত্ত পরিষদের দাবীর সমর্থন সবসময়েই তাঁহার নিকট পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে, উৎসাহে ও সমর্থনে প্রবর্তিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে ন্যাশানাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার) অন্যতম কর্ণধার ছিলেন এবং পিতা স্যার আশুতোষের অমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও সুব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হন এবং আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গত এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপুরে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঐ সম্মেলনে মূল সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ জানান হইলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন; কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার কার্যক্রমের অনিশ্চয়তার জন্য তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। শান্তিপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহার প্রেরিত বাণী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগের শেষ সূত্র।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের তেজদৃপ্ত মূর্তি আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না, তাঁহার স্নেহের উষ্ণতার স্পর্শ আর আমরা অনুভব করিব না, তাঁহার কম্বুকণ্ঠের উদাত্ত বাণী আর আমাদের শ্রুতিগোচর হইবে না—ইহা অতি নিষ্ঠুর সত্য। তবে তাঁহার অতীত কার্যাবলী ও উৎসাহ-বাণী পূর্বের ন্যায় এখনও আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথের পাথেয় হইয়া থাকিবে এবং আমাদের কার্যে প্রেরণা সঞ্চার করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা। তাঁহার অমর আত্মার শান্তি আজ আমাদের একমাত্র কামনা।

'গ্রন্থাগার দিবস' পালন

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য বহু ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠান দেশের নানাদিকে প্রতিদিন, প্রতিমাসে ও প্রতিবৎসরে কার্য করিয়া যাইতেছেন। এই আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি একদিনের জন্যও কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে আন্দোলনের গতি অধিকতর দ্রুত ও সবল হইবে, এই বিশ্বাসে বৎসরের অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট দিনকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করিবার সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম-সংসদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার এবং এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সফল

করাই গ্রন্থাগার-পরিষদের লক্ষ্য ও আদর্শ। কাজেই যে শুভদিনে এই আদর্শ লইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হইয়াছে সেইদিন (১২শে আগষ্ট) পশ্চিম বংগের গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে পরম শুভদিন। ঐ দিনকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালনের জন্য পরিষদ পশ্চিম বংগের গ্রন্থাগার ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। ১২শে আগাষ্ট তারিখ 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে উৎসাহের সহিত পালিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের বিবরণী আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক পত্র-সূচী

স্থানাভাব ও অর্থাভাবের জন্য বাংলা সাময়িক পত্র-সূচী 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া পরিষদের 'প্রকাশন সংসদ' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে এই সূচী-প্রণয়ন কার্য চলিতে থাকিবে এবং পরিষদের কার্যালয়ে উহা রক্ষিত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহারা উৎসাহী অথবা উৎসুক তাঁহারা পরিষদ কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন এবং সাময়িক পত্র-সূচী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গত জুনমাসে হায়দরাবাদে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীশচীন্দ্রলাল দাস-গুপ্তের সভাপতিত্বে ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের সময়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যদের এক সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী বি, এস, কেশবন ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, ভারতীয় পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের নির্বাচনে আমরা ইঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি[illegible]।

পুস্তক ও পত্রিকার উপর বিক্রয়-কর

কোন বস্তুর উপর কর ধার্য করিলে ঐ বস্তুর অবাধ প্রচলন ও ব্যবহারের সংকোচ সাধন হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষায় আমাদের দেশের স্থান এখনও অন্যান্য দেশের বহু পশ্চাতে। পুস্তক ও পত্রিকা শিক্ষার অপরিহার্য উপাদান। ইহাদের উপর কর ধার্য করিলে ইহাদের ব্যবহারের সংকোচ সাধন হয়, ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কার্যে ক্ষতি হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের রাজ্য সরকার পুস্তক ও পত্রিকার উপর ধার্য বিক্রয়-কর রহিত করিবেন বলিয়াই আমরা ইতিপূর্বে আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সে আশা ফলবতী হইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে পুস্তক পত্রিকাদির উপর বিক্রয়

কর রহিত করিবার এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ঐ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন, পশ্চিম বংগ মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যগণ একবাক্যে সমর্থন করেন এবং উহা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবিষয়ে সংঘবদ্ধ জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরিষদের কর্ম-সংসদ ১৯শে আগষ্ট 'গ্রন্থাগার দিবসে' পশ্চিম বংগের সর্বত্র গ্রন্থাগারসমূহ কর্তৃক পুস্তক ও পত্রিকার উপর 'বিক্রয়-কর' গ্রহণ প্রথা রহিত করিবার আন্দোলন সুরু করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। পুস্তক ও পত্রিকার উপর বিক্রয়-কর গ্রহণের প্রথা রহিত করিবার জন্য যে আন্দোলন সুরু হইল, তাহা জনমতের সাহায্যে সফল হইবে বিশ্বাস করি। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের নকল পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকারের অর্থ-বিভাগের সচিবের নিকট এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণের জন্যও পরিষদের কর্ম-সংসদ সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শাখা সংসদ

নব-নির্বাচিত কর্মপরিষদের বিভিন্ন শাখা-সংসদগুলির সদস্য, পরিষদ সম্পাদকের ন্যায় পদাধিকার বলে কোষাধ্যক্ষ ও থাকিবেন স্থির হইয়াছে।

"এখন হইতে গ্রন্থাগারে পুস্তকের দোকানের মত কেবলমাত্র বই সাজাইয়া রাখিলে এবং গ্রন্থাগারিক কলের পুতুলের মত বই যোগাইয়া দিলে চলিবে না। এই গ্রন্থাগারগুলিকে এখন হইতে বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল পুস্তক-প্রীতি নহে, পাঠ-প্রীতি বৃদ্ধি করিতে হইবে। গ্রন্থাগারিকগণ যেন অনুধাবন করেন যে কেবল পুস্তক পাঠ গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া পুস্তকের মূল্য বুঝিতে হইবে। জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু সুন্দর এবং যাহা অবিকৃত সত্য তাহাই লাভ করা চরম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।"

এন্, রুবাকিন্।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

জাতিগঠনে গ্রন্থাগার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহার দান অসীম। গ্রন্থাগার মানবজাতির জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যানুশীলন ক্ষেত্র। জ্ঞানাহরণে ও বিদ্যাচর্চ্চায় সকলকে সহায়তা করাই গ্রন্থাগারের মুখ্য কর্ত্তব্য। বয়স্কশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা, গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনী, ক্রীড়া কৌতুক, খেলাধুলা, নাটকাভিনয়, কথকতা, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণামূলক অনুষ্ঠান, আলোক-চিত্র প্রদর্শন ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান আজকাল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে চলিতেছে। নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিতদের শিক্ষায় এজাতীয় অনুষ্ঠানাদি বিশেষ ফলদায়ক। সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হইলে গ্রন্থাগারগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ "গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন" বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন মানসে নিয়মিত যোগাযোগে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার কর্ম্মীবৃন্দ গত একবৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলার স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বে-সরকারী বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়াছেন এবং মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার সংগঠনে আর্থিক সমস্যাই প্রবল—বিশেষ করিয়া পল্লী গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন সহস্রাধিক গ্রন্থাগার বর্ত্তমান। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পরিচালিত হয় না। অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলিয়া গ্রন্থাগার উন্নয়নে অগ্রগতির পথে নানাবিধ দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। সেজন্য পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন প্রতিনিধিবৃন্দ পরিদর্শিত গ্রন্থাগারগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থ-সজ্জা, গ্রন্থ-রক্ষা, গ্রন্থ-তালিকা প্রণয়ন, গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ, গ্রন্থাগার পরিচালনা, পাঠকবর্গের রুচি নিয়ন্ত্রণ, আগ্রহ সৃষ্টি, পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি বিষয়ে পরামর্শদান, সাধারণ হিসাব রক্ষা, ও সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের বার্ষিক হিসাব ও প্রাপ্ত অর্থের যথার্থ ব্যয় ও সরকারের নিকট বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী দাখিলের প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দান করেন। সাধারণ লোকদিগকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার ও শিশুদিগকে গ্রন্থাগার-মনা করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য আলোক-চিত্র প্রদর্শন, সভাসমিতি, ধর্ম্ম চর্চ্চা, কথকতার আয়োজন ও খেলাধুলা প্রবৃত্তিতে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন ক্লাব গ্রন্থাগারকে উৎসাহ দান করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পরিষদের উদ্যোগে ও উৎসাহে আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ পল্লী গ্রন্থাগারগুলি সরকারী সাহায্যের খবর রাখে না। যাহারা খবর পাইয়াছে

আবেদনের রীতি তাহাদের অজ্ঞাত। পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা সরকারী সাহায্য বিষয়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারগুলিকে সংবাদ সরবরাহ করিয়াছে এবং তাহাদের আবেদন সুপারিশক্রমে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

আর্থিক অসচ্ছলতা, অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়মবিরুদ্ধ পরিচালন, পার্শ্ববর্তী গ্রন্থাগারগুলির সহজাত ঈর্ষা ও গোষ্টিবিশেষের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন প্রচেষ্টা শিশুমৃত্যুর হারেই গ্রন্থাগারগুলির অপমৃত্যু ঘটায়। দলগত বিদ্বেষ-বহ্নির আওতার বাহিরে থাকিয়া যাহাতে গ্রন্থাগারগুলি সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইয়া জাতি-গঠনে শিক্ষা প্রসার করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। একদিকে নিত্য নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে অপরদিকে প্রায় সমহারে বিলুপ্ত হইতেছে। শিক্ষা প্রসারে, শিক্ষা গ্রহণে ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সাধারণের আগ্রহ, উদ্যম ও উৎসাহ অদম্য ও অসীম। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের অপমৃত্যুই সাধারণের আশা, আকাঙ্খা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় চরম বিপর্যয় ঘটাইতেছে। তাই নবজাত গ্রন্থাগারগুলি বাঁচিয়া থাকিয়া যাহাতে প্রকৃত জনকল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় তাহার জন্য পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন কর্মীগণ আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে একত্রিত করিয়া গ্রন্থাগার উন্নয়নে স্থানীয় সমস্যা ও নিজ নিজ সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের উপায় নির্দ্দেশের ব্যবস্থা করিয়াছে। অঞ্চলবর্ত্তী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ও স্থায়ী যোগাযোগ স্থাপন মানসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় "সংযোগ ও সংগঠন" সংস্থা কর্তৃক আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই প্রচেষ্টায় কয়েকটি আঞ্চলিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। আঞ্চলিক শাখার দায়িত্বে ও মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ধারে গ্রন্থ বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দান করা হইতেছে। উত্তর কলিকাতা গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন শাখা কর্তৃক অন্তঃবর্ত্তী গ্রন্থ ঋণ বিনিময় প্রথায় সকল গ্রন্থাগারের সুবিধার্থে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাভিলাষীদের জন্য দুষ্প্রাপ্য ও অধিক মূল্যের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় সহায়তার জন্য প্রতি গ্রন্থাগারের একাধিক কর্মীকে অবৈতনিকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শাখায় উদ্বোধন করিয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন শাখাও গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরিচালনে সহায়তার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আর্থিক সাহায্য দান পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় পল্লী গ্রন্থাগারগুলির কর্মীবৃন্দ যাহারা কলিকাতায় আসিয়া পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা গ্রহণে ও অর্থব্যয়ে অসমর্থ তাহাদিগকে শিক্ষাদান অর্থ সাহায্যের চাইতে অনেক বেশীগুণে সহায়তা করিবে এবং এই শিক্ষা গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রথা প্রবর্ত্তনে এই প্রচেষ্টা সুফল প্রসব করিবে এবং পরিষদের সহিত গ্রন্থাগারগুলির সংযোগ স্থায়ী হইবে।

গ্রন্থ নির্ব্বাচন, বিশেষ বিষয়ে এবং বিষয় বিশেষে আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে ও নির্দ্দেশমত গ্রন্থ ক্রয় সম্পর্কে গ্রন্থাগারগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।

বিশ্বভারতী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক গ্রন্থাদির মূল্য-মান হ্রাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তক সাধারণের সহজলভ্য করিবার জন্য পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা বসুমতীর অনুরূপ সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে।

গ্রন্থের উপর বিক্রয়-কর জাতীয় শিক্ষাকে পঙ্গু করিতেছে। ইহাতে গ্রন্থাগার তথা শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাভিলাষী ও শিক্ষাবিদ পণ্ডিত প্রবরেরা ও আপামর জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুতরাং সরকার কর্তৃক পুস্তকাদির বিক্রয়-কর অবিলম্বে রহিত করা প্রয়োজন। প্রতিদিন "সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার" নিকট জ্ঞানের উপর বিক্রয় করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ধ্বনি পৌঁছিতেছে।

গ্রন্থ চুরি বা গ্রন্থ হারানো গ্রন্থাগারের এক বিরাট সমস্যা। ইহা একটি সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পাঠক সাধারণের গ্রন্থাগার প্রীতি বর্দ্ধন ও গ্রন্থাগারটিকে সাধারণের সম্পত্তি জ্ঞানে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চৈতন্যোদয় আবশ্যক। গ্রন্থাগারের যে কোনও বস্তুই যে সাধারণের সম্পত্তি এবং তাহার রক্ষার দায়িত্বও সাধারণের এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ এবং দায়িত্বও ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্য তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রাচীর-পত্র প্রচার ও প্রদর্শন এবং সভাসমিতির আয়োজন পূর্ব্বক ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন এবং বেতার মারফত নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার আলোচনা আসর খুলিবার ব্যবস্থা করা যে দরকার তাহা সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা উপলব্ধি করিতেছে।

গত এক বৎসরে এই সংস্থা গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অধিকন্তু সাধারণ লোকদিগকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার ও গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য "গ্রন্থাগার দিবস" ও সপ্তাহ উদ্‌যাপনে সহযোগিতা, বহু সভাসমিতির আয়োজন, আলোক-চিত্র প্রদর্শন, গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনীতে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, কথকতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহা-পুরুষদের জীবনী আলোচনার উদ্যোগ আয়োজনে উৎসাহ দান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু সহস্র লোককে অপ্যায়িত করা হইয়াছে।

গ্রন্থ বাঁধান ব্যাপারেও গ্রন্থাগারগুলিকে বার্ষিক বরাদ্দের একটি বিশেষ অংশ প্রতি বৎসর ব্যয় করিতে হয়। গ্রন্থাদি প্রকাশের সময়ে যদি প্রকাশক-বৃন্দ অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত মূল্যে মোট প্রকাশিতের একাংশও গ্রন্থাগার সংখ্যা হিসাবে মলাট উত্তম বাঁধাই করিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। এবিষয়ে গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন প্রকাশকদের সহিত যোগা-যোগ করিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে গ্রন্থাগার সংস্করণের নির্দ্দিষ্ট শতাংশ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি পাইলে প্রকাশকেরা তাহা করিতে পারেন। আপাতঃদৃষ্টিতে বুঝা

যার যে পরিষদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় অত ঝুঁকি লওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য এই সংস্থা গ্রন্থাগারগুলির মতামত গ্রহণে ব্রতী হইয়াছে।

যে ভাবে পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার কার্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আগামী বৎসরে পশ্চিম বঙ্গের প্রতি জিলায় একাধিক আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, এবং এইজন্য বেতনভুক্ কর্মী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে সেবাব্রতী হিসাবেই কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু দিন দিন কাজ এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে এখন অনেক বেশী কর্মীর প্রয়োজন এবং নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষায় ও সংগঠন কল্পে সহায়তা করিবার জন্য কতিপয় সর্ব্বক্ষণের কর্মী আবশ্যক। কারণ রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের গোচরীভূত করা এবং পরিষদের সংবাদ তাহাদিগকে সরবরাহ করা সাময়িক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সেবাব্রতী দ্বারা সম্ভব নয়।

আঞ্চলিক শাখাগুলি বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপদেষ্টা হিসাবে দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ইহাদের কার্য-পরিচালনা করিবে। পরিষদ-প্রতিনিধিদের কার্য হইবে আঞ্চলিক শাখা পরিচালনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দান ও গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা।

প্রাপ্তি-স্বীকার

যে সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকা আমাদের নিকট বিনামূল্যে প্রেরিত হইয়া থাকে তাহার একটি তালিকা 'গ্রন্থাগার'এর এই সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। আগামী সংখ্যায় আমরা তালিকাটির অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিব।

সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগারে নির্দ্দেশকরণ কার্য্য
(Reference Service)

শ্রীবিমল কুমার দত্ত

(সহ-গ্রন্থাগারিক : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।)

পাঠক, গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—ইহাদের সুসংযোজিত যোগাযোগেই গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ সার্থকতা। গ্রন্থাগারের সুপরিকল্পিত গৃহ-ব্যবস্থার মধ্যে মূলতঃ পাঠক ও গ্রন্থ—ইহাদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র স্থাপন করাই গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য। পাঠক ও গ্রন্থের মধ্যে এই সহজ পরিচয় ও মিলনসূত্র স্থাপন উদ্দেশ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে :—

(১) পুস্তক নির্ব্বাচন—(Book selection)
(২) বর্গীকরণ —(Classification)
(৩) সূচীকরণ —(Cataloguing) ও
(৪) নির্দ্দেশকরণ —(Reference Service) ই প্রধান।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গ্রন্থাগারে নির্দ্দেশকরণ কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যথাসময়ে যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ, সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা পাঠককে গ্রন্থাগারের অসংখ্য পুস্তকাদি হইতে তাঁহার প্রয়োজনমত পুস্তক ও সংবাদ সংগ্রহে নিয়মিতভাবে সাহায্যদান ব্যবস্থার অপর নাম—নির্দ্দেশকরণ কার্য্য বা Reference Service। Johnson বলিয়াছিলেন—"Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves or we know when we can find information upon it"। শেষোক্ত পর্য্যায়ের জ্ঞানটী গ্রন্থাগারিকের বিশেষ আয়ত্তাধীনে থাকা উচিত এবং ইহাই নির্দ্দেশকরণ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থাগারে নির্দ্দেশকরণ-বিভাগ অন্যতম প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় সত্য, তবে একথাও ঠিক্—নির্দ্দেশকরণ বিভাগ অপর বিভাগগুলির (যথা নির্ব্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি) সহিত বিশেষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং উহাদের কোন একটী বিভাগের কার্য্যে অসম্পূর্ণতা থাকিলে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশকরণ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব-নয়।

সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের ধরণ, মান ও আকার অনুযায়ী নির্দ্দেশকরণ বিভাগটীর আকার প্রকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কোন-কোন গ্রন্থাগারে আকার ও প্রয়োজন অনুযায়ী

একজন অধ্যক্ষের অধীনে একটী বিশেষ বিভাগ গড়িয়া উঠে, আবার কোন কোন স্থলে গ্রন্থাগারের পুস্তক আদান-প্রদানকারী কর্ম্মচারী মোটামুটিভাবে ইহার কার্য্য পরিচালনা করেন। নির্দ্দেশকরণ বিভাগের কার্য্যকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) পাঠকবর্গকে (ছাত্র ও অধ্যাপক) গ্রন্থাগারে রক্ষিত যাবতীয় সঞ্চিত উপাদান সম্বন্ধে যথোচিতভাবে অবহিত করা।

ও

(২) আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দান।

গ্রন্থাগারের তারতম্য অনুযায়ী পাঠকগণের নানাধরণের প্রশ্নের জবাবদিহি করিতে হয় গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের। নিম্নে ঐ জাতীয় কয়েকটী প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হইল, যথা :—

(ক) এভারেষ্টের উচ্চতা কত ?

(খ) আকবর কতদিন রাজত্ব করেন ?

(গ) "ভারতের স্থাপত্য" সম্বন্ধে কি কি ভাল বই আছে ?

(ঘ) বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য কি ?

(ঙ) জেনারেল আইসেনহাওয়ার কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?—ইত্যাদি।

অধিকাংশ সময়েই এই সকল প্রশ্নের জবাব নির্দ্দেশমূলক গ্রন্থাদি (Reference Books) ও আভিধানিক মতে প্রস্তুত গ্রন্থাগার-সূচী হইতেই সংগ্রহ করা যায় ; কিন্তু ইহা ব্যতীত আধুনিক প্রকাশিত তথ্যাদির জন্য নির্দ্দেশকরণ বিভাগ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার সংবাদপত্রাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা ও ধারাবাহিকভাবে তাহাদের সূচীসমেত সাজাইয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে নির্দ্দেশকরণ বিভাগ পাঠকগণকে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দেশ ও সাহায্যদানের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে টেলিফোন-যোগে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাদি ধারে আনাইয়া পরিবেশন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত যাবতীয় সঞ্চিত উপাদান সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে যথোচিতভাবে অবহিত করিতে নির্দ্দেশকরণ বিভাগের উপরোক্ত কার্য্যগুলির ন্যায় গ্রন্থাগার প্রচারও অন্যতম। গ্রন্থাগারে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নূতন সঞ্চয় জমিয়া উঠিতেছে। এই সকল সঞ্চয়ের মধ্য হইতে সুনির্ব্বাচন করিয়া প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি মাসে (অবস্থা ও আকার অনুযায়ী) সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণ ব্যবস্থা করা উচিত। যদি সুবিধা হয় স্থানীয় দৈনিক বা মাসিক পত্রিকায়, সিনেমা ও উল্লেখযোগ্য সাধারণ স্থান-সমূহে এইরূপ তালিকা প্রচার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে চালু করিতে পারিলে উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

নির্দ্দেশকরণ বিভাগের দ্বিতীয় কার্য্য—আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দান। সাধারণতঃ ছাত্র ও অধ্যাপকগণ (বিশেষ করিয়া যাঁহারা নূতন) কিরূপে বিজ্ঞান সম্মত মতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয় জানেন না। মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার-কর্ম্মিগণের পক্ষে সকল পাঠককে তাহাদের সকল প্রকার সন্ধানে সাহায্য দান করা একপ্রকার অসম্ভব। সেকারণ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় পুস্তক কিরূপে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় তাহা (যথা গ্রন্থাগার-সূচী, নির্দ্দেশকরণ-বিভাগ প্রভৃতির ব্যবহার) প্রতি পাঠকের জানা উচিত। কিন্তু পাঠকগণকে ইহা জানাইবার ভারও গ্রন্থাগার-কর্ম্মিদের উপর ন্যস্ত। বৎসরের প্রথমভাগে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠকবর্গকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে ও সবিস্তারে বর্ণনা করার ভার গ্রহণ করা উচিত—গ্রন্থাগারের একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্ম্মীর। উপরোক্ত বর্ণনা শেষ হইলে প্রত্যক্ষভাবে দু'একটী পুস্তকের বা লেখকের নাম লইয়া কিরূপে পুস্তকখানি গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের সাহায্য ব্যতিরেকে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহা দেখান উচিত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে পাঠক নিজে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে শিখিলে গ্রন্থাগারকর্ম্মী ও পাঠক দুইয়ের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক।

বিচক্ষণ ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারকর্ম্মী নির্দ্দেশকরণ দপ্তরের গবেষণা (Research) ও সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগ সুনির্ব্বাচিত ও যথেষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশকরণ পুস্তকাদির সাহায্যে পরিচালনা করিতে পারেন। নির্দ্দেশকরণ বিভাগের সংগ্রহে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের পুস্তকাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় :—

(১) অভিধান (বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন ভাষার)

(২) মহাকোষ (Encyclopaedia)

(৩) বর্ষ-পঞ্জী (Annuals)

(৪) সূচনা-দর্শক পুস্তকাদি (Guides and Manuals)

(৫) জীবনী-সংগ্রহ (Biographical Dictionary)—দেশী ও বিদেশী

(৬) গ্রন্থ-সূচী বা তালিকা (Bibliographical Works)

(৭) বিশেষ বিষয়াদি সংক্রান্ত অভিধান, যথা :—

(ক) Technical Dictionary

(খ) Medical Dictionary—ইত্যাদি।

(৮) মানচিত্র

(৯) স্থানীয় সংগ্রহ-সূচী (Local Collection)।

উপরোক্ত ধরণের সম্পূর্ণ সংগ্রহ (বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন দেশের ও ভাষার) ও পত্রিকা

এবং সংবাদপত্রাদি হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি ও গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ আভিধানিক সূচী হইতে নির্দ্দেশকরণ-দপ্তরের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে। তবে বিশেষ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত পুস্তকাদি তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত; সেকারণ প্রতিখানি পুস্তকের প্রতিটী সংস্করণ যেন যথাসম্ভব আধুনিক ও সম্পূর্ণ হয়।

গ্রন্থাগার কর্ম্মী যত অধিক নির্দ্দেশকরণ পুস্তকাদির সংস্পর্শে আসিবেন ততই উক্ত বিভাগের উপকরণাদি ব্যবহারে ওয়াকিবহাল হইবেন। নূতন নির্দ্দেশকরণ পুস্তকাদির সহিত যথাযথভাবে পরিচিত হইতে হইলে উক্ত পুস্তকাদি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথারীতি জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হইবে :—

(১) পুস্তকের বিষয়বস্তু ও তাহার আয়তন।

(২) লেখকের নাম ও সম্মান।

(৩) সঠিক প্রকাশ তারিখ। ও

(৪) পূর্ব্বে প্রকাশিত ঐ ধরণের পুস্তকাদি হইতে প্রভেদ,—বিশেষ করিয়া বিষয়বস্তু ও উহার প্রকাশ বা ব্যাখ্যা ব্যবস্থায়।

সম্ভব হইলে প্রতি গ্রন্থাগারের সহিত নির্দ্দেশকরণ-বিভাগ থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সমূহে ইহার আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অনুরূপ গ্রন্থাগারে, যেখানে গভীর গবেষণার কার্য্য পরিচালিত হয়,—বিশেষ করিয়া গবেষণার কার্য্যের সাহায্যের জন্য নির্দ্দেশকরণ বিভাগের একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নির্দ্দেশকরণ-বিভাগের ন্যায় যাঁহারা গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহাদের স্ব স্ব বিষয়সংক্রান্ত সম্পূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধ-তালিকা প্রণয়ন, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদিগের নিকট হইতে পুস্তকাদি ও মতামত আদানপ্রদানে গবেষণা-কারিগণকে সাহায্য করার বিষয়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সচেতন হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যতীতও অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অনেক সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থাগারসংশ্লিষ্ট নির্দ্দেশকরণ বিভাগ স্থানীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে অহরহ নানা ভাবে সাহায্য করেন। ফলে, ঐসকল প্রতিষ্ঠান অকাতরে গ্রন্থাগার গুলিকে আর্থিক সাহায্য করেন।

নির্দ্দেশকরণ-বিভাগে প্রাপ্ত প্রশ্নগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :—

(১) স্বল্প মেয়াদী : যে সকল প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া সম্ভব।

(২) দীর্ঘ মেয়াদী : যে সকল প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করিতে সময় লাগে।

শেষোক্ত শ্রেণীর প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য বিশেষ পড়াশুনা ও বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ

নবম বার্ষিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত

প্রস্তাবাবলী

বিষয় :—সমাজ শিক্ষায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়।

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে—দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে; এবং এই জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে জনসাধারণের অবাধ সুযোগ দান করিতে হইবে।

২। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে হইলে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে মূলগত পরিবর্তন সাধন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাহার জন্য বিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করিয়া সরকারী ও অন্যান্য প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

৩। এই সম্মেলন প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করিতেছে যেন তাহারা উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন-পূর্বক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সহায়তা করেন এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থা (Library Extension Work) অবলম্বন দ্বারা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

বিষয়—গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বৃত্তি কুশলীদের ভূমিকা : পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সমস্যা ও তাহার সমাধান।

১। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন স্নাতক পর্যায়ের (Degree course) গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার প্রবর্তন করেন।

২। এই সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইতেছে—তাহারা যেন গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপকতর সুযোগদানের ব্যবস্থা করেন।

৩। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ—যে পর্যায়েরই এবং যে কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালিতই হউক না কেন, তাহার ব্যবহারিক দিকটির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

৪। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে—স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযোগ্য গুণসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকমণ্ডলীর সম-মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হউন।

৫। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় কোষ-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে—এবং তজ্জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিতেছে।

৬। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে—তাঁহারা যেন যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক-গণের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যাহাতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহারা অন্যান্য ব্যক্তিকে সুপারিশ করিতে পারেন।

বিষয়—গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যানের স্থান।

১। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—প্রতিটি গ্রন্থাগারে, সে যেই প্রকারেরই হউক না কেন, যথাযথরূপে পরিসংখ্যান রাখা প্রয়োজন। ইহার ফলে যথাযথ পুস্তক-নির্বাচন সহজসাধ্য হইবে বলিয়া এই সম্মেলনের বিশ্বাস।

২। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক ব্যবহৃতব্য প্রয়োজনীয় পরি-সংখ্যান ফরম্ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

বিষয়—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার।

১। এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সন্নিবেশ এবং তাহার স্থান নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কুশলী গ্রন্থাগারিকের, অথবা তদভাবে বাহিরের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ লইতে হইবে।

২। (ক) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় [illegible] থাকা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রীয় সংস্থায় বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত সংগৃহীত পুস্তক কেন্দ্রীয় [illegible] তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

(খ) এতদ্ব্যতীত এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের একটি সর্বাত্মক তালিকা (Union Catalogue) রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল এবং কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিতেছে যে—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত একজন বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে যথোপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখা হউক, এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন শিক্ষার্থীগণকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিবার জন্য যথোযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

৪। এই সম্মেলন পুস্তক-প্রকাশকগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে—তাঁহারা যেন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার উপযোগী বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

বিষয়—পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্মীগণের সমস্যা।

১। এই সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে—রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার নিমিত্ত গ্রাম অঞ্চলে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীগণকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

২। সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে যে—তাহারা যেন উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্থাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হন।

বিষয় :—পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থকার, প্রকাশক, সম্পাদক ও চিত্র-শিল্পীর দায়িত্ব।

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও অন্যান্য সৌষ্ঠবাদির উপর নজর রাখিয়া যথাসম্ভব কম মূল্যে গ্রন্থকে সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

২। এই সম্মেলন মনে করে যে সরকার-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যথাসম্ভব কম মূল্যে, কিন্তু আধিক সৌষ্ঠবে আকর্ষণীয় করিয়া প্রকাশ করিবার [illegible] প্রয়োজন।

[illegible]নের অভিমত এই যে বর্তমান অবস্থায় সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রগুলির দাম কমাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সম্মেলন আশা করে যে কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিবেন।

৪। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে - উৎকৃষ্ট ধরণের পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হউক।

৫। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে কিশোর মনের অনুপযুক্ত বইগুলির প্রকাশ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হউক।

৬। আমাদের দেশে প্রকাশিত জুলেভার্ন, এইচ, জি ওয়েল্‌স্ প্রণীত পুস্তকাদির অনুরূপ পুস্তকাদির প্রচারে সহায়তা করা এবং এই ধরণের পুস্তকাদির প্রতি কিশোরদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা করা হউক।

পরিষেবক প্রেস, ২৩, ডিক্সন্ লেন, কলিকাতা-১৪

করিতে এক সপ্তাহকাল বা ততোধিক সময় লাগে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীরই প্রশ্নের যে সকল জবাব দেওয়া হইবে সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তর গ্রন্থাগারে সূচীভুক্ত করিয়া ধারাবাহিকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত, অন্যথায় একই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের জন্য বারবার সময় নষ্ট করিতে হয়।

মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগারে নির্দ্দেশকরণ-বিভাগের ব্যাখ্যা, প্রয়োজনীয়তা, কার্য্য, উপকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। Ranganathan[1], Winchell[2], Minto[3], Shores[4], Hirshberg[5], প্রভৃতি লেখক-লেখিকা-প্রণীত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ নির্দ্দেশকরণ-বিভাগের উপকরণাদি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library), বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং সরকারী ও বে-সরকারী বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহে যাহাতে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগটী সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়া দেশের ও দশের সেবায় লাগিতে পারে—ইহাই একান্ত কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

[1] Reference Service & Bibliography : Vols. I & II.
Dr. S. R. Ranganathan.

[2] Guide to Reference Books : C. M. Winchell.

[3] Reference Books : A Classified and Annotated Guide to the Principal Works of Reference : John Minto.

[4] Basic Reference Books : Louise Shores.

[5] Subject Guide to Reference Books : H. S. Hirshberg.

বিচক্ষণ হবার অভিলাষ আছে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে
যার স্পৃহা নেই—তার চিন্তা অগভীর।—কনফুশিয়স

• • • •

যে লোক সজ্জন হতে চায়, কিন্তু গ্রন্থপাঠে যার
অনিচ্ছা তার সমস্ত শ্রম পণ্ডশ্রম।—কনফুশিয়স

বাঙ্গালী কি পাঠ করে ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলাদেশে পুস্তকাগারের সংখ্যা—কি জন-সংখ্যা, কি লিখন-পঠন-ক্ষম ব্যক্তির সংখ্যার তুলনায় অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা খুব কম। শুধু সংখ্যার দিক দিয়াই নহে, পুস্তক-সংগ্রহের দিক্ দিয়াও বাংলার লাইব্রেরী সমূহ অন্যান্য দেশের লাইব্রেরী অপেক্ষা বহু পশ্চাদ্‌পদ। ১০,০০০ হাজারের উপর পুস্তক আছে এইরূপ লাইব্রেরীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। কলিকাতা সহরেও অনেক তথাকথিত বড় বড় লাইব্রেরীতে অভিধান, কোষজাতীয় গ্রন্থের খুব অভাব। অনেক লাইব্রেরীতে সংস্কৃত গ্রন্থ ত নাইই—বঙ্গাক্ষরে ছাপা সংস্কৃত মাত্র বঙ্গানুবাদ বইও নাই। বেশীরভাগ লাইব্রেরীতে ইংরাজী ও বাংলা বই রাখা হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় বাংলার নানা স্থানে, বিশেষ করিয়া পল্লী-অঞ্চলে বহু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। দেশ বিভাগের দরুণ বাঙ্গালীর জীবনে যে দারুণ দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা না ঘটিলে এই প্রসার আরও দ্রুত হইত। সংখ্যার দিক দিয়াও কয়েকটী লাইব্রেরীর বেশ উন্নতি হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েক বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় বহু দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ ত সংগৃহীত হইয়াছেই, উহার সম্যক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ক্যাটালগ্ বা পুস্তক তালিকাও ছাপা হইয়াছে। ইহাতে চিন্তাশীল পাঠকের খুব সুবিধা হইয়াছে। কোন গ্রন্থের কিরূপ অভাব তৎসম্বন্ধে একটীমাত্র উদাহরণ দিব। ইম্পিরিয়াল (অধুনা ন্যাশন্যাল বা জাতীয়) লাইব্রেরীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত Encyclopædia Logarithmica কয়েক বৎসর আগে অবধি ছিল না। এখন আসিয়াছে কিনা জানি না। একমাত্র প্রশান্ত মহলানবিশ স্থাপিত Indian Statistical Instituteএর লাইব্রেরীতে এই কোষ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

এই সকল অভাবের মূল কারণ আমাদের জাতীয় স্বভাব ও আগ্রহের অভাব। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত ও পাশকরা ব্যক্তির মধ্যেও, লেখাপড়ার চর্চ্চা বিশেষ নাই—আর বই ত আমরা পারতপক্ষে কিনিতে চাহি না ; কিনি না ; নেহাত দরকার হইলে চাহিয়া চিন্তিয়া থাকি—তাহাতেও পাওয়া না গেলে "থাকুক্ গে", "দর ভোর" বলিয়া ছাড়িয়া দিই।

পল্লী-গ্রামের শতকরা নিরানব্বইটী লাইব্রেরীই পাঠক সাধারণের চাহিদা চলে। ইহাদের লাইব্রেরী না বলিয়া Reading club বলিলেই সঙ্গত হয়। সুতরাং পাঠকদের মনোরঞ্জন করা লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষদের আশু দরকার। এক্ষণে পাঠকেরা কি কি শ্রেণীর বই পড়িতে ভালবাসে তাহার একটী তথ্যমূলক উদাহরণ দিব।

পানিহাটী একটী বহু পুরাতন গণ্ডগ্রাম। চৈতন্যদেব এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। ইহা কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত। বহু ভদ্রলোকের বাস। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পানিহাটীতে কোন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গ্রামের লোক-সংখ্যা তখন প্রায় ৪,০০০ হাজার। সকল যুবকই লেখাপড়া জানে; গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; যাঁহারা ইংরাজী জানেন বা স্কুলে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতার আফিসে চাকুরী করেন; গ্রামে থাকিয়া ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সালে পানিহাটী বান্ধব পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী হইয়া গেল। পুস্তক সংখ্যা ২।০০ হাজারের উপর। বঙ্গাক্ষরে ছাপা যার বঙ্গানুবাদ বহু সংস্কৃত পুস্তক এই লাইব্রেরীতে ছিল; ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা তাদৃশ বেশী ছিল না, যাহা ছিল—তাহা ইংরাজী খ্যাতনামা লেখকদের সাহিত্য-শ্রেণীর classical বই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এই পাঠাগারে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি ৬।৭ খানি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইত। গ্রামটি ও লাইব্রেরীটী বাংলাদেশের গ্রামের ও লাইব্রেরীর একটি sample বা নমুনা। এক্ষণে দেখা যাউক এই গ্রামের লোক এই লাইব্রেরী হইতে কি কি বই লইয়া পড়িত। এই তালিকা ঐ গ্রামের ৩ জন এম.এ, বা এম. এসসি-পাশ ব্যক্তিদের দিয়া তৎকালে সঙ্কলিত ও লাইব্রেরীর রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ তাঁহাদের কৃত। তালিকাটী নিম্নে দিলাম। যথা :—

	শতকরা হিসাবে—					৩ বৎসরের
	১৯১৬	—	১৯১৭	—	১৯১৮	গড়
নভেল, নাটক	৭৪·৫	—	৭১·২	—	৭১·০	৭২·২
মাসিক পত্রিকা	৮·৪	—	৯·৫	—	১০·০	৯·৩
ইতিহাস, জীবনী	৪·১	—	৫·৭	—	৩·৮	৪·৪
ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান	৩·০	—	৭·১	—	১১·১	৭·১
বাংলা সাহিত্য	২·২	—	১·৯	—	১·৫	১·৯
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৩·০	—	১·১	—	১·৫	১·৯
ইংরাজী সাহিত্য	৩·৯	—	৩·৪	—	০·৭	২·৭
অন্যান্য	০·৯	—	০·১	—	০·৪	০·৫
	১০০·০	—	১০০·০	—	১০০·০	১০০·০

দেখাযায় যে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক নভেল ও মাসিক পত্রিকাই পড়ে বেশী। কৈফিয়তে একথা বলা চলে যে অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া গুরুতর বিষয়ে চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, চিত্ত বিনোদনের জন্য হাল্‌কা বই পাঠ করেন। এই কৈফিয়ৎ কতকটা যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমরা বাঙ্গালীরা পড়াশুনা খুব কম করি। এমন কি, যে-রাজনীতি লইয়া আমরা পাগল সে সম্বন্ধেও আমরা খুব কম পড়াশুনা করি। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি রেভারেণ্ড জে, টী, সাণ্ডারল্যাণ্ড নামক সুবিখ্যাত আমেরিকার পাদরী প্রণীত ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ্ (India in Bondage) নামক পুস্তক ছাপান। কলিকাতায় এই পুস্তকের মোট বিক্রয় ৫০ খানির কম হইয়াছিল; আর মাদ্রাজে প্রায় ৫০০ কপি বিক্রীত হইয়াছিল। সরকার যখন রাজদ্রোহের জন্য রামানন্দ বাবুকে ১,০০০ হাজার টাকা জরিমানা ও এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিলেন তখন মাদ্রাজে বেশী পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়া সংগৃহীত হইতে পারে নাই। কলিকাতার প্রায় সমস্ত পুস্তকই বাজেয়াপ্ত হইল। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন তাঁহার "হিন্দুত্ব" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান, তখন তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে পোড়া বাংলায় আমার প্রথম সংস্করণের ৫০০ শত কপি যে আমার জীবদ্দশায় বিক্রয় হইয়া যাইবে ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা একবার পুরী হইতে বিশাখাপত্তনে যাই। ট্রেনে দেখিলাম এক মাদ্রাজী পুলিশ ইন্‌সপেক্টার বার্ণার্ডশ'য়ের Intelligent Women's Guide to Socialism পড়িতেছেন। পরণে পুলিশের পোষাক —একটি খুনী মামলায় সাক্ষ্য দিতে যাইতেছেন। লেখাপড়ায় ইণ্টার ফিডিয়েট পাশ। বলিলেন, সমস্ত সময়ই আমার দাগী চোর ডাকাত ও বদমায়েসদের পিছনে যায়; এখন একটু ফাঁক পাইয়াছি—তাই এই বই পড়িতেছি; যখনই সুবিধা পাই তখনই কোনও ভাল বই পড়ি—বছরে আমার ২।৩ খানা করিয়া ভাল বই কেনা ও পড়া হয়। কৈ বাংলায় ত কোন পুলিশ কর্ম্মচারিকে এক নভেল ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের বই পড়িতে দেখিনা। আজকাল ত সকল পুলিশ ইন্‌স্পেকটারই বি. এ. পাশ বা উচ্চশিক্ষিত।

রামানন্দ বাবুর ইংরাজী মডার্ণ রিভিউ বাংলার, শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা। প্রবন্ধ-গৌরবে ইহা ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলিয়া স্বর্গীয় স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুকে অভিমত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। স্যার মাইকেল স্যাডলার যখন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি মডার্ণ রিভিউ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে :—"It is one of the twelve living journals of the world", অর্থাৎ পৃথিবীর বারশটী প্রাণবন্ত পত্রিকার মধ্যে ইহা একটী। বাংলা হইতে প্রকাশিত, বাঙ্গালী সম্পাদিত, বাংলার বহু সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা সম্বলিত এহেন মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা বাংলায় কয়জন পড়ে? বাংলার কোন জেলার সদরে সাত শত উকীল বাবুর মধ্যে মাত্র দুই জন ইহা নিয়মিত পড়েন। বাংলার বাহিরেই ইহার প্রচার বেশী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ম্যাট্রিকুলেসান ক্লাস ও তৎপরবর্ত্তী ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম যে তাহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত পড়ে নাই। প্রথমটায় আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম; পরে পার্শ্ববর্ত্তী আরও ৩।৪ টী স্কুলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম যে অবস্থা একই রকমের। শুধু স্কুলের ছাত্রদের দোষ দিই কেন? কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর কলেজের ৪।৫ জন ইংরাজীর অধ্যাপকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া Otto Jespersen এর ছোট ইংরাজী গ্রামার (Essentials of English Grammar) পাই নাই বা তাঁহারা এই বইখানি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি এই বই-খানি নাকি ইংলণ্ডে স্কুলপাঠ্য গ্রামার। অথচ বঙ্গের লাট কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত ৮০ জন হিন্দু সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২ জনের Erskine Mayর Parliamentary Procedureএর সুবিখ্যাত বই ছিল। অনেকে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনের জন্য বহু পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়াছেন। করদাতাদের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়াছেন। অথচ বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের বই তাঁহাদের নাই। আট দশ বৎসর ধরিয়া কমিশনার হইয়াছেন অথচ বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের বই নাই এইরূপ দশ বার জনকে ভালরূপে জানি। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণও বাদ যায়েন না। তাঁহাদের মাহিয়ানা বৃদ্ধির আন্দোলন ত খুব জোরে চলিতেছে; কিন্তু স্কুলের লাইব্রেরীতে অবশ্যকীয় ভাল বই নাই—কেনা হউক, একথা বলিতে কখনও শুনি নাই। আমি বহু গ্রাজুয়েট শিক্ষককে জানি যাঁহারা কখনও Fowler এর King's English পড়িয়াছেন বা Fowler এর Modern English Usage ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে ধনী লোকদের মধ্যেও বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। হাতিবাগানের নবীন চাঁদ দত্ত চৌধুরী সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একজন কলুটোলার ধনী "দিল্লীওয়ালা" তাঁহার একটী বাড়ী ভাড়া লইতে আইসেন। উর্দ্দুতে কথোপকথন হইতে লাগিল; কিছু পরে নবীনবাবু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—আপনি কি বাল্যকালে লক্ষ্ণৌতে ছিলেন বা আপনার মামার বাড়ী কি লক্ষ্ণৌয়ে? প্রশ্ন শুনিয়া "দিল্লীওয়ালা" জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি করিয়া জানিলেন? নবীনবাবু বলিলেন—আপনি যে উর্দ্দুতে আমার সহিত কথা কহিতেছেন উহা লক্ষ্ণৌয়ের উর্দ্দু। আজকাল কয়জন ধনী এইরূপ ভাবে ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন?

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে কি কি বিষয়ে কতখানি করিয়া জায়গা দেওয়া হয় তাহা হইতে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের রুচির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এজন্য হিসাবটী আমরা দিলাম। হিসাবটী কিছু পুরাতন, ইংরাজী ১৯৩০।৪১ সালের। Statesman পত্রিকা অবশ্য বহু ইংরাজ ও অবাঙ্গালী-পাঠক পাঠ করেন; অমৃত বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও

বহু অবাঙ্গালী পাঠ করেন। তথাপি হিসাবটী বাঙ্গালীর রুচির একটা প্রতিচ্ছায়া। হিসাবটী এই :—

সংবাদ (ইহার মধ্যে মামলা মোকদ্দমার সংবাদ তিন আনা, হেড্ লাইন প্রায় শতকরা ৫.৬ ভাগ জায়গা জুড়িয়া থাকে—হয়ত ইহা accidental বা আকস্মিক ; খেলা-ধুলার সংবাদ সিকিরও ওপর)—	৪৬·২
ছবি ও ব্যঙ্গ চিত্র	৪·০
সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি	১·৮
সম্পাদকীয় মন্তব্য আর বিবিধ প্রসঙ্গ ইত্যাদি	৫·০
চিঠি পত্র	২·০
বাজার দর, সোনা রূপার দর, কোম্পানীর রিপোর্ট ...	৬·০
বিজ্ঞাপন	৩৪·০
বিবিধ	১·০
	১০০·০

হিসাবটী মোটামুটী—ইঞ্চি মাপিয়া হিসাব করা হইয়াছে ; ইহাতে হয়তো সঙ্কলনকারী ব্যক্তিদের প্রভাবও কিছু আছে—কিছু ভুল-ভ্রান্তিও আছে। তথাপি হিসাবটী কাজে লাগিবে মনে করি

আমাদের মনে হয় যদি লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষেরা কেবলমাত্র চাঁদাদাতাদিগের রুচির বা চাহিদার দিকে ষোল আনা লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে তাঁহাদের রুচির অল্প অল্প পরিবর্তন হয় তজ্জন্য সৎ-সাহিত্য, ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ইতিহাস প্রভৃতির বই বেশী পরিমাণে ক্রয় করেন বা অর্দ্ধেক চাঁদায় তাঁহাদের এই সব বই পড়িতে দেন তাহা হইলে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন হইবে।

আর সংগ্রহের দিক্ দিয়া কোনও পুস্তক অনাবশ্যক বলিয়া ফেলিয়া না দিয়া তাহা রাখিবার চেষ্টা করা দরকার। যেমন ধরুন—পঞ্জিকা। ইহা রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। বর্ষ শেষ হইলে এই পঞ্জিকা সহজ-লভ্য। এই পঞ্জিকা বাঁধাইয়া রাখিলে ভবিষ্যতে ইহার উপকারিতা বাড়িবে। শ্রীরামপুরের পঞ্জিকা দেখিতে কিরূপ ছিল জানেন কি? আচার্য্যের পঞ্জিকাও নাকি ছাপা হইয়াছিল। কেহ দেখিয়াছেন কিনা জানি না। যদি কোনও বইয়ের একাধিক কপি সংগৃহীত হয় তাহা ফেলিয়া না দিয়া অপর লাইব্রেরীর সঙ্গে অদল-বদল করিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম সংস্করণ অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দেওয়া হয়—ঐটি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরীতে দান করি। এইরূপে বহু অমূল্য সম্পদ একটু চেষ্টা করিলেই রক্ষা পায়।

এশিয়াবাসীদের নাম ও তাহার রূপনিয়ন্ত্রণ

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

(কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার)

১। ভারতীয় নাম :—

পুরাকালে জাতিভেদ প্রথা গড়িয়া উঠিবার পূর্বে জাতিগত বা বৃত্তিগত Surname বা Family-name (কৌলিক নাম) এর প্রচলন ছিল না বলিলেই হয়। লোকসংখ্যা ছিল অল্প ; লেখকের সংখ্যা তদনুপাতে ছিল আরও অল্প। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে লিখিত পুস্তকের নিয়মিত তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর যে সব মুষ্টিমেয় লেখক পুস্তক প্রণয়ন করিতেন কিংবা পুরাকালের লেখকদের রচনা বা উপদেশাবলীর সঙ্কলন করিয়াছিলেন সে সবের গ্রন্থ-সূচীতে লেখকদের নাম ব্যক্তিগত নামেই (forename) হইত।

ইউরোপেও লোকসংখ্যা এত বিরল ছিল যে লোকের একটি Christian নাম ও ডাকনাম ছাড়া কিছুই ছিল না। ক্রমশঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে বংশগত surname এর প্রচলন দেখা যায়। এই surname ছিল—হয় ডাকনাম (nickname), স্থানের নাম, বা বৃত্তি (যথা Cook, Smith, Carpenter, Baker) কিংবা পদসূচক (যথা Chamberlain, Steward)। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্রন্থসূচী প্রণয়নকারীগণ (Cataloguer) লেখকদের নাম উল্লেখে ব্যক্তিগত নামকেই (forename) প্রাধান্য দিতেন। Sovereign, Pope ও রাজবংশের Prince এর নাম লিখিবার সময় এখনও ক্যাটালগে (catalogue) ব্যক্তিগত নামের (forename) প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে Andrew Maunsell সর্ব্বপ্রথম catalogue এ লেখকের নাম উল্লেখের নিমিত্ত surname এর সাহায্য গ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে surname এর সাহায্যে লেখকের নাম তালিকাভুক্ত করার রেওয়াজ হয়। Surname এর পর forename বা Christian নাম লেখা হয়। একই নামের দুই বা ততোধিক লেখকের পার্থক্য দেখাইবার জন্য নামের পর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়।

আজকাল শুধু ভারতীয় নয়, এসিয়াবাসীদের মধ্যেও surname ব্যবহারের বেশ রেওয়াজ হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে surname এ-ই ব্যক্তিবিশেষকে অভিহিত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য সংসর্গে এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের জন্মগত নিজস্ব বা ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে নূতন প্রণালীর surname যুক্ত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু একই surname এর রূপের বা বানানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। বানান ও রূপনিয়ন্ত্রণ না করিলে Cataloguer,

Directory-সম্পাদক প্রভৃতি সকলেই মুস্কিলে পড়েন এবং পাঠক ও জনসাধারণকে বিব্রান্ত হইতে হয়।

পাশ্চাত্য সংস্পর্শের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদের মধ্যে surname এর প্রচলন ছিল। সেই সব surname "The chronicles of families" নামক মুঘল যুগের এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং মুঘল বাদশাহেরা ঐ সকল surname স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

হিন্দুদের surname এর অধিকাংশ জাতি (caste), শ্রেণী (sect) এবং উপজাতীয় নাম (tribal names) হইতে নেওয়া হইয়াছে। এই সব surname এর মধ্যে অধিকাংশই বৃত্তিসূচক। পুরাকালে ব্যক্তিগত নাম (forename) রাশিচক্রের মূল জন্মরাশি হইতে অনেক সময় নেওয়া হইত; ইহাকে রাশিনাম বলা হইত। আবার ঐ ব্যক্তিগত নাম (personal forename) দেবদেবীর নাম হইতেও ধার করা হইত।

জাতিগত surname হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শর্ম্মা (শর্ম্মণ্) দেখ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বর্ম্মা (বর্ম্মণ্), বৈশ্যদের মধ্যে 'গুপ্ত' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

বৃত্তিগত surname হিসাবে মেহতা (কেরানী), কুলকর্ণি (হিসাবরক্ষক), প্যাটেল (প্রধান), যোশী (জ্যোতিষী), চৌধুরী (প্রধান) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ও পূর্বভারতের হিন্দুদের নিজস্ব নামের (personal name) সঙ্গে বংশগত নাম (family name) বা surname যুক্ত হইতে দেখা যায়—অবশ্য পাশ্চাত্য অনুকরণে। যথা, জওহরলাল নেহরু।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে নামের গঠনপ্রণালী ভীষণ ঘোরালো। পশ্চিম দ্রাবিড়ীয় ভূমিতে দ্রাবিড়ীদের পূর্ণনাম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় প্রথমে থাকে জাতিগত (tribal) নাম এবং মোকামের (village) নাম, তারপর পিতার নাম এবং সর্ব্বশেষে স্বকীয় নাম। কানাড়ীদের নামের বেলায় কিন্তু এর উল্টা নিয়ম। মারাঠীভাষী ও গুজরাতীদের মধ্যে প্রথমে দেখা যায় ব্যক্তিগত নাম (personal name) তারপর পিতার নাম, তারপর বৃত্তি-সূচক বা মোকামজ্ঞোতক surname, যথা (১) বালগঙ্গাধর তিলক (পশ্চিম ভারতীয় নাম), (২) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (গুজরাতী নাম)। প্রথমটীর ক্ষেত্রে বাল হইতেছে স্বকীয় নাম, গঙ্গাধর হইতেছে পিতার নাম এবং তিলক হইতেছে surname বা বংশগত নাম (family name)। দ্বিতীয়টীর ক্ষেত্রে মোহনদাস হইতেছে স্বকীয় নাম, করমচাঁদ পিতার নাম এবং গান্ধী হইতেছে বৃত্তিসূচক (গন্ধ বণিক) surname।

Surname এর মধ্যে 'সিং' ও 'সিংহ' শিখ, রাজপুত এবং বাঙ্গালী কায়স্থদের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

তেলেগু ও মালয়ালাম ভাষাভাষীদের দেশে ব্যক্তিগত নামের পূর্ব্বে কেবলমাত্র বংশগত নাম (House-name বা family name) যুক্ত থাকে।

তামিলভাষীদের মধ্যে পিতার ব্যক্তিগত নাম সাধারণতঃ লেখকের ব্যক্তিগত

নামের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া থাকে। কখনও কখনও পিতার ব্যক্তিগত নাম ও স্থানের নাম ছোট করিয়া (initial এ) লেখা হইয়া থাকে।

কানাড়ী দেশের কোন ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে পিতার ব্যক্তিগত নাম যোগ করা হয় না। কিন্তু স্থানের নাম ব্যক্তিগত নামের সহিত গৌণভাবে যুক্ত হয়।

দক্ষিণ ভারতের অনেক ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু খৃষ্টীয়ান নিজেদের নাম বিচিত্র ভঙ্গীতে ভাঙ্গাগড়া করেন। কেহ কেহ জাতিগত শব্দের (Patronymic বা caste word) প্রাধান্য দেন এবং নামের অন্যান্য অংশ গৌণ বা অপ্রধান ভাবে লিখিত হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত নাম, পিতার নাম প্রভৃতি সংক্ষেপে (initial) এ লেখা হয়, যথা—C. P. Ayyar।

বাঙ্গালীর surname এর বানান সমস্যা দক্ষিণ ভারতীয় surname এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরূপ ক্ষেত্রে একই নামের দুইএর বেশী বানান থাকিলে নামের একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ দিতে হইবে। দুইটী থাকিলে দুইটীর ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটীর সঙ্গে cross reference থাকিবে। এইরূপ ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত যথা, Basu এবং Bose ; Banerjee এবং Bandyopadhyaya, Mukharjee (standard form)এবং Mukhopadhyaya—উভয়বিধ form ই (anglicised ও native) ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

পার্শীদের নামের বেলায় দেখিতে পাওয়া যায় প্রথমে থাকে ব্যক্তিগত নাম তারপর থাকে পিতার নাম এবং তারপর কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে বৃত্তিগত বা জাতিগত নাম, যথা—D. R. Mehta, N. R. Mehta (উভয়েরই পিতার নাম Rustomjee) ; M. B. Medhora (Muchershaw Bajanji Medhora)—প্রথমটী নিজের ব্যক্তিগত নাম, দ্বিতীয়টী পিতার নাম এবং তৃতীয়টী বৃত্তিগত নাম। Manickji Rustomji—এই নামের প্রথমটী ব্যক্তিগত নাম, দ্বিতীয়টী পিতার নাম।

পাঞ্জাবীদের নামের অনেক ক্ষেত্রে দুইটী কথা থাকে, যথা—Baini Prasad, Tarachand, Lallchand ;—এসব ক্ষেত্রে কোন surname নাই, সুতরাং নাম উল্টা (invert) করিয়া লেখা যুক্তিযুক্ত নয়। Tarachandকে Chand, Tara করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তেমনি Bainiprosadকে Prosad, Baini করাও ঠিক নয়। যদিও অনেকে Dr. Prosad প্রভৃতি বলেন, সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

যুক্তপ্রদেশের ব্যক্তিগত নামের সঙ্গেও surname ব্যবহৃত হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। জাতিগত ও কুলগত (family name) surname ব্যবহৃত হয়। জাতিগত, যথা:- অগ্রবাল, বাজপায় বা বাজপেয়ী, ভার্গব, পুরী, শাকসেনা, ভাটনগর, ভাট, চৌবে, দিক্ষিত, দুবে, শর্ম্মা,, শ্রীবাস্তব, ঝা, মোলী, কাপুর, পন্থ, যাদব, উপাধ্যায় প্রভৃতি। বংশগত surname, যথা—অগ্নিহোত্রী, ভোজপুরী, চতুর্ব্বেদী, কোহরী, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী প্রভৃতি।

অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নাম দ্বি-খণ্ডিত করা হয়, যথা—Rajendraprasad কে ভাঙ্গিয়া করা হয় Rajendra Prasad.—নামের প্রাথমিক অক্ষর হিসাবেও (Initial) দুইটী অক্ষর ব্যবহার করা হয়, যথা—R. P. (Rajendra Prasad)। জাতিগত surname প্রত্যেক নরনারীর নামের সহিত যুক্ত থাকে। ইংরাজী surname কিন্তু একই Patriarchal familyর কেবলমাত্র পুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশে subcaste name বা জাতিগত surname ত্যাগ করার রেওয়াজ পুনরায় প্রচলন হইয়াছে। যিনি পূর্বে লিখিতেন রাজেন্দ্র প্রসাদ শ্রীবাস্তব তিনি এখন লেখেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। যিনি এখন শুধু রাজেন্দ্র প্রসাদ লেখেন তাঁহার নাম উল্টাইয়া লিখিবার (invert করার) প্রয়োজন হইবে না, কারণ এখানে caste surname লোপ করা হইয়াছে।

A. L. A. Cataloguing Rules for Author and Title Entries এ বিধান আছে গ্রন্থসূচী প্রণয়নে বর্ত্তমান কালের (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্ত্তী কাল) পাশ্চাত্য অনুকরণে লিখিত ভারতীয় নামের উল্লেখে প্রথমে family name বা surname বসিবে তারপর পূর্ব নাম forename বসিবে এবং পরে জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ পাওয়া গেলে তাহাও লিখিতে হইবে। লেখক যেরূপ সামঞ্জস্য সহকারে surname এর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ঐ নাম সেইরূপেই লিখিতে হইবে—সচরাচর প্রচলিত ভিন্ন ভাষায় অক্ষরান্তরিত রূপ (transliterated form) হইতে সেটী আলাদা হইলেও। অবশ্য ভিন্নরূপ হইতে যোগসূত্র (reference) রাখিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক লেখক তাঁহাদের নাম বা surname বরাবর একই ধরণে লেখেন না, অথবা তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধাবলী বা পুস্তকের সংস্করণ করিতে গিয়া সম্পাদক ঐ লেখকদের নাম বা surname অনেক সময় খুসীমত লিখিয়া থাকেন। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য surnameএর একটা নির্দ্দিষ্ট (standard) রূপ নিরূপণ করা প্রয়োজন। ভিন্ন ভাষায় অক্ষরান্তরিত করিবার সর্ব্ব-সম্মত প্রথা (transliteration system) অনুযায়ী (যথা Royal Asiatic Societyর Bombay branch এর Journalএ ব্যবহৃত) ঐ সকল surname ভিন্ন ভাষায় অক্ষরান্তরিত করিলে সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান করা যায়।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য অনুকরণে লিখিত মুখার্জি শব্দটির ইংরাজী বানানের বহু রূপ দেখা যায়, যথা—Mukherjee, Mukerjee, Mookherjee, Mookherjea, Mukharji, Mukherji, Mukherjee, Mukherjea, ইত্যাদি। অনেক সময় একই লেখক ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রূপে মুখার্জি শব্দটি বানান করেন। এই ধরণের সমস্যা দূর করিবার নিমিত্ত শব্দের অক্ষরান্তরিত রূপ (Transliterated form) কিংবা ধ্বন্যাত্মক রূপ (Phonetic form) ব্যবহার করিলে পাঠক ও গ্রন্থসূচী প্রণয়নকারীর নিকট অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হয়। অবশ্য বিভিন্ন রূপ হইতে সর্ব্বদা যোগসূত্র (cross

reference) দিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন লেখকের নামের বানান সম্বন্ধে গ্রন্থসূচীপ্রণেতার (calaloguer) কোন স্বাধীনতা নাই। সত্য কথা। পূর্ব নামের (fore-name) সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও স্বাধীনতা গ্রহণ করিতেছেন না। কিন্তু surname কে একটি নির্দিষ্ট রূপে দাঁড় করাইবার (standardise করার) অধিকার তাঁহাদের না দিলে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং গ্রন্থসূচী ব্যবহারকারী পাঠকের অযথা সময় নষ্ট ও হয়রানির কারণ হয়। Mukherjea *see also* Mukherjee, Mukerjee etc. লিখিয়া গ্রন্থসূচী ব্যবহারকারী পাঠককে সবরকম form এর নীচে কোন লেখক বা পুস্তকের নামের সন্ধান করিবার নির্দেশ দিয়া তাহার সময় নষ্ট করাও গ্রন্থসূচী প্রণয়নকারীর পক্ষে অন্যায়।

সময় সংক্ষেপের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। লেখক তাঁহার পূর্বনাম (fore-name) যে ভাবে লেখেন সেইভাবেই লেখা হইবে, অবশ্য অক্ষরান্তরিত রূপ (transliterated form) হইতে যোগসূত্র (reference) দেওয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। তাদের চিন্তাশক্তি, তাদের কর্মকুশলতা, তাদের দৈহিক যোগ্যতা, তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এমন ক'রে বৃদ্ধি করা যাতে পরবর্ত্তী জীবনে তারা সুস্থ, সবল, সুযোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিক হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্ররা যে সেভাবে প্রস্তুত হ'য়ে উঠ্‌ছে না একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় থেকে জীবনের সমস্ত আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে সকাল দুপুর বিকেলের নিরন্ধ্র পরিশ্রমের পরও একুশ বছর বয়সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হ'য়ে যে বেরোল তার মত অসহায়, অকর্ম্মণ্য, অজ্ঞান যুবক বোধ হয় আমাদের দেশেও আর দ্বিতীয় নেই। জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত কোন পাথেয়ই সে সংগ্রহ ক'রতে পারে নি। তাই গড্ডালিকা প্রবাহধারায় স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ পর্য্যন্ত শেষ ক'রে যেদিন তাকে নিজের স্বকীয় পথে যেতে হয় সেদিন তার দুরবস্থা কল্পনা ক'রলেও দুঃখ হয়। জীবিকা অর্জ্জনের যে ক'টি সাধারণ পথ খোলা আছে—আমাদের সাধারণ পথে গমন অভ্যস্ত যুবকরা সেই ক'টিকেই অবলম্বন করে; কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ, পথিক অগণ্য। এই পথ বেয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠার পথে, জীবিকার পথে এগিয়ে যাওয়া চলে না। নৈরাশ্যের অনগ্রসরতা তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎকে রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

জীবিকা অর্জ্জনের ব্যর্থতাই যদি বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র দোষ হতো তবে অন্ততঃ শিক্ষক-সমাজের বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। কেননা, এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজের হাতে শিক্ষা-পরিকল্পনা, শিক্ষা-সংগঠন ও শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের ভার পড়েনি। শিক্ষা নামক কেরাণী তৈরীর একটা বিপুল যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রে তাকে চালিয়ে যাবার জন্য শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল শিক্ষক সমাজকে। তাই ছাত্রদের মাথা থেকে কেরাণী ছাড়া আর কিছু যদি গ'ড়ে না বেরোয় তবে নিশ্চয়ই শিক্ষক সমাজকে তার জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু জীবিকার দিক দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে না পারলেও অন্য নানা দিক দিয়ে যা কিছু করা যায় তা' ক'রলে ছাত্রদের জীবনে সমৃদ্ধি না আসুক, সান্ত্বনা আসত—গৌরব না ঘটুক, লাঞ্ছনা ঘটত না।

ছাত্রদের সুদীর্ঘ ১৫।১৬ বছর পড়াবার পরও আজ আমরা তাদের মধ্যে পাঠ-প্রবৃত্তি জাগাতে পারি নি। বিলাতি সিভিলিয়ানরা এসে এদেশের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতির আলোচনা ক'রে এদেশের অতীতের বিপুল সম্পদ্ আবিষ্কার করে যান; আর আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা অফিস্ কাছারী ক'রে জ্ঞানালোচনার সময়মাত্র

পাই না। আমাদের সমস্ত পাঠ্য জীবন সরস্বতীর দুয়ারে ভিক্ষায় কাটিয়েছি—তার অঙ্গন অতিক্রম ক'রে তার সেবা করবার প্রয়াসমাত্র করিনি। তাই সরস্বতীর সেবা করবার জন্য আমাদের সত্যকার কোন আগ্রহ জন্মেনি। মুষ্টিভিক্ষাস্বরূপ সামান্য যা পেয়েছি তাই মাত্র সম্বল ক'রে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রেছি।

বাস্তবিক জ্ঞানের পরিধি যতই মানুষের বাড়ে ততই বিপুলতর অপরিজ্ঞাত জ্ঞান-রাজ্যের সন্ধান তার কাছে এসে যায়—সে আত্মভোলা হ'য়ে সেই অপূর্বদৃষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টিত হয়। আমাদের ছাত্ররা জ্ঞানের এই বিপুল আকর্ষণীয় অনাবিষ্কৃত রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে পারে এমন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানপত্র সংগ্রহ করিয়ে দিয়েই আমরা খালাস—বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেবার কোন গরজ বা দায়িত্ব আমাদের নেই। তাই আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্র আমাদের সংস্কৃতির খবর রাখে না। আমাদের ইতিহাস, সাহিত্যের ছাত্রদের সঙ্গে বিজ্ঞানের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

বিশ্ববিদ্যার বড় কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। যে বিষয় আমার নিজের অধীত—যে বিষয় সম্বন্ধে কথা উঠলে আমি অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিনের মনীষীর মত মুখস্থ ব'লে যেতে পারি—সে বিষয়েও আমাদের নিজেদের আলোচনা করবার সামর্থ্য জন্মে না। লেক্‌চার আর নোটের বাটী ঝিনুকে ক'রে আমাদের শিক্ষক-জননীরা আমাদের জ্ঞানের দুধ পান করিয়ে এসেছেন, তাই লেক্‌চার আর নোট্ না পেলে আমাদের জ্ঞান উদরস্থ করবার কোন সামর্থ্যই জন্মে না। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই একান্ত পরমুখপেক্ষিতা আমাদের শিক্ষা জীবনের এক বিশেষ বিড়ম্বনা।

বর্তমান যুগকে অনেকে যন্ত্রযুগ বলেন; এবং যন্ত্রের সুযোগ সুবিধা পাশ্চাত্য জগতের অনেকে নিয়েও থাকেন। কিন্তু এই যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে অপর দেশে যেখানে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের দেশে সেখানে এসেছে লাঞ্ছনা। ধনী গাড়ী চড়ে—দরিদ্র গাড়ী চাপা পড়ে। পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যন্ত্রের আবির্ভাব হওয়ায় স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত না ক'রে তারা সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতা অর্জন ক'রেছে আর আমরা জ্ঞানের যন্ত্রের ব্যবহার না শেখায় আমাদের শক্তির দৈন্যকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ ক'রে দিতে বাধ্য হ'চ্ছি। আমি Reference বই এর কথা ব'লছি। একদিন আমাদের দেশে ছিল—যেদিন কোষকে কোষ মানুষ মুখস্থ ক'রে ফেলত। জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি বেড়ে আজ সেটা করা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তার যে বৈজ্ঞানিক উপায় গুলো বেরিয়েছে তার সম্বন্ধেও আমরা কোন খোঁজ রাখিনি। মানুষের জানবার জিনিষ যেমন আজ বেড়েছে মানুষও তেমনি সমস্ত সংবাদগুলোকে সংগ্রহ ক'রে সহজে জানবার জন্য বিভিন্ন বিভাগে নানারকম কোষ গ্রন্থ, বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি আবিষ্কার ক'রেছে। কিন্তু এগুলোর ব্যবহার পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানালোচনাকে অনেক সহজ ক'রে তুললেও আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজ এদের অবস্থিতি, এদের আলোচনা রীতি, এদের সঙ্কেত কোন কিছুরই খোঁজ রাখে না।

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে দুরবস্থা আজ দেখা যাচ্ছে এর প্রতিবিধান কী? এর প্রতিবিধান হ'চ্ছে প্রতি স্কুলে, প্রতি কলেজে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা মানে কতকগুলি বই কেনা নয়। আমাদের দেশের সরকারী স্কুলগুলোয়, আমাদের দেশের সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলে আমরা বইএর সংগ্রহ দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে স্বদেশীয়গণ-পরিচালিত কোন স্কুলেই লাইব্রেরী দেখিনি। ইট, চুণ, সুরকি সংগ্রহ ক'রলেই বাড়ী হয়ে উঠে না; তার জন্য পরিকল্পনা চাই, রাজমিস্ত্রী চাই; তেমনই—বই আর আলমারী হ'লেই লাইব্রেরী হয় না; তার জন্য সংগঠন চাই। রূপকথায় শুনেছি সোনার কাঠির ছোঁয়া পেলে তবেই নিদ্রিতা রাজকন্যা জেগে উঠ্‌তো—জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌তো। বাস্তবে দেখেছি শিক্ষকের স্পর্শে কালো কাঠের ফলকটা জীবন্ত হ'য়ে উঠে কত কথা ব'লেছে; তেমনই লাইব্রেরীর ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিকের স্পর্শ পেলে তবেই ঐ মূক বইগুলো মুখর হয়ে উঠ্‌বে,—আলমারীর প্রকোষ্ঠের অলস নিদ্রা কাটিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠ্‌বে। বাস্তবিক এতদিন ধ'রে এই নির্জীব পদার্থগুলোকে সংগ্রহমাত্র করার কাজে কী করে আমরা লিপ্ত থাক্‌তে পেরেছি ভাব্‌লে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। এগুলো আমাদের কী কাজে আস্‌বে বা আস্‌ছে না ভেবেই বই কেনার কী সার্থকতা আছে এটা যে আমরা বিচার করিনি' এ সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। সংগ্রহ যদি সম্পদ হ'য়ে না ওঠে তবে যে সেটা ভারস্বরূপ এই সামান্য কথাটাও আমরা মনে রাখিনি।

না, কথাটা আমি ঠিক বলিনি। পুস্তক সংগ্রহই গ্রন্থাগার নয়,—পুস্তক ব্যবহারই গ্রন্থাগারের পরিচয়—এই কথাটার উপর জোর দিতে যেয়ে আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে যেন পুস্তক সংগ্রহ প্রচুর—এই কথাটার আমি ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছি। বিষয়টী মোটেই কিন্তু সেরূপ নয়। অধিকাংশ স্কুলের পুস্তক সংগ্রহ নগণ্য,—দাম দিয়ে বই কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। বস্তুতঃ specimen copyর অতিরিক্ত পুস্তক সংগ্রহের বালাইও বাংলাদেশের অনেক স্কুলে নেই।

ফলতঃ বই না থাকা এবং বই থাকলেও লাইব্রেরী গ'ড়ে না ওঠায় বাংলাদেশের কোন স্কুলই শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন ক'রতে পারেনি। বাংলাদেশের সরকারী স্কুল সমূহে অনেক আগে একজন ক'রে শিক্ষকের উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার দেওয়া থাকৃত—সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সে ব্যবস্থা অনেকদিন উঠে গেছে। সে ব্যবস্থা যে আশানুরূপ ফল দিতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। স্কুলের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আর দুরূহ কাজটিকে যদি ফাউ স্বরূপ কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতে ভাল ফল কেমন ক'রে হ'তে পারে? তা'ছাড়া গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে যোগ্যতার দিক্ দিয়ে তারতম্য না থাকায় কোন একজন শিক্ষককে কিছু টাকা বেশী দেওয়ার পদ্ধতি অতি সাধারণভাবেই শিক্ষকদের মধ্যে একটা অশুভ ঈর্ষাবৃদ্ধি জাগ্রত ক'রেছিল। যাই হোক্, অর্থের অভাবের অজুহাতে পুস্তক-সংগ্রহকে কাজে লাগাবার এই সামান্য ব্যবস্থাও সরকারী বিদ্যালয়গুলো থেকে বহুদিন হ'ল উঠে গেছে। এখন কোন শিক্ষকের হাতে স্কুল

লাইব্রেরীর ভার থাকে নিছক্ কাউ হিসাবে—তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের উপর—বোঝার উপর শাকের আঁটীর মত। কোথাও কোথাও বা কোন কেরাণীর উপরও এই ভার দেবার ব্যবস্থা থাকে।

এতে অবশ্যই ভাল কাজ আশা করা যায় না। তবুও সরকারী বিদ্যালয়গুলোকে ছাত্র ও শিক্ষকরা লাইব্রেরী ব্যবহার করছে একথা প্রমাণ ক'রতে হয়—এবং প্রতি ক্লাসেই সপ্তাহে একটা ক'রে লাইব্রেরী ক্লাস থাকে। আমার শিক্ষক জীবনের বিগত অভিজ্ঞতা থেকে ব'লতে পারি এই লাইব্রেরী ক্লাসগুলোর মত অপব্যয় আর কিছুই নেই। প্রতি ক্লাসে ক্লাস-লাইব্রেরী নামে যে খান ৫০।৬০ বই থাকে সেগুলো নির্ব্বাচনের কোন রকম নীতি নেই। ছেলেদের পক্ষে অবোধ্য ইংরাজী বইগুলো এখনও তাতে অনেক। সে সব বইগুলোর মধ্যে ভূতুড়ে আর আজগুবী গল্পের বই ছাড়া আর কোন বই ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া যে কত শক্ত সেকথা শিক্ষকমাত্রই স্বীকার ক'রবেন। সে-বই পড়তে দেওয়ায় সরকারী সংখ্যা সরবরাহের সুবিধা যতই হোক্ না কেন ছেলেদের জ্ঞান-পিপাসা, চিন্তা-শক্তি, স্বয়ং সংগ্রহ ক্ষমতা যে একটুও বাড়ে না একথা হলপ্ ক'রে ব'লতে পারি। তা'ছাড়া বই দেওয়া-নেওয়া করার কাজটুকুও ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে সুনির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন। প্রতি ছেলের দিকে শিক্ষক মাত্র দিলেন এক মিনিট সময়—সমষ্টিগতভাবেও কোন কাজ করলেন না। ফলে ৪০ মিনিটের ঐ ক্লাসটি ছেলেদের দিক্ থেকে একেবারেই অপব্যয়িত হয়ে গেল।

ক্লাস লাইব্রেরীর এই সব অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও নীতি হিসাবেই ক্লাস লাইব্রেরী প্রথা বর্জন করা প্রয়োজন ব'লে মনে হয়। ছেলেদের পড়া সাধারণতঃ তিনটি কারণে হওয়া উচিত: (১) সংবাদ সংগ্রহের জন্য, (২) অবসর বিনোদনের জন্য, (৩) আদর্শ লাভের জন্য। একথা বলাই বাহুল্য ক্লাস লাইব্রেরীর সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে প্রতি ছেলের উপযুক্ত এই তিন জাতীয় বই যথেষ্ট সংখ্যক সংগ্রহ করা বড় সোজা কাজ নয়। তা'ছাড়া কোন ছেলের পক্ষে ক্লাস লাইব্রেরীর সব বই প'ড়ে ফেলা সম্ভব হবে না ব'লে পরের ক্লাসে উঠলেও যাতে পূর্বের ক্লাসের বইগুলোও তার অধিগম্য হ'তে পারে সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে কোষ-গ্রন্থগুলি এতই মূল্যবান্ যে প্রতি ক্লাসের পক্ষে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব—অবশ্য বর্ত্তমানে সে ধরণের চেষ্টাও করা হয় না। কোষ-গ্রন্থ কোন ক্লাস লাইব্রেরীতেই থাকে না।

বস্তুতঃ লাইব্রেরী ব্যবস্থার বর্ত্তমান প্রচলনের মধ্যে এর সুফল কেউই আশা করেন না। গতানুগতিক প্রথায় বছরের শেষে বই ইস্যুর একটা সংখ্যা দেখিয়েই এক এক ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা দায়িত্ব-মুক্ত হন। একজন শিক্ষকের উপর বই কেনা আর বইএর হিসাব রাখার ভার দিয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয় দায়িত্ব-মুক্ত হন। আর শিক্ষা বিভাগ প্রতি স্কুলের বই কেনার জন্য কিছু অর্থের বরাদ্দ ক'রে দায়িত্ব মুক্ত-হন। এভাবে দায়িত্ব এড়ান চলে বটে কিন্তু ছাত্র সংগঠন হয় না।

অবশ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হ'য়েছেন। আমি যখন হাওড়া জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করি তখনই শিক্ষাধিকার বর্ত্তমান লাইব্রেরী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের জন্য কী করা উচিত সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের মত সংগ্রহ ক'রতে আরম্ভ করেন। আশা করা যায় জাতীয় সরকারের হাতে আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাতে ছাত্র সমাজ প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায় সেই পন্থা অবলম্বিত হবে।

কিন্তু জাতীয় সরকার এই প্রশ্ন বিবেচনা ক'রছেন ব'লেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দায়িত্ব বর্ত্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। আমি জানিনা শিক্ষাধিকার থেকে এসম্বন্ধে গ্রন্থাগার পরিষদের অভিমত জান্‌তে চাওয়া হ'য়েছে কি না। যদি জান্‌তে চাওয়া না হ'য়ে থাকে তবে আমাদের চেষ্টা ক'রে সরকারকে জানাতে হবে—বোঝাতে হবে যে গ্রন্থাগার পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা একটা পৃথক্ বিজ্ঞান। একদিন ছিল যখন লোকে মনে ক'রত বিষয় জ্ঞান থাক্‌লেই শিক্ষকতা করা যায়—শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা অনাবশ্যক। কিন্তু আজ আর কোন বিবেচক মহলে ঐ জাতীয় ভ্রম দেখা যায় না। তেমনই আমাদের দেশে এখনও প্রভাবশালী মহলে অনেকের বিশ্বাস আছে লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য সামান্য একটু Cataloguing, Classification এর নিয়ম জানা থাকাই যথেষ্ট। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারিককে কেরাণীর চেয়ে বেশী স্বাধীন ক্ষমতা দেবার শিক্ষা আমাদের দেশের প্রভাবশালী লোকদের আজও হয় নি'। ফলে আমাদের লাইব্রেরী সংগঠনের জন্য সরকারী সদভিপ্রায় সত্ত্বেও বিড়ম্বনা ঘটে ওঠা অসম্ভব নয়। তাই শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে যেমন ভাল লাইব্রেরীর তাগাদা দেওয়া প্রয়োজন, তেমনই শিক্ষাবিভাগের লাইব্রেরীগুলো ভাল ক'রে গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টা যাতে সার্থক হ'তে পারে, সেজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা দরকার। যদি সরকার থেকে তাঁদের অভিমত চাওয়া নাও হ'য়ে থাকে, তবুও তাঁদেরই তাগাদা ক'রে সরকারকে নিজেদের অভিমত জানান উচিত ব'লে আমি মনে করি। নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠনের প্রশ্ন যেখানে আছে সেখানে সাধারণ রীতি বা পদ্ধতির একটু ব্যতিক্রম ক'রেও গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে এতটুকু অনুচিত নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস।

অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের সাধ্যমত এবিষয়ে চেষ্টা ক'রছেন। তাঁদের পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষার মধ্যে স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগার সংগঠন শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রেছে। স্কুলের পক্ষে উপযুক্ত গ্রন্থনির্ব্বাচনে যাতে কোন স্কুলেরই অসুবিধা না হয়, সেজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্কুল লাইব্রেরীর উপযুক্ত ৫০০ পুস্তকের একটি তালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা ক'রছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডও এবিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন তৈরী ক'রে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকে আবশ্যিক ক'রে তুল্‌বেন ব'লে আমাদের বে-সরকারীভাবে আশ্বাস দিয়েছেন। কাজেই সরকার, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্ত্তমানের তমসাচ্ছন্ন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে নূতন আলোকের আবির্ভাব হবে—

এ আশা আমরা খুবই ক'রছি। এখন আমাদের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের সমস্যা, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিবেচনা ক'রে সেই সুদিন এলে যাতে আমরা পিছিয়ে প'ড়ে না থাকি তার জন্য তৈরী হ'তে হবে।

ভাল স্কুলের গ্রন্থাগার সংগঠন ক'রতে হ'লে গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত স্থান চাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থা মত গ্রন্থাগারের বই ও আলমারিগুলোকে হেড্‌মাষ্টারের কক্ষে, অফিসে, শিক্ষকদের কক্ষে বা যেখানে স্কুলের হল আছে সেখানে ছড়িয়ে রাখা কখনই চ'ল্‌তে পারে না। একটি রাষ্ট্র গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে যেমন তার একটি অবিচ্ছিন্ন সীমার প্রয়োজন, তেমনই গ্রন্থাগারকে একটি সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত ক'রতে হ'লে এর জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক স্থানের প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে কখনই গ্রন্থাগারের কাজ যথাযথ নির্ব্বাহ হ'তে পারে না।

গ্রন্থাগারে পাঠকদের প্রবেশাধিকার অবাধ হবে কি না হবে এ বিষয়ে সরকারী কর্ত্তারা এখনও মনঃস্থির ক'রতে পারেন নি। খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাঁদের মনে এ সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'লে মানে Open Shelf System এর প্রবর্ত্তন ক'রলে বই খোয়া যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে; এবং যদি এই বিপুল ক্ষতির বোঝা লাইব্রেরীগুলোকে বইতে হয় তবে সেগুলো হয়ত টিঁকে থাকতে পারবে না। তাই তাঁরা Open Shelf এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রেও একে প্রবর্ত্তন ক'রতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'চ্ছেন—নানারকম সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব'লছেন। Open Shelf প্রবর্ত্তন ক'রতে হ'লে যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন একথা বলাই বাহুল্য। এই সব সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে গেলে যে প্রথম প্রথম অনেকটা ব্যয় বৃদ্ধি হবে একথাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তবুও আমাদের Open Shelf এর প্রবর্ত্তন করতেই হবে। গ্রন্থ ঘাঁটা আর গ্রন্থের নাম পড়ার মধ্যে যে অনেক তফাৎ আছে একথা গ্রন্থাগার কর্ম্মী মাত্রই জানেন। তাই আমাদের ছাত্ররা যদি গ্রন্থগুলো নিজেরা দেখে নিজেদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই নির্ব্বাচন করার সুবিধা পায় তাতে তাদের যে সুবিধা হবে সে সুবিধার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত উচিত। এই প্রথায় পাঠ-গৃহে বই অনেক তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ব'লেও ছেলেরা এই প্রথার উপযোগিতা শিখ্‌বে। আর সব চেয়ে বড় লাভ হবে ছেলেরা এই সব বই তাদের—এটা বুঝ্‌তে ও ভাব্‌তে শিখ্‌বে। লাইব্রেরী যে তাদের এ বোধটা একবার জাগ্‌লে পরে লাইব্রেরীর উপর অন্যায় অত্যাচার করার প্রবৃত্তি লোপ পাবে এবং এমন একটা নাগরিক-নীতিবোধের উন্মেষ তাদের মধ্যে হবে যেটার অভাব আজ আমরা জাতীয় জীবনে অনুক্ষণ বোধ ক'রে লজ্জিত হ'চ্ছি।

কিন্তু Open Shelf System প্রবর্ত্তন আর লাইব্রেরীর জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দেশ মাত্র ক'রলেই আমাদের পক্ষে লাইব্রেরী ব্যবস্থার সব কিছু করা হোল না। ছেলেদের মধ্যে পাঠ-স্পৃহা জাগাতে পারেন, লাইব্রেরী সম্বন্ধে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন এবং

লাইব্রেরীকে সব রকমে উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারেন এই রকম উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্ম্মী নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এঁদের মর্য্যাদা শিক্ষকদের চেয়ে কম হ'লে চ'লবে না—এঁদের সমস্ত সময়টুকু কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হওয়া দরকার।

স্কুলের কার্য্যক্রম এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে এবং লাইব্রেরীর কার্য্যকাল এমন ক'রতে হবে যাতে স্কুলে ব'সে পড়ার অভ্যাস ছেলেদের মধ্যে গঠিত হ'তে পারে। মনে রাখ্‌তে হবে ছেলেবেলায় ছেলেদের জান্‌বার ইচ্ছা এতই ব্যাপক এবং এতই তীব্র থাকে যে তখন তাদের পক্ষে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির এই পরম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে নেওয়া কঠিন হয় না। কিন্তু জীবনের এই মহেন্দ্রক্ষণ একবার হেলায় অতিবাহিত হ'লে আর পাঠ-স্পৃহা কিংবা পাঠের অভ্যাস গ'ড়ে তোলা সহজ থাকে না। আজকাল অনেক স্কুলে একেবারে নীচু ক্লাসের ছেলেদের পড়া তৈরী করিয়ে দেবার কাজও স্কুলই ক'রে থাকে, পুরাণো প্রথার বাড়ীতে-তৈরী-করার পাঠ দেওয়া অনেক স্কুলই আজ তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ ক'রছে। ঠিক্ তেমনই আমাদের লাইব্রেরীতে ব'সিয়েই ছেলেদের পড়িয়ে দেবার অভ্যাস ক'রতে হবে। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে যেখানে একই বই বহু সংখ্যক কেনা দুঃসাধ্য সেখানে বই বাড়ীতে প'ড়্‌তে দেবার চেয়ে লাইব্রেরীতে বসিয়ে পড়ান'র যে কত সুবিধা তা' ব'লে শেষ করা যায় না। তা'ছাড়া প্রয়োজনের জন্য যে সব বই প'ড়তে হয় সেগুলো পড়বার একটা বিশেষ কৌশল আছে—সে কৌশল ছেলেদের শিখিয়ে দিতে হয়—এবং না দিলে স্বভাবতঃ ছেলেদের আয়ত্তীভূত হয় না। তাই গ্রন্থাগারের পাঠাগারে ব'সে ছেলেদের পড়ার সুবিধা থাকা চাই, গ্রন্থাগারিকের উপদেশ তাদের সহজলভ্য হওয়া চাই।

স্কুল লাইব্রেরীর অনুকূল স্থান, কাল, সংগঠন ব্যবস্থার পর স্কুল-লাইব্রেরী যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা ছেলেদের দিতে হবে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

(শান্তিপুর অধিবেশন)

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

মহানগরী কলিকাতার কলকোলাহলের বাইরে শান্তিপুরের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে বিগত ৩রা—৪ঠা এপ্রিল (১৯৫৩) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বিপুল সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্তর হইতে আগত প্রায় তিনশত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধির সাগ্রহ সমাবেশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সম্মেলনের বিরাট সাফল্যের মধ্যে গণচেতনার যে-সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যাপকতর গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করিবে।

গ্রন্থাগার জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রধানতম অবলম্বন। তাই এই দুর্দিনে বিপন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে মাত্র বাঁচাইয়া রাখা-ই নহে, ইহাদিগকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা ও আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বলিষ্ঠ গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার যে মহান্ দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন সেই দায়িত্ব পালনে পরিষদের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার দৃঢ় আশ্বাস-বাণী একাধিক বক্তার কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে খ্যাতিমান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মেলনে অংশগ্রহণ, দেশ-বিদেশের মনীষিগণ-প্রেরিত শুভেচ্ছার বাণী, পশ্চিমবংগের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের এই বিপুল সমাবেশকে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে।

প্রথম অধিবেশন :—

৩রা এপ্রিল অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে। শান্তিপুরের সাম্যবাণী তীর্থ সম্প্রদায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজো হে"—সঙ্গীত গীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশশী ঘা, এম. এল. এ., তাঁহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। (এই বিবরণীর শেষে দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও মাধ্যমিক-শিক্ষা-পর্ষদের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ তাঁহার প্রারম্ভিক ভাষণে বাংলাদেশের বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

অতঃপর সম্মেলনের মূল-সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার মৌলিক ভাষণে "বর্তমানে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ পুস্তকের সংগ্রহশালা"—কার্লাইলের এই উক্তিটির উল্লেখ করিয়া জাতি-গঠন কার্যে গ্রন্থাগারের বিরাট ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উল্লেখ করেন, এবং এদেশেও অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনার আশা প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি এই কার্যে সরকারকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলেন।

প্রদর্শনী :—

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস্, কেশবন ৩রা এপ্রিল অপরাহ্নে সাময়িক পত্রিকা, বহু বিচিত্র চিত্রাবলী এবং নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থের এক চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারগুলিকে তরুণ ও কিশোরদের চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রকাশ্য সভা :—

অপরাহ্ন ছয় ঘটিকায় একটি জনসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "জাতীয় চরিত্র গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীবলাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তা আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার অন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশন :—

৩রা এপ্রিল রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল, "গ্রন্থাগার সংযোগ"। উনিশ জন বক্তা এই আলোচনায় সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান সমস্যা, অবিলম্বে 'গ্রন্থাগার বিল' প্রণয়নের আবশ্যকতা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-সঙ্ঘ গঠন, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা স্থাপন, সরকার অনুসৃত সাহায্য-দান নীতি, তথ্য-সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার-সংযোগ নীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ের আলোচনান্তে রাত্রি সাড়ে দশটায় অধিবেশন শেষ হয়।

দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন :—

৪ঠা এপ্রিল প্রাতঃকালের কর্মসূচী ছিল—শান্তিপুরের দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন। শান্তিপুর পৌরপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশশী খাঁ প্রতিনিধিগণকে

সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে অদ্বৈত প্রভুর আশ্রম, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাসভবন, বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করান।

তৃতীয় অধিবেশন :—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে ৪ঠা এপ্রিল সকাল সাড়ে দশ ঘটিকায় তৃতীয় অধিবেশন সুরু হয়। আলোচ্য বিষয়—"স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার"। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে স্কুল ও কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার বাবদ মঞ্জুরীকৃত সরকারী সাহায্যের অব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে সরকারী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অব্যবস্থার সমালোচনা করেন, এবং ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা বর্দ্ধিত করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করেন। এই অধিবেশনে আরও অনেক শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগারিক এবং প্রতিনিধি স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগারের দুরবস্থা এবং তাহাদের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

চতুর্থ অধিবেশন :—

শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগীর (স্বপন-বুড়ো) সভাপতিত্বে চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয় অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকায়। "বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য" বিষয়ে এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, কবি গোলাম কুদ্দুস এবং আরও কয়েকজন।

শেষ অধিবেশন : ধন্যবাদ জ্ঞাপন :—

শ্রী বি, এল, কেশবন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবলাই মুখোপাধ্যায়ের নাতিদীর্ঘ ভাষণের পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও কর্মী, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীরাধারমণ প্রামানিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিচিত্রানুষ্ঠান :—

সম্মেলনের সমাপ্তির পর শান্তিপুরের শ্রীকানু চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আচার্য পরিচালিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের আপ্যায়িত করা হয়।

দুই দিবস-ব্যাপী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ;—সঙ্গে লইয়া গেলেন আগামী দিনের চলার পথের ইঙ্গিত,—নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণা। দুইদিনের এই মেলামেশা, প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনা, আর শান্তিপুরবাসীর প্রীতি-সৌহার্দপূর্ণ আতিথেয়তার সুমধুর স্মৃতি দীর্ঘদিন তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকিবে।

যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ;—আর কৃতজ্ঞ সাংবাদিকগণের নিকট যাঁহারা সম্মেলনের বার্তা ও বিবরণী যথাযোগ্য প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

শ্রীশশী খাঁ, এম্. এল. এ.-র

অভিভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সুধীমণ্ডলী !

অভ্যর্থনা সমিতি তথা সমগ্র শান্তিপুরবাসীর পক্ষ থেকে আজ প্রথমেই আপনাদের আমি সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাই। অদ্বৈতাচার্য্যের শান্তিপুরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শান্তিপুরে, মহাশক্তিধর আশানন্দ চেঁকির শান্তিপুরে, পণ্ডিত রমানাথ তর্করত্নের শান্তিপুরে, সুসাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের শান্তিপুরে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই।

বাংলার ইতিহাসে শান্তিপুর একদিন যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল আজ হয়ত তার শেষরশ্মিরও সমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু তথাপি সেই মহান্ অতীতের মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যৎ আলোকময় জীবনের উপাসনা ক'রছি। দু'শো বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে বাংলার তথা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম যেমন ধ্বংস হয়েছে এই শান্তিপুরও তেমনি আজ ধ্বংসমুখীন ; অতীতের সেই গ্রামীন সভ্যতা ও সমাজ জীবনের চিহ্নও আজ এখানে মেলে না। তদানীন্তন কালের পণ্ডিত প্রবরদের পুঁথি আজ কীটের কবলে ; শান্তিপুরের যে তন্তুশিল্পীর তৈরী সূক্ষ্ম বস্ত্র একদিন দেশে বিদেশে বাংলার শিল্পীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই তন্তুশিল্পী আজ অনাহার ও অর্দ্ধাহারের সম্মুখীন ; সেই তন্তুশিল্প আজ অনাদৃত ও মরণোন্মুখ। কালের কুটীল গতির ফলে শান্তিপুরের জনসমাজও আজ অভাবগ্রস্ত ; তাকেও আজ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়েছে ; কখনও সে হয়েছে পরাজিত, কখনও বা সে ক'রেছে জয়লাভ। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যেও শান্তিপুর ভোলেনি তার মহান্ অতীতকে ; তাই এই শন্তিপুরই আজ আবার জন্ম দিয়েছে কবি করুণানিধানের, সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ ও রামপদ মুখোপাধ্যায়ের, নাট্যবিদ্ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর, ডাঃ নলিনী মোহন সান্যালের।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসারলাভ করেছিল তেমনি জন্মলাভ করেছিল নানা প্রতিষ্ঠান—সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই লাইব্রেরী—শান্তিপুর পাব্লিক্ লাইব্রেরী। তারপর নানা দুর্দ্দিন ও সুদিনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে এই গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার তার নিজস্ব গৃহে আপনাদের আজ পেয়ে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নির্ব্বাচিত স্থান হ'তে পেরে ধন্য হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আজকের এই ঘটনা গৌরবের সাক্ষ্য হয়েই থাকবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন আমাদের দেশে আজ আর সত্যিই নতুন নয়, কিন্তু এই আন্দোলনে আজও জাগ্রত প্রাণের সাড়া নেই, নেই সেখানে যৌবনদৃপ্ত অগ্রগতি। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, সার্ব্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা

সৃষ্টিমেয়, যে দেশে অধিকাংশই এখনো অশিক্ষিত সে দেশে গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের সুযোগ কোথায়? তাই আজ আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। জনশিক্ষার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা আজই সর্বাপেক্ষা অধিক। গ্রন্থাগারই আজ হবে সহরের ও গ্রামের প্রাণকেন্দ্র এবং কর্মকেন্দ্র। যুগে যুগে আমাদের দেশের মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে যা চিন্তা করে গেছেন, যে আনন্দময় ভবিষ্যতের দুর্জয় স্বপ্ন দেখে গেছেন তারই প্রকাশ হবে বর্তমান যুব-সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই। গ্রন্থাগার যোগাবে উত্তরপুরুষের কাছে নতুন যুগে নতুনতর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, দেবে অনাগত যুগের আনন্দোজ্জ্বল স্বপ্নময় ইঙ্গিত।

অতীতের ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাই জাতীয় সংগঠনের দিনে বর্তমান তরুণচিত্তকে সৃষ্টিমুখর করে তুলতে হ'লে, আজকের তরুণকে ভবিষ্যতের প্রাণ সম্ভাবনায় উদ্বোধিত করতে হ'লে দেশের যুব শক্তির সামনে তুলে ধরতে হ'বে অতীত ভারতবর্ষের স্বপ্নময় ছবি, এবং এই মহান্ জাতীয় কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির। সার্থকতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি জনচিত্তে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা, কারণ আত্ম-সচেতন নাগরিক ছাড়া সার্থক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আশু কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে এখনও আমাদের সরকার গ্রন্থাগারের প্রতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তিত হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরী হয়েছে বটে, জাঁক জমকের সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শত বার্ষিকী উৎসবও প্রতিপালিত হ'ল বটে, মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী মহল থেকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বক্তৃতাও শোনা যায় বটে, কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দেশে জীবন্ত করে তোলার দিকে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে আজও দেখা যায়নি। কেবলমাত্র দেখা যায় এখানে সেখানে কোন কোন গ্রন্থাগারকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে,—গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা প্রচারের কোন বলিষ্ঠ নীতি সরকার এখনও গ্রহণ করেননি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালিত করে গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আজকের প্রতিটি শিক্ষিত লোককে। প্রতিটি ছাত্রকে, প্রতিটি যুবককে আজ এই শিক্ষা প্রচারের ধ্বজা বহন করে এগিয়ে যেতে হ'বে অগ্রগতির পথে। তবেই তো কেটে যাবে আমাদের এই বিরাট দেশে অশিক্ষার ঘন অন্ধকার, আবার উদিত হ'বে তমসাচ্ছন্ন রাত্রির শেষে নির্মল প্রভাতের সূর্যরশ্মি। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে সমাজ-জীবন আজ বিধ্বস্ত। মানুষ

জীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আজই তো প্রয়োজন এই হারিয়ে যাওয়া আস্থাকে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পুনঃ স্থাপিত করা। দিকে দিকে অভাব অভিযোগ, অশিক্ষা অজ্ঞতার চাপে কোটি কোটি দেশবাসী—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনায় করুণ কাহিনী"।

আজই তো প্রয়োজন গঠনমূলক কর্মীদলের, যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে বলবে—

"এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"।

জয় হিন্দ্

গ্রন্থাগারিক-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সময় সময় আমাদের নিকট গ্রন্থাগারিক-বৃত্তিতে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্ম-প্রার্থীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বৃত্তি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণের বর্ত্তমান ঠিকানা-সম্বলিত নামের তালিকা আমাদের নিকট না থাকায় আমরা নিয়োগকারী এবং কর্ম-প্রার্থীর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে যোগাযোগ সাধন করিতে পারি না। অতএব, গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্ম-প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীগণকে এতদ্দ্বারা অনুরোধ জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন নিজেদেরই স্বার্থে তাঁহাদের নাম, বর্ত্তমান ঠিকানা, গ্রন্থাগারিক যোগ্যতা প্রভৃতি লিখিত ভাবে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। ইতি।—

সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান-সভ্যদের বার্তা ও বিবরণী

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান সভ্যদের বার্তা ও বিবরণী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এই বিভাগটীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান-সভ্যগণ নিজ নিজ গ্রন্থাগারের কার্য্যবিবরণী, উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং সমস্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রভৃতি প্রেরণ করিলে আমরা উহা এই বিভাগে সানন্দে প্রকাশ করিব। প্রকাশের জন্য প্রেরিত বিবরণাদি বাংলা ভাষায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।—সম্পাদক।]

পানিহাটী বান্ধব পাঠাগার

পাঠাগারের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তির স্মরণ-সন্ধিক্ষণে আজ বেশী করে মনে পড়ে এর অতীত দিনগুলির কথা। ১৮৯৮ সালে মাত্র ৫০৫ খানি বই ও ৬৫ জন সভ্য নিয়ে যার যাত্রা সুরু, আজ সে সারা জেলার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতিকেন্দ্রের আসন পেয়েছে। এরই মাধ্যমে হয়েছে গ্রাম সংগঠনের কাজ, বিপ্লবী যুগের যুব-শক্তি পেয়েছে কর্ম্মের প্রেরণা। ১৯৩৪-এ এর নবজন্ম, ১৯৪১-এ নবরূপায়ণ, ১৯৪৪-এ কিশোরবিভাগের উদ্বোধন এবং মাতৃ-ভাষাকে সর্ব্বকর্ম্মে বরণ, ১৩৫৭-এ এর কিশোর বিভাগের দ্বার বিনা চাঁদায় উন্মুক্ত, ১৩৫৭-এ এর সাড়ম্বর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ১৩৫৯ পাঠাগারের একটা স্মরণীয় বৎসর। নানা শিক্ষা-মূলক আলোচনা, যুব-সঙ্ঘের আসর ও 'আরতি' পত্রিকার উদ্বোধন এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি উৎসব এর গৃহ ও প্রাঙ্গন মুখরিত করে রেখেছিল। এ বৎসর পাঠাগারের দু'বিভাগে মোট ৪৪৬ খানি বই ইস্যু হয়েছে। সভ্যদের দৈনিক গড়পড়তা উপস্থিতি ৪২। সভ্যরা যাতে নতুন বই পান এবং তাদের পড়ার মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে পাঠাগারের কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি। এর পুস্তকসম্ভার বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সাজানো এবং বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের পাঠস্পৃহা মেটাতেও পাঠাগার নানামুখ-সভ্যপদ রেখেছে। হিন্দী বিভাগের কাজও চলছে সমান তালে। পত্র ও পত্রিকা বাবদে ইংরাজী ও বাংলার মোট ৩০টি মাসিক ও ৩টি দৈনিক পাঠাগারে রাখা হয়। এ বৎসর এর কিশোর বিভাগের দ্রুত উন্নতি সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। নৃত্যগীত, খেলা-ধূলা, অভিনয় ও ঘরোয়া আলোচনার পরিবেশনে পাঠাগার কক্ষ সবসময়ই সরগরম ছিল। গ্রামের কয়েকজন প্রবীন কর্ম্মী ও কয়েকজন মহিলাকে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার স্বীকৃতিস্বরূপ পাঠাগারের আজীবন সভ্যপদে বরণ করা হয়েছে।

পাঠাগারের এই কর্ম্মেতিহাস এর প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশে পাঠাগার আজ মানুষের কত কাছের জিনিষ হয়ে আছে। শুধু বইএর লেনদেন

নয়, ভাবের বিনিময়, মনুষ্যত্বের পূজা ও উন্নত জীবন-মানের দিশারি দেওয়া একটা সার্থক পাঠাগারের আদর্শ। সেই আদর্শের অনুশীলনে আমাদের কর্ম্মীরা বহু বাধার সম্মুখীন। আমাদের বিশ্বাস বিদ্যানুরাগীর বদান্যতায় এই বাধা আমাদের আদর্শকে পঙ্গু হতে দেবে না।

শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়,—কর্ম্মসচিব।

তাপস পাঠাগার (দমদম্)

গত ১০ই আগষ্ট চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত দমদমস্থিত এক অন্যতম প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "অগ্রদূত সঙ্ঘের" পরিচালনায় "তাপস পাঠাগার" স্থাপিত হয়। পাঠাগারের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শ্রীনেপাল ভট্টাচার্য্য। পাঠাগারের মূল উদ্দেশ্য শিশুদিগের মধ্যে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল পন্থায় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, আশা ও ভরসার স্থল। বর্ত্তমান যুগের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া কিশোরদিগের চরিত্রগঠনোপযোগী যে সমস্ত পুস্তক পঠন ও পাঠনের উপযুক্ত তাহাই সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইহাতে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্থ সংকটের দিনে কিশোরদিগের যাহাতে পাঠাগারের সভ্য হইতে অসুবিধা না হয় তাহার জন্য নগণ্য ৵০ আনা মাত্র চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য স্কুল-পাঠ্য পুস্তক ব্যবহারের ব্যবস্থাও আছে। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া পাঠাগারের কার্য্যপরিষদ গঠিত। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে পাঠাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট। পাঠাগারের সভ্যসংখ্যার তুলনায় পুস্তকসংখ্যা অতি নগণ্য। বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ১১২ ও পুস্তক সংখ্যা ইংরাজী ও বাংলা সমেত ৮৯৬।

পাঠাগার জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারাই এতদিন পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অর্থ সংকট দূরীভূত করা আশু প্রয়োজন। যে মহৎ কার্য্য আমরা সুরু করিয়াছি আশা করি তাহা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করিবে। বাঙলা দেশে এখনো বহু মহানুভব ও দানশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের নিকট আমরা এই পত্রিকা মারফৎ আবেদন জানাইতেছি অর্থ ও পুস্তক সাহায্যের জন্য। আশা করি তাঁহারা এই আবেদনে সাড়া দিতে কার্পণ্য করিবেন না।

স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান, পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রভৃতির নিকট আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান সভ্য হিসাবে এই পাঠাগারের প্রতি পরিষদের যে দায়িত্ব আছে আশা করি তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না। যে কোনরূপ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীশম্ভু নাথ দে, সম্পাদক, 'তাপস পাঠাগার'; ১৫, ষ্টেশন রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮।

শ্রীশম্ভুনাথ দে, সম্পাদক।

নৈহাটি বঙ্কিম পাঠাগার

বিগত ৩১শে মে (১৯৫৩) নৈহাটি বঙ্কিম পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়. এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আগামী বৎসরের (১৯৫৩-৫৪) জন্য কার্যনির্বাহক সংসদ গঠিত হয় :—

(১) সভাপতি—ডাঃ অজিতকুমার মিত্র
(২) সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
(৩) কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅমূল্যচরণ দে
(৪) সহকারী-সম্পাদক—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
(৫) গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ—শ্রীকমলকৃষ্ণ দত্ত
(৬) সহ-গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ—শ্রীসঞ্জীবপ্রসন্ন ঘোষ মজুমদার
(৭) সাধারণ সদস্য—শ্রীরণেন্দ্রনাথ বসু।

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার
(১৯৫২-৫৩ সালের কার্য-বিবরণীর সারাংশ)

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বাংলার আদিতম ও শ্রেষ্ঠ পাঠাগার গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম।

আলোচ্য বৎসরের (১৯৫৩) প্রথমে পাঠাগারের সভ্য সংখ্যা ছিল ১৮৫, বর্ষশেষে সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৯।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন ব্যতীত—রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ২৬শে জানুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, সমাজ-শিক্ষা দিবস, পাঠাগার আন্দোলন দিবস প্রভৃতি উদ্‌যাপিত হয়।

পুস্তকের সংশোধিত তালিকা এবৎসরে প্রস্তুত করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে গড়ে দৈনিক '১০০' খানি পুস্তক পাঠকদিগকে দেওয়া হয়। ছুটীর দিন ব্যতীত অবৈতনিক পাঠাগার দৈনিক ৪ ঘণ্টা খোলা থাকে।

এই বৎসর একটি 'শিশু-বিভাগ' খোলা হইয়াছে; প্রতিদিন বহু শিশু এখানে পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ পাইতেছে।

আলোচ্য বৎসরের পাঠাগারের পুস্তক-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
বাংলা—	৫৫৩৯	৫৬৮৬
ইংরেজী—	২০৪৩	২১১৯
	৭৪৮২	৭৮০৫

পূর্ব বৎসরের মজুত ১৩৩৸৶১৫ এবং আলোচ্য বর্ষের আয় ৪০১০১৶০ একত্রে ৪১২৪৸৶১৫ হইতে ৪৫০২।৶৫ ব্যয় হওয়ায় বর্ষশেষে ২৯২৶১০ মজুত থাকে।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের আনন্দানুষ্ঠান ও প্রদর্শনী

গত ২০ শে সেপ্টেম্বর (১৯৫২) হইতে ৩ রা অক্টোবর পর্যন্ত জামালপুর থানার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে এক বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান ও ছেলে-মেয়েদের হস্তশিল্পের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিভিন্ন বিষয়ের সচিত্র প্রাচীন পত্র, সাময়িক পত্র, দেশবিদেশের দর্শনীয় স্থানের চিত্র, মনীষীগণের প্রতিকৃতি, পাঠাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থ ও ছেলেমেয়েদের তৈরী শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি দর্শকগণের আনন্দ-বর্ধন করে। বিভিন্নগ্রামের বহু অধিবাসী এই কয়দিন আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে রেডিও এবং ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছায়া চিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং ঐ দিন বিপুল জনসমাগম হয়। গত ৩ রা অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্রীমতী রাধারাণী চট্টোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী ইন্দ্রারাণী দে সূচী শিল্পের জন্য ও শ্রীমান শান্তিময় গাঙ্গুলী চিত্রশিল্পের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এঅঞ্চলে এধরণের অনুষ্ঠান এই প্রথম।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধীর জন্ম স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মাদ্বয়ের প্রতিকৃতি পুষ্প মাল্যে ভূষিত করা হয় ও অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বৃক্ষরোপন উৎসবও পাঠাগারের সভ্যগণের উদ্যোগে যথারীতি পালন করা হয়।

সরকারী সাহায্য

পশ্চিমবংগ সরকারের শিক্ষা বিভাগ মাখনলাল পাঠাগারকে ১৯৫১-৫২ সালের জন্য ৩০০৲ মূল্যের মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ১লা নভেম্বর (১৯৫২) এই পাঠাগারের উদ্যোগে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বার্তা

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন :—

বিগত ২৭শে মে (১৯৪৩) রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঊনবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর অধিবেশনে অধিক-সংখ্যক সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি শ্রীচন্দ পরিষদ পরিচালিত পঞ্চদশবার্ষিক গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণকে অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এবং গ্রন্থাগারিকগণের মর্যাদাবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যান্য কর্ম-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণের পর পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ১৯৪২ সালের কার্যবিবরণী পেশ করেন। আলোচনান্তে শ্রীতিনকড়ি দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সমর্থনে ঐ বিবরণী গৃহীত হয়। পরিষদের বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন, এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর নিম্নলিখিত সদস্যদের দ্বারা ১৯৪৩ সালের কর্ম-পরিষদ গঠিত হয় :—

সভাপতি—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। সহ-সভাপতি—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রী বি. এস্. কেশবন, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত। সম্পাদক—শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। যুগ্মসম্পাদক—শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ। সহকারী সম্পাদক—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। গ্রন্থাগারিক—শ্রীমতী বাণী বসু।

ব্যক্তিগত সদস্য—শ্রীকীর্তিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রী এ. বি. সেনগুপ্ত, শ্রীঅনিল দত্ত।

প্রতিষ্ঠান সদস্য :—কলিকাতা—কানাই স্মৃতি পাঠাগার, বালীগঞ্জ ইয়ংম্যান্স্ এসোসিয়েশন্, নর্থ ইষ্টার্ণী কমলা লাইব্রেরী, জগজ্যোতি লাইব্রেরী। হাওড়া সহর—বিদ্যুপদ স্মৃতি পাঠাগার। হাওড়া জেলা—পল্লী সঙ্ঘ, দেবীপুর; পশ্চিম-দিনাজপুর—বালুরঘাট সাধারণ পাঠাগার; চব্বিশ-পরগণা—চাকুরিয়া পাব্লিক লাইব্রেরী; নদীয়া—

শান্তিপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরী; দার্জিলিঙ—বুমফিল্ড পাব্‌লিক লাইব্রেরী; বর্ধমান—কালনা অম্বিকা সাধারণ পাঠাগার; হুগলী—তারকেশ্বর যুব-সঙ্ঘ লাইব্রেরী; বাঁকুড়া—পাত্রসায়ের সন্ধ্যদয় নেতাজী লাইব্রেরী; বীরভূম—সিউড়ী পাব্‌লিক লাইব্রেরী; মুর্শিদাবাদ—হিন্দুস্থান সেবা সমিতি; মালদহ—বি. আর. সেন পাব্‌লিক লাইব্রেরী; কোচবিহার—চাংড়াবন্ধ পাঠাগার; জলপাইগুড়ী—বাবুপাড়া পাঠাগার; মেদিনীপুর—রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার।

নির্বাচন সমাপনান্তে সভ্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর প্রতিনিধি শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি সভায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে :—

- পুস্তকের উপর আরোপিত বিক্রয়-কর (অন্ততঃপক্ষে অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে) রহিত করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া হউক।
- পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক প্রকাশকগণকে তাঁহাদের প্রকাশিত সকল পুস্তকেরই কিছু সংখ্যক কপি গ্রন্থাগার-উপযোগী বাঁধাই বিশেষ-সংস্করণরূপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাব দুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নবনির্বাচিত সম্পাদক ও সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর সভার কার্য শেষ হয়।

নব-নির্বাচিত কর্ম-পরিষদের (Council) প্রথম অধিবেশন :—

গত ১৩ই জুন (১৯৫৩) পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের নব-নির্বাচিত কর্ম-পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসুশীলকুমার ঘোষকে কার্যনির্বাহক সংসদের (Executive Committee) অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচন করা হয়, এবং নিম্ন-লিখিত শাখা সংসদগুলি (Standing Committees) গঠিত হয় :—

(ক) **গ্রন্থ-নির্বাচন সংসদ** (Book Selection Committee) :—

ডক্টর সুকুমার সেন (সংসদপতি), শ্রীফণীভূষণ রায় (আহ্বায়ক), শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিমলকুমার দত্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ।

(খ) **গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সংসদ** (Library Organisation & Coordination Committee) :—

শ্রীতিনকড়ি দত্ত (সংসদপতি), শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক), শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ, শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবালকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীমনোজ রায়, শ্রীনির্মল সীল।

(গ) **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপদেষ্টা সংসদ** (Technical Advisory Committee) :—

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় (সংসদপতি), শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়ভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রী জে. সাহা, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

(ঘ) **গ্রন্থাগারিক-বিদ্যাশিক্ষা সংসদ** (Librarianship Training Committee) :—

শ্রী বি. এস. কেশবন (সংসদপতি), শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীমতী শান্তশীলা ঘোষ, শ্রী এ. বি. সেনগুপ্ত, শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ।

(ঙ) **পরিষদ গ্রন্থাগার সংসদ** (Association Library Committee) :—

শ্রীমনোরঞ্জন রায় (সংসদপতি), শ্রীমতী বাণী বসু (আহ্বায়িকা), শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীপরিমল আচার্য।

(চ) **প্রকাশন সংসদ** (Publication Committee) :—

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস (সংসদপতি), শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস (আহ্বায়ক), শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

(ছ) **অর্থ ও হিসাব সংসদ** (Finance & Accounts Committee) : —

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সংসদপতি), শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (আহ্বায়ক), শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী।

পরিষদ সম্পাদক পদাধিকার বলে সকল শাখা সংসদের সদস্য থাকিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

নির্বাচন সমাপনান্তে সভ্যগণ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। সরকারের জনশিক্ষা-সমাজশিক্ষা বিভাগ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাদের ভাবী-কর্মপন্থা নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করে।

কার্য-নির্বাহক সংসদের (Executive Committee) **অধিবেশন :—**

(১) ২৭ শে জুন (১৯৫৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নব-নিযুক্ত কার্য-নির্বাহক সংসদের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে নিম্নলিখিত শোক-জ্ঞাপক প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সংসদ উক্ত পরিষদের, তথা সমগ্র পশ্চিম বাঙলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-কর্মীগণের পক্ষ হইতে মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়াছে ;—ইহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আজিকার এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহার মৃত্যুর ফলে দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত

হইল। তিনি বাঙলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই, প্রতিটি গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার-কর্মী তাঁহার অভাব প্রতিনিয়ত গভীরভাবে অনুভব করিবে। তাঁহার তিরোধানের ফলে জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতির এক মহান্ ধারক ও বাহককে হারাইল।"

(২) বিগত ১১ই জুলাই (১৯৫৩) কার্য্যকরী সংসদের অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯শে আগষ্টকে প্রতিবৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত, পল্লী গ্রন্থাগার সংগঠনের একটি পরিকল্পনা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রী বি, এস, কেশবনকে লইয়া একটি অস্থায়ী শাখা সংসদ গঠিত হয়।

(৩) ১৭ই জুলাই (১৯৫৩) অনুষ্ঠিত কার্য্যকরী সংসদের অধিবেশনে ১৯শে আগষ্টকে 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে পালন করিবার জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠান সভ্যদিগকে অনুরোধ জানাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'গ্রন্থাগার দিবসে' অনুষ্ঠিত জনসভায় অবিলম্বে পুস্তক পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয়কর রহিত করিবার দাবী উত্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কার্য্যকরী সংসদের উক্ত অধিবেশনগুলি ব্যতীত প্রতিটি শাখা-সংসদ ইতিমধ্যে নিজ নিজ কর্ম্মপন্থা নির্ধারণ কল্পে এক বা একাধিক অধিবেশনে মিলিত হয়।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সম্বর্ধনা :—

আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে আমেরিকায় এক বৎসর কাল অবস্থানের পর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিগত ২৮শে মার্চ (১৯৫৩) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরীর সম্মিলিত উদ্যোগে এক সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়। নর্থ ইণ্টালী কমলা লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীক্ষীরোদ ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, এবং পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। ডক্টর রায় তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে তাঁহার আমেরিকা অবস্থানের অভিজ্ঞতা এবং এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৫২ সালের কার্য-বিবরণীর সংক্ষিপ্ত সার

১৯৫২ সালের ১৮ই মে তারিখে যে কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইয়াছিল বিগত ১৯৫৩ সালের ২৪শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক প্রেরণার বলে বহুবিধ বাধা বিপত্তি এবং প্রতিকূলতাকে জয় করিয়া এই কর্ম্মপরিষদ বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ক্রমোন্নতির পথে বহুদূর উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে একথা অনস্বীকার্য্য। ক্রমবর্দ্ধমান গণচেতনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদায়ী কর্ম্ম-পরিষদ এমন কতকগুলি সুচিন্তিত কার্য্য-সূচী গ্রহণ করিয়াছে যাহার পূর্ণ-সাফল্য সময়-সাপেক্ষ।

১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্য বিবরণী সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন :—

১৮ই মে (১৯৫২) তারিখে পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের সদস্য সমূহ নির্ব্বাচিত হন।

কর্ম্ম-পরিষদ ও শাখা সংসদের অধিবেশন।

আলোচ্য বৎসরে মোট ৮বার কর্ম্ম-পরিষদের অধিবেশন হয়। কাউন্সিল কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাখা সংসদগুলির মধ্যে পুস্তক নির্বাচন সংসদের একবার, গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংসদের তিনবার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপদেষ্টা সংসদের একবার, গ্রন্থাগারিক-বৃত্তি-শিক্ষা সংসদের চার বার, এবং পরিষদ গ্রন্থাগার সংসদের একবার অধিবেশন হয়।

আলোচ্য বৎসরের শেষে পরিষদের যে সকল সভ্যের চাঁদা তিন বৎসরের অধিক অনাদায়ী নাই তাঁহাদের সংখ্যা ছিল :-আজীবন সভ্য-২৬, প্রতিষ্ঠান সভ্য-৪৯৬, ব্যক্তিগত সভ্য ১৬৪, মোট সংখ্যা ৬৪৮। ১৯৫২ সালে সভ্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আজীবন-সভ্য ২, প্রতিষ্ঠান-সভ্য ১৩০, এবং ব্যক্তিগত-সভ্য ৩৮।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিন মাস ব্যাপী গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা দান কার্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত বাংলা দেশের গ্রন্থাগার সমূহের ডাইরেক্টরীর সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ বহুদূর অগ্রসর হয়।

পুস্তক নির্ব্বাচন সংসদ কর্ত্তৃক ১৩৫৯ সালের প্রথম তিন মাসে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের একটি তালিকা প্রণীত হয় এবং উহা গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩৫৯ সালের প্রথম তিনমাসে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রের রচনার লেখক ও বিষয় সূচী প্রস্তুত করিয়া উহা গ্রন্থাগার পত্রিকার ৩য়-৪র্থ খণ্ডে প্রকাশার্থ প্রেরিত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৯৫২ সালের জমা-খরচের হিসাব

জমা—		খরচ—	
চাঁদা বাবত	১৪৯৮৲	ডাক খরচ	৩০২৶৩ পাই
পুস্তক বিক্রয়	৭৶০	গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা খাতে	২৮৮৷৯ ,,
কম্পোজিশন ফি	৯৮৫৲	ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদা	১০৲
সুদ	৪৫৷৶৯ পাই	সভা-সমিতি-সম্মেলন	২৮৫৶৩ ,,
দোকড় সার্টিফিকেট ফি	৫৲	মুদ্রণ	২০৩৷৶৬ ,,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য	২০০০৲	কার্যালয় পরিচালনা	৪৫০৷৹
ঋণ	১৩০৲	পুস্তক	৫৪৭ ৫ ,,
গত বৎসরের তহবিলে প্রাপ্ত	১৯৫২৯ পাই	সাজ-সরঞ্জাম	১০২৮৸
		গ্রন্থাগার সংযোগ	১৭৮৶৩ ,,
		গ্রন্থাদি প্রকাশ বাবত	৭৩৪৶৯৲ ,,
		বিবিধ	১০৷৷৶০
		উদ্বৃত্ত	
		কঃ কিঃ ঋণদান সমিতি	১২১১৶০
		ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ	১১২৭৶৬ ,,
		নাথ ব্যাঙ্ক (ইন লিকুইডেশন)	২৮০৶৩ ,,
		হস্তে	১২৬৶৩ ,,
	৬৬২২৸৬ পাই		৬৬২২৸৬ পাই

পরীক্ষান্তে হিসাব নির্ভুল প্রতিপন্ন হইল।

জর্জ রীড এণ্ড. কোং,

চার্টার্ড একাউন্টান্টস্, হিসাব পরীক্ষক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নূতন সভ্য (১৯৫২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত তালিকার শেষাংশ)

ব্যক্তিগত-সভ্য

কলিকাতা :

শ্রীদেবকুমার বসু, ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড্, কলিকাতা-২৯।

শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ, ১২১ বি, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

শ্রীঅরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-১২।

হাওড়া :

শ্রীকৃষ্ণধ্বজ নন্দী, ৪১, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন, কদমতলা।

প্রতিষ্ঠান-সভ্য

বাঁকুড়া :

সুপুর বান্ধব সমিতি, খাতরা।

কলিকাতা :

কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘ ও যতীন দাস স্মৃতি পাঠাগার ; ৩১, রসা রোড, কলিকাতা-২৫।

দক্ষিণ কলিকাতা বান্ধব সমিতি ; ৫৮ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

স্বরাজ পাঠাগার ; ৩১, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২।

হুগলী :

মোহনপুর বিশালাক্ষী পাঠাগার, মোহনপুর।

খলিসানি পাঠাগার, খলিসানি, চন্দননগর।

ইনসুরা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, ইনসুরা।

চম্পাডাঙ্গা বান্ধব পাঠাগার, চম্পাডাঙ্গা।

হাওড়া :

বৈদ্যনাথপুর পাবলিক লাইব্রেরী, বৈদ্যনাথপুর।

মেদিনীপুর :

ঝাড়গ্রাম এগ্রিকালচারাল কলেজ, ঝাড়গ্রাম।

টালা পল্লীসেবক সঙ্ঘ, টালা, হরিয়া।

মুর্শিদাবাদ :

রামনগর পল্লী উন্নয়ন-সমিতি, রামনগর, সোমনগর।

নদীয়া :

বসন্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, চাকদহ।

আসাম :

নেতাজী পাঠাগার, রিলবঙ, শিলঙ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বাপু দর্শন—কাকা কালেলকর। অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গুহ। সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রোড, কলিকাতা-১৯। ৵০—১১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

কাকা কালেলকর প্রণীত হিন্দী গ্রন্থ 'বাপুকি ঝাঁকিয়াঁ' বাংলা অনুবাদ। ইহাতে গান্ধীজীর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনার ১০১টি কাহিনীর বর্ণনা আছে। কাহিনীগুলি উপাদেয় এবং ইহারা গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর নানাদিকে আলোকপাত করে। মূল হিন্দী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রিকাগুলি আমাদের নিকট বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। তজ্জন্য আমরা এই সকল পত্রিকার সহৃদয় প্রকাশকগণকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

(১) পরিচয়, (২) প্রবাসী, (৩) গ্রামের ডাক, (৪) নতুন সাহিত্য, (৫) বাংলার শিক্ষক, (৬) জনশিক্ষা, (৭) জগজ্জ্যোতি, (৮) উদয়ন, (৯) জীবনবীমা, (১০) Bulletin of the Ramkrishna Mission Institute of Culture, (১১) American Reporter. (১২) Weekly West Bengal.

—সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
প্রতিষ্ঠান-সভ্যদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

১৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসের এই স্মরণীয় দিনটিকে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে 'গ্রন্থাগার দিবস' রূপে যথোচিত মর্য্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করিবার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সভ্যের নিকট আমাদের অনুরোধ-লিপি যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এতদ্বারা আমাদের প্রতিষ্ঠান-সভ্যগণকে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে—তাঁহারা যেন 'গ্রন্থাগার দিবস' অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণী, এবং উক্ত দিবসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি যথাসময়ে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন।

সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

বাংলা পুস্তকের ত্রৈমাসিক তালিকা

[১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তক এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।]

১৩৫৯ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় এই তিন মাসে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা 'গ্রন্থাগার'এর গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে বাকী নয় মাসে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইল। এই তালিকা প্রণয়ন কার্যে আবশ্যক তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ প্রায় সকল পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীর নিকট আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়—অতি অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এবিষয়ে প্রকৃত সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টার ফলে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। বলা বাহুল্য —এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

ধর্ম্ম ও দর্শন

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতা; কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৫৯; ৩৲ ও ৪৲ টাকা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাহিত্য (১ম সং) কলিকাতা, বিশ্ব-ভারতী, ১৩৫৯; ৬৬ পৃঃ। ।৵০ আনা।

তারক চন্দ্র রায়

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (২য় খণ্ড); কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯; ৫০৪ পৃঃ। ১৭৲ টাকা।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি; কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১৩৫৯, ১৪৪ পৃঃ। ১৷৷০ আনা।

জ্যোতিষ-তন্ত্র

জ্যোতি বাচস্পতি

লগ্নফল; ৪র্থ সং। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১০৮ পৃঃ। ২৲।

রাষ্ট্র-নীতি

সুভাষচন্দ্র বসু

মুক্তি সংগ্রাম (অনু :—নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী), কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৷৷০ টাকা।

শিক্ষা

অনাথনাথ বসু

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (পুনর্মুদ্রণ) কলিকাতা, বিশ্ব-ভারতী, ১৩৫৯, ৯২ পৃঃ। ৷৷০ আনা। (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ-২৩)।

মনস্তত্ত্ব

নৃপেন্দ্রকুমার বসু

ফ্রয়েডের ভালবাসা (৩য় সং) কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯। ৪৲ টাকা।

পঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ বিজ্ঞান (১ম) ৩য় সং, কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯ ১৯১ পৃঃ। ৪৲ টাকা।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শরীর বৃত্ত, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, ৫৭ পৃঃ। ॥০ আনা।

ভূ-তত্ত্ব

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিশ্বের উপাদান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, ৪৮ পৃঃ। ॥০ আনা।

চারু-কলা

যামিনীকান্ত সেন

আর্ট ও আহিতাগ্নি (২য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ২২৪ পৃঃ। ১২৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর বিতান (২য় খণ্ড, ২য় সং); ১৭৩ পৃঃ, ৪৲ টাকা। ঐ (২৪শ খণ্ড) ২॥০ টাকা। ঐ (২৫শ খণ্ড) ২॥০ টাকা। ঐ (২৬শ খণ্ড) ৭২ পৃ। ২॥০ টাকা। ঐ (২৭শ খণ্ড) ৯০ পৃ। ৩৲ টাকা, ঐ (২৮শ খণ্ড) ৪৮ পৃঃ, ২৲ টাকা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

শান্তিদেব ঘোষ

আভা ও বালির নৃত্যগীত (১ম সং) কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯; ৬৮ পৃ। ॥০ আনা।

সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র রচনাবলী (পুনর্মুদ্রণ) কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯; ৮৲—১৪৲ টাকা।

সাহিত্যের ইতিহাস

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা (৩য় মুদ্রণ) কলিকাতা, বিশ্বভারতী; ১॥০ আনা।

সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমীয়া সাহিত্য (১ম সং) কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯; ৬২ পৃঃ। ॥০ আনা।

কাব্য সাহিত্য

অবিনাশচন্দ্র সাহা

তরঙ্গ; কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৫৯; ৬৮ পৃঃ। ২৲ টাকা।

অরুণ সরকার

দূরের আকাশ, কলিকাতা; মিত্রালয়; ১৩৫৯; ৪০ পৃ। ২৲ টাকা।

কালিদাস রায়

ইন্দুমতী: কলিকাতা, মিত্রালয়; ১৩৫৯; ৮৮ পৃ। ৩৲ টাকা।

প্রমথনাথ বিশী

হংসমিথুন; কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ; ১৩৫৯; ৭৪ পৃ। ২৲ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বীরাঙ্গনা কাব্য (সটীক পূর্ণাঙ্গ সং) এ, এন, ব্যানার্জী সম্পাদিত। কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী; ১৩৫৯; ১৩৮ পৃঃ। ২৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈতালী (৪র্থ মুদ্রণ) ১॥০ আনা। আরোগ্য (৪র্থ মুদ্রণ) ১৲ টাকা। উৎসর্গ (৫ম মুদ্রণ) ১॥০ আনা। কল্পনা (৭ম মুদ্রণ) ১॥০ আনা। চিত্রা (১৪শ মুদ্রণ) ১৸০ আনা। মানসী (পুনর্মুদ্রণ) ৩৲ টাকা। ক্ষণিকা (পুনর্মুদ্রণ) ২॥০ টাকা সোনার তরী (পুনর্মুদ্রণ) ২॥০ টাকা। শিশু (পুনর্মুদ্রণ) ১॥০ আনা। খেয়া (পুনর্মুদ্রণ) ২৲। কণিকা (পুনর্মুদ্রণ) ২॥০ টাকা। সঞ্চয়িতা (পুনর্মুদ্রণ) ৮৲ ও ১০৲ টাকা। কলিকাতা বিশ্বভারতী; ১৩৫৯।

কাব্য সমালোচনা

মোহিতলাল মজুমদার

কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য (১ম খণ্ড)

কলিকাতা, কমলা বুক ডিপো ; ১৩৫৯ ১৮২ পৃ। ৪৷৷০ ও ৫৷৷০ টাকা।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পদাবলী পরিচয়, কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ২১৮ পৃ। ৩৲ টাকা।

নাটক

কানাইলাল শীল

নিষ্কৃতি (৪র্থ সং), ২১৬ পৃ। ২৲ টাকা। মুক্তির মন্ত্র, ১৯৮ পৃ। ২৲ টাকা। কলিকাতা নির্ম্মল সাহিত্য মন্দির, ১৩৫৯।

ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

আলমগীর (৭ম সং), ২১২ পৃ। ২৷৷০ আনা। আলিবাবা ((১৫শ সং) ৯১ পৃ। ১৲ টাকা। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯।

দিলীপকুমার রায়

ভিখারিণী রাজকন্যা ; কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯ ; ১৬৪ পৃ। ২৷৷০ আনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সীতা (৩য় সং) ; ১৪৭ পৃ। ২৲টাকা। ভীষ্ম (৪র্থ সং) ; ২১৪ পৃ। ২৷৷০ আনা। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯।

নিশিকান্ত বসুরায়

দেবলা দেবী (২০শ সং) ; ১৪১ পৃ। ২৷৷০ আনা। বঙ্গে বর্গী (২১শ সং) ; ১৭৬ পৃ। ২৷৷০ আনা। পথের শেষে (১৫শ সং ১৪৮ পৃ। ২৲ টাকা। কলিকাতা, গুরুদাস ১৩৫৯।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কুশধ্বজ (৪র্থ সং) ; ১৮০ পৃ। ২৲ টাকা। হাম্মির (২য় সং) ; ১৮৪ পৃ। ২৲ টাকা। কলিকাতা, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী ; ১৩৫৯।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ

সিপাহী বিদ্রোহ ; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর ; ১৩৫৯ ; ১১০ পৃ। ১৲ টাকা।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

চাঁদের মেয়ে (৬ষ্ঠ সং) ১৯০ পৃ। ২৲ টাকা। স্বামীর ঘর (২য় সং), ১৭৮ পৃ। ২৲ টাকা। স্বর্ণ লঙ্কা (৫ম সং), ২১৫ পৃ। ২৲ টাকা। লীলাকমল (৫ম সং), ১৯৮ পৃ। ২৲ টাকা। রাজ-সন্ন্যাসী (২য় সং, ২০০ পৃ। ২৲ টাকা। দেবতার গ্রাস (২য় সং) ১৭৬ পৃ। ২৲ টাকা। ধনবীর (৩য় সং) ১৯০ পৃ। ২৲ টাকা। প্রবীরার্জ্জুন (৫ম সং), ১৯৮ পৃ। ২৲ টাকা। বঙ্গবীর (৬ষ্ঠ সং), ১৮৮ পৃ। ২৲ টাকা, ভক্ত কবি জয়দেব (৩য় সং) ; ২০৮ পৃ। ২৲ টাকা। সারথি ২০৪ পৃ। ২৲ টাকা। চাষার ছেলে ১৮৪ পৃ। ২৲ টাকা। কলিকাতা, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, ১৩৫৯।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যরত্ন)

বসুধারা (২য় সং) কলিকাতা, নির্ম্মল সাহিত্য মন্দির, ১৩৫৯, ১৯৫ পৃ। ২৲ টাকা।

মন্মথ রায়

চাঁদ সদাগর (৫ম সং), কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১১০ পৃ। ২৲ টাকা।

মনোমোহন রায়

রিজিয়া (১০ম সং) কলিকাতা, গুরুদাস ১৩৫৯, ১৫৮ পৃ। ১৷৷০ আনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তধারা (২য় মুদ্রণ) ১৷৷০ আনা। বিসর্জ্জন (১১শ মুদ্রণ) ১৷৷০ আনা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।

রমেশ গোস্বামী

কেদার রায় (১ম সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১৭২ পৃ। ২৷৷০ আনা।

শচীন সেনগুপ্ত

সিরাজদ্দৌলা (১৬শ সং) কলিকাতা, গুরুদাস , ১৩৫৯, ১২৮ পৃ। ২৲ টাকা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহ্নি (৪র্থ সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১৩৬ পৃ। ১৷৷০ আনা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাশীনাথ (২য় সং) নাট্যরূপ—দেব নারায়ণ গুপ্ত। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১০৪ পৃ। ২৲ টাকা।

হরিপদ চক্রবর্ত্তী

শবরী, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী ১৩৫৯, ৪৲ টাকা।

নাট্য সাহিত্য সমালোচনা

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ২৩৭ পৃ। ৫৲ টাকা।

উপন্যাস ও গল্প

অনুরূপা দেবী

স্ত্রী, কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ২৪৮ পৃ। ৩৲ টাকা। মা, (৬ষ্ঠ সং) কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ৩৭৫ পৃ। ৬৲ টাকা। পোষ্যপুত্র (৬ষ্ঠ সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ৩৮০ পৃ। ৪৷৷০ আনা। গরীবের মেয়ে (২য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ৩৫২ পৃ। ৪৷৷০ আনা।

অবিনাশচন্দ্র সাহা

প্রিয়া ও পরকীয়া (২য় সং) কলিকাতা, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ১২০ পৃ। ২৲ টাকা। জয়া (১ম সং) কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ২১০ পৃ। ৩৲ টাকা।

আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণার শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২৪৬ পৃ। ৫৲ টাকা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চলাচল, ৪৷৷০ আনা। জীবনতৃষ্ণা (২য় সং) ৩৷৷০ আনা। কলিকাতা, ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট, ১৩৫৯।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছদ্মবেশী (৪র্থ সং) কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৩৲ টাকা।

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

রাত মোহানা, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২১৩ পৃ। ৪৲ টাকা। রাত্রির তপস্যা, কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ৩১২ প। ৫৲ টাকা।

গোলাম কুদ্দুস

বাঁদী, কলিকাতা, সাধারণ পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৩৪ পৃ। ৩৲ টাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চগ্রাম (৪র্থ সং) কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ৪৪৯ পৃ। ৬৲ টাকা। কবি (৫ম সং) কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২১২ পৃ। ৪৲ টাকা।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মধুরেণ, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৲ টাকা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২১৬ পৃ। ৪৷৷০ আনা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শিলালিপি (২য় সং), কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৫৷৷০ আনা।

নিরুপমা দেবী

অন্নপূর্ণার মন্দির (৮ম সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১৫৭ পৃ। ৩৲ টাকা।

প্রতিভা মৈত্র

বাসর রাত, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১৩৫৯, ৯৬ পৃ। ২৲ টাকা।

প্রফুল্লকুমার সরকার

ভ্রষ্টলগ্ন (২য় সং) কলিকাতা; শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৫৯; ১৯০ পৃ। ২৷৷০ আনা।

প্রবোধকুমার সান্যাল

সরল রেখা; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর; ১৩৫৯; ১৭০ পৃ। ২৲ টাকা। বনহংসী; কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৩৫৯; ৫৷৷০ টাকা।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সহধর্ম্মিণী; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর; ১৯২ পৃ। ২৲ টাকা।

প্রভাস ঘোষ

দুর্গমের বিভীষিকা; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯; ৮৮ পৃ। ১৲ টাকা।

প্রমথনাথ বিশী

প্র, না, বি'র নিকৃষ্টতর গল্প; কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ; ১৩৫৯; ১৪৮ পৃ। ৩৲ টাকা। ঘনে পাতা; কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯; ১১৮ পৃ। ২৷৷০ আনা।

পুষ্পলতা দেবী

মরুতৃষা (২য় সং), কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯; ২৮৪ পৃ। ৩৷৷০ আনা।

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কারটুন (৩য় সং), কলিকাতা, গুরুদাস; ১৩৫৯; ১৪০ পৃ। ২৲ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম রচনাবলী—সীতারাম (শশাঙ্ক শেখর বাগচী কৃত ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত) কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী; ১৩৫৯; ১৮৪ পৃ। ১৷৷০ আনা।

'বনফুল'

শ্রেষ্ঠগল্প, ৫৲ টাকা। স্থাবর (২য় সং) ৭৲ টাকা। জঙ্গম (১ম সং) ৪৷৷০ আনা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯।

বরেন বসু

রঙ্‌রুট, (৩য় সং), কলিকাতা, সাধারণ পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৩৬৮ পৃ। ৪৲ টাকা।

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

প্রবাহ, কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ২২০ পৃ। ৩৲ টাকা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সং), ২৩১ পৃ। ৫৲ টাকা। দেবযান (৩য় সং) ৩৫৬ পৃ। ৫৲ টাকা। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯। দম্পতি, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ২০৬ পৃ। ৩৲ টাকা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুয়ার হ'তে অদূরে; ৩৲ টাকা। ভগ্নঃ কিম্ (২য় সং), ২৷৷০ আনা। নব-সন্ন্যাস (২য় সং), ৭৲ টাকা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯।

বুদ্ধদেব বসু

বকুল, ২৲ টাকা। যুগান্তর (২য় সং), ২৲ টাকা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ংসিদ্ধা (২য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ৩৪৩ পৃ। ৪৷৷০ আনা।

'মহাস্থবির'

বিচিত্রলোক, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৷৷০ আনা।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিকথার পরের কথা, কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৪৲ টাকা।

যামিনীমোহন কর

ছায়া ও কায়া, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ৬৪ পৃ। ৸০ আনা।

'রঞ্জন'

শীতে উপেক্ষিতা (৮ম সং) কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৩৷৷০ আনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুরঙ্গ (৭ম মুদ্রণ), ১৷৷০ আনা। শেষের কবিতা (পুনর্মুদ্রণ), ৮৲ ও ১০৲ টাকা, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯।

রমেশচন্দ্র সেন

গৌরী গ্রাম, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ৩৩২ পৃ। ৫৲ টাকা।

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল, কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ২৭২ পৃ। ৪৷৷০ আনা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দুর সরস গল্প, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ১৯২ পৃ। ৪৲ টাকা। পথ বেঁধে দিল (৩য় সং), ১৫৫ পৃ। ২৷৷০ আনা। কানামাছি, ১৩২ পৃ। ২৷৷০ আনা। ত্রিফলের বন্দী (৮ম সং), ২২০ পৃ। ৩৲ টাকা। দুর্গরহস্য, ২১৪ পৃ। ৩৷৷০ টাকা। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের পরিচয় (৯ম সং), ৩৮৪ পৃ। ৪৷৷০ আনা। বিরাজ বৌ (২৩শ সং), ১৪৯ পৃ। ২৲ টাকা। চরিত্রহীন (১৩শ সং) ৫১২ পৃ। ৫৲ টাকা। পরিণীতা (৩৬শ সং), ৭৫ পৃ। ১৷৷০ আনা। বিপ্রদাস (১৩শ সং), ২৬০ পৃ। ৪৲ টাকা। নিষ্কৃতি (১৯শ সং), ৮০ পৃ। ১৷৷০ টাকা। স্বামী (২৬শ সং), ৮০ পৃ। ১৷০ টাকা। বামুনের মেয়ে (৮ম সং), ১১২ পৃ। ২৲ টাকা। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯।

শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৫৲ টাকা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া (৩য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১৪৬ পৃ। ২৷৷০ টাকা।

সন্তোষকুমার ঘোষ

নানা রঙের দিন, কলিকাতা, ক্যাল-কাটা বুক ক্লাব, ১৩৫৯, ২৫৪ পৃ। ৪৲।

সতীনাথ ভাদুড়ী

জাগরী (৭ম সং), কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৪৲ টাকা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মহাকাল (২য় সং) কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৩৷৷০ আনা।

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দনগড় হাট, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৸০ আনা।

সুধীরচন্দ্র রায়

কাঁচামাটি, কলিকাতা, সিটি বুক কোম্পানী।

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জীবন সঙ্গিনী, কলিকাতা, বেঙ্গলাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯। ১৬০ পৃ। ২৲ টাকা।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আবার যখের ধন, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১৪৪পৃ। ১৷০ আনা।

গোয়েন্দা কাহিনী

দীনেন্দ্রকুমার রায়

নিশাচর বাঘ, ৩৮০ পৃ। ৪৷০। চক্রান্ত জালে নারী, ১১৭ পৃ। ২৲। লণ্ডনের নরক (২য় সং), ১৫০ পৃ। ২৷০ আনা। কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯।

পাঁচকড়ি দে

হত্যাকারী কে? (৯ম সং), কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯। ৬৯ পৃ। ১৲ টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হানাবাড়ি; কলিকাতা; নিউ এজ পাবলিশার্স। ১৩৫৯, ২১৪ পৃ। ২৷০ ও ৩৲।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ টাকার হীরা; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১৯৮ পৃ। ১৷০ আনা।

সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সিক্রেট সেক; কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১৯৮ পৃ। ১৷০ আনা।

প্রবন্ধ সাহিত্য

প্রেমথনাথ চৌধুরী

প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড) কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, ৬৲ টাকা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী (২য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস; ১৩৫৯, ৩৮১ পৃ। ৫৲ টাকা।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ; কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ১৩৩ পৃ। ২৸০ আনা।

মুজতবা আলী

পঞ্চতন্ত্র (৩য় সং) কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯। ৩৷০ আনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোক সাহিত্য (৫ম মুদ্রণ) কলিকাতা, বিশ্বভারতী; ১৩৫৯; ১৷০ আনা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নারীর মূল্য (৩য় সং) কলিকাতা, গুরুদাস; ১৩৫৯, ২৲ টাকা।

অনুবাদ সাহিত্য

এরেনবুর্গ, ইলিয়া

ঝড় (২য় খণ্ড) অনু—অশোক গুহ; কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী ১৩৫৯; ২৪৩পৃ। ৩৷০ আনা।

ওমর খৈয়াম

রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম (১৩শ সং) অনু—নরেন্দ্র দেব; কলিকাতা গুরুদাস, ১৩৫৯; ৬৲ টাকা।

কালিদাস

মেঘদূত (সচিত্র), ২য় সং। অনু—ক্ষিতিনাথ ঘোষ; কলিকাতা, কমলা বুক ডিপো, ১৩৫৯; ৸৷০ আনা।

গোর্কি, ম্যাক্সিম

ক্ষয় (২য় খণ্ড), অনু—নীতাংশু মৈত্র; কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী; ১৩৫৯; ৩১৫ পৃ। ৫৲ টাকা।

চেষ্টটান, জি, কে

আজব জীবিকা, অনু—নীরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা; বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৩৫৯; ৩৲ টাকা।

টলষ্টয়, লিও

টলষ্টয়ের আরো গল্প (২য় সং), অনু—দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ১৩২ পৃ। ১৷৷০ আনা।

ডিকেন্স, চার্লস্

অলিভার টুইস্ট, অনু—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১৩৬ পৃ। ১৷৷০ আনা।

নরেন্দ্র দেব।

মেঘদূত (১৩শ সং) কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ১০৪ পৃ ৬৲ টাকা।

নরেন্দ্র দেব।

হাফিজ, কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ৭১ পৃ। ৫৲ টাকা।

প্রেমচাঁদ

প্রেমচাঁদের গল্প, অনু—পারুল ঘোষ, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ১১১ পৃ। ২৲ টাকা।

মনোজিৎ বসু (অনু)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প (৬ষ্ঠ খণ্ড) (জার্মানীর গল্পের অনুবাদ) কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২১৩ পৃ। ৩৷৷০ আনা।

ইতিহাস

ক্যাম্পবেল—জনসন, আলান

ভারতে মাউন্টব্যাটেন (Misson with Mountbatten পুস্তকের অনুবাদ) কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৩৫৯, ৩৭৫ পৃ। ৭৷৷০ আনা।

দেব সাহিত্য কুটীর

বিশ্ব-পরিচয়, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ৫৪৪ পৃ। ৮৲ টাকা।

সুপ্রকাশ রায়

বিদ্রোহী ভারত (১ম সং) কলিকাতা বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ১৷৷০ আনা।

ভ্রমণ কাহিনী

উইল্‌কী, ওয়েণ্ডেল্

ওয়ান ওয়ার্ল্ড (৩য় সং), অনু—ভবানী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ৩৲ টাকা।

সুষমা মিত্র

নিশীথ রাতের সূর্য্যোদয়ের পথে, কলিকাতা, গুরুদাস, ১৩৫৯, ৭৫ পৃ। ২৷৷০ আনা।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্কো থেকে চীন। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, ২৸০ আনা।

সুধীন রাহা

জর্মান দেশ, কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১১২ পৃ। ১৷০ আনা।

জীবনী

যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যাশ্রয়ী বাপুজী, কলিকাতা দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ১৬৮ পৃ। ২৲ টাকা

নবগোপাল দাস

স্যার সৈয়দ আহমদ, কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ৪০ পৃ॥ ৵০ আনা।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন (১ম পর্ব) কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১৩৫৯, ৩২০ পৃ। ৪৷৷০ আনা।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ৩৫+১১ পৃ। ১৷০ আনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড) কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯, ১০৲ টাকা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (২য় সং), কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯, ৫৲

শিশু সাহিত্য

দেবসাহিত্য কুটীর

পরশমণি (পূজা বার্ষিকী) কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৫৯, ৫৫৬ পৃ। ৭৲ টাকা।

অখিল নিয়োগী

বেপোরোয়া, কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৫৯, ১১১ পৃ। ২৲ টাকা।

শিশু সাথী (বার্ষিক)

বার্ষিক শিশুসাথী (২৭শ বর্ষ) কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ২৬৮ ৪৲ টাকা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ঠাকুরমার ঝুলি (১৬শ সং) কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২৭৮ পৃ। ৪৲ টাকা।

নি, সি, সরকার

ম্যাজিকের কৌশল (৫ম সং) কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ১৪৪ পৃ, ২৲ টাকা।

মনীন্দ্র দত্ত

হে বীর কিশোর (৪র্থ সং) কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ১০৪ পৃ। ১৷০ আনা।

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটদের আলিবাবা (৩য় সং) কলিকাতা আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৯, ৩২ পৃ। ৷০ আনা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পৃথিবীর ইতিহাস, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, ২৪৬ পৃ ২৷০।

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷৷০টা হইতে ৮৷৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। শনিবার অপরাহ্ণে ৩৷৷০টা হইতে ৪৷৷০টা পর্যন্ত কার্যালয় খোলা থাকে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

দাতা (আজীবন)	—	১০০৲ একশত টাকা।
আজীবন সভ্য	...	২৫৲ পঁচিশ টাকা।
ব্যক্তিগত সভ্য		বার্ষিক ২৲ দুই টাকা।
প্রতিষ্ঠান সভ্য		,, ৩৲ তিন টাকা।

৭। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার :—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲ ত্রিশ টাকা প্রতিবারে
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲ ষোল টাকা ,,
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲ দশ টাকা ,,
মলাটের পশ্চাৎভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রতিবারে
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ ছাব্বিশ টাকা ,,
,, ,, সিকি পৃষ্ঠা	১৪৲ চৌদ্দ টাকা ,,
পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ)	৪০৲ চল্লিশ টাকা প্রতিবারে
,, ,, ,, ,, (অর্ধ)	২২৲ বাইশ টাকা ,,
,, ,, ,, ,, (সিকি)	১২৲ বার টাকা ,,

৮। 'গ্রন্থাগার' সম্পর্কীয় টাকা কড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library. The University. Calcutta-12) ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্যালয়, ২৯।১, হরিমোহন সেন,
কলিকাতা-১৪

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারনামা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত— মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্ণীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সহজ ব্যবহার্য নির্দেশিকা
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।
- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত— মূল্য
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক
  আলোচনা।
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**— মূল্য ।৹
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**— মূল্য ১৲
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন বুলেটিন (ইংরেজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ৪৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯—মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫৩—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়।—মূল্য ২৬৲
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী, ১৯৪২**— মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲
- **গ্রন্থাগার**—মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত
- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়,

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

২৯১১, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৬১এ, বলরামপাড়া রোড, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থাগার

ত্রৈমাসিক পত্র

গ্রন্থাগার শিক্ষা-বিস্তারের অপরিহার্য্য অঙ্গ—

গ্রন্থাগার আন্দোলনে সহায়তা করুন—

"গ্রন্থাগার-দিবস" পালন করুন—

১৯শে আগষ্ট।

৯৬৫০
২৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৩৬০ সাল ২য় ও ৩য় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আমাদের কথা	৫৯
২।	গ্রন্থাগার আন্দোলন	৬২
৩।	এসিয়াবাসীদের নাম ও তাহার রূপ নিরূপণ	৬৬
৪।	'গ্রন্থাগার গীতি-আলেখ্য'	৭১
৫।	আফ্রিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলন	৭৮
৬।	স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরী	৭৮
৭।	গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সংসদের ১৯৫৩ সালের কার্য্য-বিবরণী	
৮।	গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-আন্দোলন সংবাদ	
৯।	পরিষদ সংবাদ— অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মালদহ	৮৬
১০।	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ...	৮৮
১১।	১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের তালিকা	
১২।	পুস্তকের উপর বিক্রয় কর	
১৩।	বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ	
১৪।	উল্লেখযোগ্য বাংলা পুস্তকের তালিকা	
১৫।	গ্রন্থ-সমালোচনা	

ত্রুটি স্বীকার

"গ্রন্থাগার" পত্রিকা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় ইহাই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান অবস্থায় যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়া পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। এরূপ কারণে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় নিরুপায় ভাবে লজ্জা ও কুণ্ঠা অনুভব করা ব্যতীত গত্যন্তর দেখিতেছি না এবং শীঘ্র অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে, অসহায় ভাবে অন্তরে এই কামনাই নিরন্তর করিতেছি। আমাদের অনিচ্ছাকৃত এবং আয়ত্তের বহির্ভূত কারণে যে ত্রুটি ঘটিতেছে তাহার জন্য পরিষদের সভ্য এবং গ্রন্থাগারের পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক।

গ্রন্থাগার

আমাদের কথা

পুস্তক পত্রিকার উপর বিক্রয় কর

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে দেশব্যাপী উত্থিত দাবী সত্ত্বেও পশ্চিম বংগ সরকার পুস্তক ও পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয় কর রহিত করা সম্ভব নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন বিদেশী লোকের করায়ত্ত ছিল তখন দেশবাসীর কোন সংগত দাবী শাসকবর্গ কর্তৃক উপেক্ষিত হইলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু জন-সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত রাজ্য সরকার জনসাধারণের একটি সংগত অথচ কার্যতঃ নগণ্য দাবী কি কারণে উপেক্ষা করিলেন তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। দেশে যাহাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংকোচ সাধন হয় রাজ্য সরকারের তাহাই অভিপ্রায় ইহা নিশ্চয় সত্য নহে। দেশে শিক্ষার হার যাহাতে দ্রুত বৃদ্ধি পায় সরকারের সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া সংগত বলিয়াই সকলে মনে করেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুস্তক ও পত্রিকার উপর বিক্রয় কর রহিতের দাবী মানিয়া লইয়া তাহাকে কার্যকরী করিলে সরকার দেশবাসীর মনোভাব উপলব্ধি করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলেন নাই ইহাই প্রমাণিত হইত পক্ষান্তরে পুস্তক ও পত্রিকার উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত নগণ্য আয়ের মোহ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় দেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন কি? আমরা এখনও আশা করি সরকার দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্ববাদী-সম্মত দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া অচিরে পুস্তক ও পত্রিকার উপর হইতে ধার্য বিক্রয় কর রহিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ অর্জন করিবেন।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন

পশ্চিম বংগের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে যেসকল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই দুর্বল ও অসহায় অবস্থাগ্রস্থ। তাহার উপরে স্থানীয় বিদ্বেষ ও নিষেধের অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থাগারের কতকগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী গ্রন্থাগারে পরিণত হইলে দেশে গ্রন্থাগারের কার্য অধিকতর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে। ইহা একান্ত সম্ভব না হইলে এক একটি অঞ্চলের কতিপয়

গ্রন্থাগার তাহাদের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখিয়াও সকলের স্বার্থে একত্রে কাজ করিবার জন্য এক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্যে অগ্রসর হইলে গ্রন্থাগার-গুলি নিজেরাও উপকৃত হইবে এবং গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনের উদ্দেশ্যও অধিকতর কার্যকরীভাবে সফল হইবে। কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকায় পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও ঐ সকল গ্রন্থাগারের আঞ্চলিক সংস্থা সংগঠনের প্রচেষ্টাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উৎসাহ দিতেছেন এবং তাঁহাদের সাধ্যমত সংস্থাগুলিকে পরামর্শাদি দিতেছেন। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি কোন কোন বিষয়ে সমবেত ভাবে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে কার্য করিতে পারেন তাহা এই ভাবে গঠিত আঞ্চলিক সংস্থাই স্থির করিয়া লইয়া নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত কার্য করিলে এই প্রচেষ্টার শুভ ফল সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংসদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও বেতন

আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের ফলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গ্রন্থাগার পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইলে গ্রন্থাগারিককে যে পদ-মর্যাদা ও বেতন দেওয়া সংগত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা দেওয়া হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের প্রাপ্য বেতনের হার ও পদমর্যাদা গ্রন্থাগারিককে দিতে নীতি হিসাবে অস্বীকার করা না হইলেও কার্যক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পক্ষে এবিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে কার্পণ্য ও অনিচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে কিছু অনুকূল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে সেখানেও সমপর্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে অনেক সময়ে ঐ বিষয়ে সমতা নাই। গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য করিবার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি না করিলে গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে গ্রন্থাগারের জন্য যথোচিত পরিচর্যা পাইবার আশা করা বাস্তব অবস্থায় সম্ভব নহে। কাজেই গ্রন্থাগারিকদিগকে উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়া সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কার্পণ্য অথবা অনিচ্ছা গ্রন্থাগার স্থাপন ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ইহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকদের বর্তমান বেতনের হার ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর যাহাতে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি সকল গ্রন্থাগার কর্তৃক কার্যকরী ভাবে অনুসৃত হয় তাহার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুনরায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত। আশা করি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই প্রচেষ্টায় দেশের সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করিবেন।

পরলোকে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর প্রদেশের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে দেশ একজন কৃতী বাঙ্গালী গ্রন্থাগারিকের সেবালাভে বঞ্চিত হইল। এলাহাবাদের অধিবাসী ভূপেন্দ্রনাথ ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন এলাহাবাদের ইউইং ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গ্রন্থাগারিক-বৃত্তি-শিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রন্থাগারিক-বৃত্তি শিক্ষালাভের জন্য যোগদান করেন। ঐ শিক্ষণ-কেন্দ্রে লেখকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বিকানীর রাজ্যে ডুনগড় কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে বিকানীর রাজ্যের রাজ্য গ্রন্থাগারিকের পদলাভ করেন। অতঃপর তিনি এলাহাবাদের পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর প্রদেশের সরকারী কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। ভূপেন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে পত্রিকাদিতে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালন পদ্ধতির তিনি বিপুল সংস্কার সাধন করেন এবং গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির ডিউই প্রবর্তিত দশমিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অনুমান ৪৭।৪৮ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি
নিয়মতন্ত্র ও উপবিধি পরিবর্তন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মতন্ত্র ও উপবিধির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের নিয়মতন্ত্র পরিবর্তন সংসদ কার্য করিতেছেন। পরিষদের যে সকল সভ্য নিয়মতন্ত্র ও উপবিধি পরিবর্তন বিষয়ে পরামর্শ অথবা প্রস্তাব দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে উহা লিখিতভাবে পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীফণীভূষণ রায়
আহ্বায়ক,
নিয়মতন্ত্র পরিবর্তন সংসদ।

গ্রন্থাগার আন্দোলন*

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

গ্রন্থাগার সভ্যজগতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় যে-যুগে এবং যেখানে মানুষের সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তার হ'য়েছে সে-যুগে এবং সেখানে সাধারণতঃ গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের অভাব হয়নি। তবে একথাও ঠিক যে গ্রন্থাগারের রূপ বা কার্য্যধারা সর্বযুগে বা সর্বকালে একই রকম ছিলনা। এপর্য্যন্ত সব চাইতে প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন পাওয়া গেছে ব্যাবিলনের ইউফ্রেটিস নদের তীরে অবস্থিত নিপ্পুরে। এখানে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ত্রিশ হাজার নথীপত্র ব্যতীত খৃষ্টপূর্ব্ব বাইশ শ' থেকে উনিশ শ' অব্দে মাটির ইঁটে লেখা কয়েক হাজার সাহিত্য বিষয়ক বই আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়া ইঁটের বই সংগ্রহ করার অভ্যেস প্রাচীন ব্যাবিলন ও এসিরিয়াতে প্রচলিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজে নিনেভার আসুর-বনি-পলের রাজপ্রাসাদ খনন কালে একটা ঘরে বহু সংখ্যক ইঁটের বই পাওয়া গেছে। এই সমস্ত বই অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে সংগৃহীত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অতি প্রাচীন কালের মিশরের গ্রন্থ অথবা গ্রন্থ-সংগ্রহ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও তাদের অস্তিত্বের সন্তোষজনক উল্লেখ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক সভ্যতা অতি প্রাচীন সভ্যতা হলেও গ্রীসে অতি পুরাকালে গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ইউরিপিডিসের সময়ে গ্রীসে গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল বলে জানা যায়। ইউরিপিডিসের নিজের কিছু বই ছিল এবং অন্যান্য অনেক বিদ্বান ব্যক্তিরও নিজস্ব বই কিছু কিছু ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ্যারিষ্টটলের পূর্বে গ্রীসে ঠিক গ্রন্থাগার পদবাচ্য কোন গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল বলে এখনও জানা যায়নি। আলেকজান্দ্রিয়া ও পারগামনে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে গ্রীসের লাইব্রেরীর ইতিহাস সুরু হয়েছে। গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথা প্রাচীন রোমেও প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীনকালের ভারতীয় সভ্যতার উচ্চ মর্য্যাদা সর্বজন-স্বীকৃত একথা সত্য। কিন্তু গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাকালের ভারতীয় মুনি ঋষিরা জ্ঞানের আকর ছিলেন। তাঁদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। কাজেই তাঁরা নিজেরা প্রত্যেকেই এক একজন চলমান গ্রন্থাগার বিশেষ ছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে নানা দেশে যে সব গ্রন্থাগার ছিল সে সব গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের রূপ কিরকম ছিল এবার তার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। এসিরিয়া, ব্যাবিলন এবং এর কাছা-কাছি দেশগুলোতে বই ছিল পোড়া মাটির ইঁটের। এই ইঁটের বই বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ কয়েক

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

ইঁকি হ'তো। প্রস্থেও এরা সৈর্ঘ্যেরই অনুরূপ ছিল। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কখন কখন বই নলের মত লম্বা ও গোলাকৃতি অথবা অন্য আকৃতি বিশিষ্ট হ'তো। ইঁটের মাটি কাঁচা থাকা অবস্থায় ইঁটের ওপর লেখার কাজ শেষ করে নিয়ে ইঁট পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হতো। মিশর দেশের বই ছিল প্যাপিরাসের তৈরী তাল বিশেষ। প্যাপিরাস হচ্ছে একরকম লম্বা গাছ যা থেকে লিখবার জন্যে কাগজের মত উপাদান তৈরী হ'তো। প্যাপিরাসের ওপর অবশ্য কালি দিয়েই লেখা হ'তো। এক একটা প্যাপিরাসের গুটান তালের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩০ ফুটের বেশী হ'তো না। গ্রীস এবং রোমেও প্যাপিরাসের প্রচলন ছিল। পার্গামেণ্টাইনে পালিশ করা পাতলা চামড়ার লেখার কাজ চ'লতো। চামড়ার লেখা বইগুলোকেও লেখানে প্যাপিরাসের মত জড়িয়ে তালের আকৃতি করে রাখা হ'তো। ভারতবর্ষে যখন পুঁথিলেখা সুরু হ'ল তখন ভূর্জপত্র, তালপাতা এবং পরে তুলট কাগজ লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হ'তো। তার আগে অবশ্য পাথরে কুঁদে লেখার কাজ চ'লতো।

মধ্যযুগের গ্রন্থাগার সাধারণতঃ মঠ, মন্দির বা গির্জার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কারণ এই সময়ে ধর্ম ও ধর্মস্থানই ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল। এই সময়ে গ্রন্থসংগ্রহের রীতি ও অভ্যেস শিক্ষায়তন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করে। মধ্যযুগের মঠের লাইব্রেরীগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা ও নিয়ম কানুন সুনির্দিষ্ট ছিল এবং এখানে গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা ও আয়োজন সাধারণতঃ ভালই ছিল। অনেক মঠেই পুঁথি নকল করার কাজ মঠের নিত্য করণীয় কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্যযুগের পরে রিনেস্যান্স বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় এবং মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে গ্রন্থাগার জগতে এক বিরাট বিপর্যয় ও পরিবর্তন এসে গেল। দেশে মঠের প্রাধান্য অবসানের সঙ্গে মঠ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলো বিপর্যস্ত এবং অধিকাংশ স্থলে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। পক্ষান্তরে শিক্ষার বিস্তার ব্যাপকতর হওয়ায় সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের রুচিবোধ বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং তার ফলে বইএর চাহিদাও বেড়ে গেল। এদিকে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে প্রচুর গ্রন্থ মুদ্রিত হ'তে লাগলো এবং গ্রন্থ সংগ্রহ করার কাজও সহজ হ'লো। বইএর চাহিদা এবং যোগান দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য না থাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সুষ্ঠুভাবেই হ'তে লাগলো।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাইব্রেরীকে সংস্কৃতির সর্বজন-স্বীকৃত ধারক ও বাহক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে বলে দেখা যায়। এই সময়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করাকে কৌলিন্য ও সম্মানসূচক কাজ বলে মনে করা হ'তো। গ্রন্থের অবয়বের সৌকর্য্য ও সৌন্দর্য্যকেও এই সময়ে যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হ'তো। ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ একদিকে ধর্মমন্দির, শিক্ষায়তন ও সংস্কৃতি সঙ্ঘের গ্রন্থাগার এবং অপর দিকে রাজারাজড়া, ধনী ব্যক্তি, বা বিদ্বান লোকের নিজস্ব গ্রন্থাগার—এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগারই দেখা যেত। সাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের সৃষ্টি তখন হয়নি। ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে বইএর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বই সরবরাহের অসুবিধা বিদূরিত হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতের নানা স্থানে

জাতীয় গ্রন্থাগার এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হতে লাগলো। 'কপিরাইট' আইনের বিধান অনুযায়ী কোন দেশে মুদ্রিত গ্রন্থের একখণ্ড ঐ দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার পাবার অধিকারী হওয়ায় জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি দ্রুত পুষ্টিলাভ করতে লাগলো।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রেট-বৃটেনে এবং আমেরিকায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় জনসাধারণের জন্য 'পাবলিক লাইব্রেরী' বা সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টা সফলতার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। সার্বজনীন গ্রন্থাগারের বই পড়ার জন্যে কাউকে স্বতন্ত্র চাঁদা দিতে হয় না—সার্বজনীন গ্রন্থাগারের দরজা বিনা চাঁদায় সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। কাজেই 'পাবলিক লাইব্রেরীর' সভ্য বা পাঠক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যতদিন বই, লাইব্রেরী ও পাঠকের সংখ্যা অল্প ছিল, ততদিন লাইব্রেরীর কাজকর্মে কোন বিশেষ সমস্যা বা জটিলতা ছিল না। গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সহজ ও সরল থাকায় কাজকর্ম পরিচালনায় কোন অসুবিধা হ'তো না। পরে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরা লাইব্রেরী বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বত্র একই ধরণের সমস্যার যতটা সম্ভব একই প্রকার সমাধানের আবশ্যকতা অনুভব ক'রতে লাগলেন। এই আবশ্যকতার অনুভূতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে দেশ-বিদেশে গ্রন্থাগার সঙ্ঘ গড়ে উঠতে লাগলো।

অবস্থার পরিবর্তনে যখন গ্রন্থাগারের কাজের পরিমাণ ও জটিলতা নানাভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন এই জটিলতা ও সমস্যাকে সরল ও সহজ পথে নিয়ে যাবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাও চ'লতে লাগলো। এই চেষ্টার ফলেই উদ্ভব হ'ল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ব'লতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অনেকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। 'গ্রন্থাগার' ও 'বিজ্ঞান' এই দুটি কথার অর্থ জানা থাকলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অর্থও পরিষ্কার হ'য়ে যায়। গ্রন্থাগারের অর্থ আজ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট; কোনও বিশেষ স্থানে পাঠকের ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত পুস্তকের সমাবেশই যে গ্রন্থাগার একথা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিজ্ঞান ব'লতে আমরা কি বুঝি? বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক কোন বিষয়ে গভীর নিরীক্ষণ, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঐ বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলিত যে মূলনীতি নির্দ্ধারিত হয় সেই মূলনীতির সমষ্টিই বিজ্ঞান। কাজেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবধান ও পরীক্ষার পর ঐ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরীক্ষিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত মূলনীতির সমষ্টিই হ'চ্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

আধুনিক গ্রন্থাগারের মূল কথা হ'চ্ছে যথাযথ ব্যবহারের মধ্যেই গ্রন্থের অস্তিত্বের সার্থকতা। কাজেই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত গ্রন্থের যত ব্যবহার হবে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যও ততই সফল হবে। গ্রন্থ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য আগেকার দিনেও একই ছিল একথা সত্য। কিন্তু তখনকার দিনের পুঁথি বা অন্য জাতীয় গ্রন্থ আধুনিক যুগের ছাপা বই, মাইক্রোফিল্ম,

গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি গ্রন্থাগারের প্রধান উপাদানের মত এত অনায়াস বা অল্পায়াস-লব্ধ বস্তু ছিল না। তখনকার দিনের গ্রন্থাগারে পুঁথি সংগ্রহের জন্য রীতিমত অর্থ, শ্রম বা সময় ব্যয় ক'রতে হ'তো। আবার পুথির কোনটা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হ'লে সে ক্ষতি সহজে পূরণ হ'তো না, এমন কি বহু ক্ষেত্রে ক্ষতি অপূরণীয়ই থেকে যেত। ফলে তখনকার গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ দানের চাইতে গ্রন্থ-ব্যবহারের অধিকার সংকোচ সাধনই স্বাভাবিকভাবে কাম্য হ'তো। গ্রন্থের ব্যবহার অপেক্ষা তার সংরক্ষণের দিকেই সজাগ দৃষ্টি থাকতো গ্রন্থাগারিকের। এমন কি বই হারিয়ে যাবার আশঙ্কায় অনেক জায়গায় বইকে আবদ্ধ রাখা হ'তো ধাতুময় ফ্রেমে। ঐ ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত থাকতো একটা লৌহ শিকলের এক প্রান্ত আর শিকলের অপর প্রান্ত তালাবন্ধ অবস্থায় যুক্ত থাকতো পুস্তকাধারের তাকে। পাঠক বই পড়তে চাইলে গ্রন্থাগার গৃহের মধ্যে বসেই তাঁকে বই পড়তে হ'তো—আর ঐ শিকলের পরিধি যতটা, ঘরের মধ্যে মাত্র ততটা দূর পর্যন্তই পাঠক ঐ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেতেন। এখনকার দিনে বই সহজলভ্য হওয়ায় গ্রন্থাগারের বইকে শুধু যে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে তা' নয়—গ্রন্থ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, তার সার্থক পরিপূর্ণ ব্যবহার যাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই আধুনিক গ্রন্থাগারের কর্তব্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে পুস্তক এবং পাঠকের মধ্যে সর্বপ্রকার দূরত্বের অবসান ঘটিয়ে উভয়ের যোগাযোগ অতি সহজ ও ঘনিষ্ঠ ও অবাধ করে তোলাই গ্রন্থাগারের আদর্শ। এই আদর্শ কাজে পরিণত করার জন্য যাতে প্রতিটি পাঠক তার রুচিমত বই গ্রন্থাগারে অতি সহজে পেতে পারে এবং গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বই যাতে তার উপযুক্ত পাঠকের হাতে সহজে পৌঁছুতে পারে তার ব্যবস্থা করাই আধুনিক গ্রন্থাগারের কাজ। পাঠক ও পুস্তকের মধ্যে এই যোগাযোগের কাজে যাতে পাঠকের সময় অযথা নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবং গ্রন্থাগারকে একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য ক'রে গ্রন্থাগার পরিচালনের সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত করাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এখনকার গ্রন্থাগার আর পুস্তকের নিষ্ক্রিয় সংগ্রহ মাত্র নয়—সক্রিয় জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সমাজে তার প্রতিষ্ঠা। সমাজের কোন স্তরের লোক যাতে গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভে বঞ্চিত না থাকে সেজন্যে ছোট, বড়, রোগী, অন্ধ, কয়েদী, সহরবাসী, দূর পল্লীবাসী সকলের জন্যেই গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ও ব্যাপক আয়োজন রাখার ব্যবস্থা হ'য়েছে গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রসর দেশসমূহে। সেখানে গ্রন্থাগারের দ্বার আজ সকলের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান জানান হয় গ্রন্থাগারের অবাধ সুযোগ গ্রহণের জন্যে।

এসিয়াবাসীদের নাম ও তাহার রূপ নিয়ন্ত্রণ

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ; এম. এ ; ডিপ্., লিব্.।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুসলিম নাম (Muslim names) :

Surname এর প্রয়োগ মুস্‌লিম নামে নাই বলিলেই চলে। মুস্‌লিম নামের কতক-গুলি অংশ থাকে—যথা, (১) **ইস্‌ম্** (ism) বা **আলম্** (Alam), অর্থাৎ ব্যক্তি-নাম ; ব্যক্তিনাম নানা প্রকারের। (২) **কুনিয়া** (Kunya), ইহা **আবু** (Abu) (ভগ্ন পিতা) বা **আম্** (umm) (ভগ্ন মাতা) শব্দের সহিত প্রায়ই যুক্ত থাকে। আবার কখনও কখনও উপমাবাচক "কুনিয়া"র প্রয়োগও দেখা যায়, যথা, Abu-Fadl, অর্থাৎ 'father of merit'. (৩) **নসব্** (nasab) বা কুলবিবরণী ; ইহাতে প্রত্যেক নামবাচক শব্দের পূর্ব্বে **ইবন্** (ibn) (ভগ্ন পুত্র) কথাটীর প্রয়োগ হয়। যথা, Ahmad ibn-i-Muhammad ibn-i-Ali-ibn-i-Ibrahim. (৪) **লাকব** (Laqab)—সম্মানবাচক বা বর্ণনামূলক গুণবাচক শব্দ ; ডাকনাম ও পদবী। (৫) **নিস্‌বা** (nisba)—বাসভূমির নাম হইতে উদ্ভূত বিশেষণ ; কখনও কখনও জাতি, বংশ বা বৃত্তিসূচক বিশেষণ। যথা, রুমী (Rumi), আস্-সৈরাফী (As-Sairafi) প্রভৃতি। অনেক সময় লেখকের pen-name বা **তখল্লুস্** (Takhallus) কে নিসবা বলা হয়। যথা, ফার্দৌসী (Firdawsi) or Paradisic.

উপরি লিখিত নামের অংশগুলির মধ্যে নাসব্, লাকব বা নিস্‌বা-কে অনেক সময় surname হিসাবে ব্যবহার করা হয় ; কিন্তু এরূপ ব্যবহার বৈকল্পিক ও সব সময় একই ভাবে হয় না।

ইস্‌লামিক নামের রূপ নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। নামের রূপনিয়ন্ত্রণ সরকারের পক্ষ হইতে করা বাঞ্ছনীয়। তুরস্ক দেশে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে surname ব্যবহারের প্রবর্ত্তন আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

এ-এল-এ গ্রন্থসূচীকরণ নিয়মাবলী (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান্ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত)-তে ৬৪নং নিয়মে আছে :

ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত আরব, পারস্য এবং তুর্কী দেশীয় লেখকগণের (যাঁহারা ঐস্লামিক অঞ্চলের বাসিন্দা এবং যাঁহারা আপন আপন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের) নাম কৌলিক নামের (patronymic) সঙ্গে যুক্ত করিয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় লিখিতে হইবে। কৌলিক নামের পরে ইব্‌ন (ibn) (অর্থাৎ ভগ্ন পুত্র), কদাচিৎ আবু (abbu) (ভগ্ন ভ্রাতা) এবং পদবীর নাম বা জন্মস্থান বা বাসস্থানের নাম (nisbah), পেশাগত বা চেহারার বৈশিষ্ট্যগত নাম যুক্ত থাকে।

কিন্তু, যদি কোন লেখক তাঁহার সম্মান-বাচক কোন নাম, কৌলিক পদবী ও ডাকনামের দ্বারাই লোক সমাজে খ্যাত হন তাহা হইলে সেই নামই ব্যবহৃত হইবে।

যথা :

আল-গাজালি (al-Ghazzali) ; এখানে, মহম্মদ ইব্‌ন্ মহম্মদ, আলগাজালী (Muhammed-ibn-Muhammad, *al-ghazzali*) হইতে 'আলগাজালি' এই নামে উল্লেখ (refer) করিতে হইবে।

উনিশ শতকের পরবর্তী মুসলমান লেখকদের নাম তাঁহারা সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন সেইরূপই ব্যবহার করিতে হইবে। Surname এর পরে ব্যক্তিগত নাম থাকিবে। তবে surnameটী অবশ্যই বংশগত নাম হওয়া চাই, অতিরিক্ত কোন নাম হইলে চলিবে না। যথা, { Nasr, Yusuf (নাস্‌র, ইউসুফ)। / Khuri, Shukri (খুরি, শুক্রি)।

আধুনিক তুরস্কের লেখকদের পারিবারিক বা বংশের নামই ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য নাম হইতে উল্লেখ করিতে হইবে।

যথা, Baltacioglu, Ismail Hakki

এখানে { Ismail Hakki Baltacioglu / এবং / Hakki Baltacioglu, Ismail

হইতে refer করিতে হইবে।

আধুনিক আরবীয় লেখকগণ যাঁহারা নিজ ভাষায় এবং ইউরোপীয় ভাষায় লেখেন তাঁহাদের ইউরোপীয় ভাষায় লেখা নাম যদি তাঁহাদের আপন ভাষায় লেখা নাম হইতে অনেক বেশী পৃথক হয়, তাহা হইলে সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য পাশ্চাত্য ধরণে লেখা নামই ব্যবহার করিতে হইবে।

যথা, Gibran, Kahlil.

অবশ্য, Jibran, Kahlil হইতে refer করিতে হইবে।

ব্রহ্ম দেশীয়, মালয় দেশীয় এবং কারেন নাম সমূহ : (Burmese, Malayan, Siamese and Karen names)

ব্রহ্ম বা মালয় দেশীয়গণ কৌলিক নাম (Patronymic) ব্যবহার করে না। বিবাহের পরেও কন্যার নাম অপরিবর্তিত থাকে। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ পালি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। মালয় দেশীয়দের নামকরণ তাহাদের আপন ভাষায় বা আরবী ভাষায় হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বিন্ (ভণ্ড পুত্র) বিন্‌তি (ভণ্ডা কন্যা) যুক্ত হয়।

এ-এল-এ গ্রন্থ-সূচী প্রণয়ণের নিয়মাবলীতে (১৯৬৯) আছে :—ব্রহ্মদেশীয় লেখকদের সম্পূর্ণ নাম ব্যবহার করুন। ব্যবহারের সময় নাম উল্টাইয়া দিতে হয় না।

সম্ভ্রমসূচক চিহ্নগুলিও বজায় রাখিতে হইবে, যেমন Maung, Ko, U. (মং, কো ইউ) (পুরুষদের জন্য) এবং Ma or Daw (মা কিংবা দ্) (নারীদিগের জন্য)।

কারেন-নামও ব্রহ্মদেশীয় নামের মতই ব্যবহৃত হইবে। কেবল নামের যে অংশ প্রথম শব্দ বা বাক্যাংশ হিসাবে ব্যবহার করা হয় নাই সেইটী হইতে reference দিতে হইবে। ব্রহ্মদেশীয় নামের সঙ্গে কারেন নামের তফাৎ এই যে নারী পুরুষের সমস্ত রকম নামের সঙ্গেই একই সম্ভ্রম-সূচক শব্দ থাকে—নারীর ক্ষেত্রে Naw এবং পুরুষের ক্ষেত্রে Saw.

"ষষ্ঠ রামের রাজত্বকালে (১৯১১-১৯২৫) শ্যামদেশীয়গণ সর্বপ্রথম কৌলিক নাম ব্যবহার করা আরম্ভ করেন। আগে প্রত্যেকের অনেকগুলি পদবী (title) থাকিত এবং ব্যক্তিগত নামেও ডাকা চলিত। ষষ্ঠ রাম নিয়ম করিলেন প্রত্যেক পরিবার সংস্কৃত ভাষায় একটী সম্প্রদায়গত নাম গ্রহণ করিবে...অবশ্য সমাজের অভিজাত মহল ছাড়া আর কোথাও এই নাম বে-সরকারী ভাবে ব্যবহৃত হয় না।" (হ্যাণ্ডবুক অব্ ওরিয়েন্টাল হিষ্ট্রী; সি. এইচ. ফিলিপ্স্ সম্পাদিত, ১৯৫১)।

আনামী নাম (*Annamese names*): আনামী লেখকদের নামে সাধারণতঃ তিনটী শব্দ থাকে। প্রথমেই বংশগত বা সম্প্রদায়গত নাম থাকে। ইহাদের নাম ঠিক যেমন লেখকেরা লেখেন সেই ভাবেই পুরাপুরি ব্যবহার করিতে হইবে। তিনটী নামকে হাইফেন (hyphen) দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে এবং মাঝখানের শব্দটীকে ছোট অক্ষরে (lower case) লিখিতে হইবে। দ্বিতীয় নামটী হইতে reference দিতে হইবে। এই মধ্যবর্তী শব্দটী দ্বারা স্ত্রীলোক বা পুরুষ বুঝা যায় এবং পরিবারে তাহার স্থান (তৃতীয় পুত্র ইত্যাদি)—ও বুঝা যায়। তৃতীয় শব্দটী নাম-করণের সময় দেওয়া নাম বা ব্যক্তির নিজস্ব নাম।

জাপানী নাম (*Japanese names*): Meizi Restoration (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ)—এর পর হইতে সমস্ত জাপানীদেরই একটী পারিবারিক নাম (*myoozi*) ও একটী ব্যক্তি-নাম (*Zokumyoo or nanori*) গ্রহণ করিতে হইত; আর এই ভাবেই নামগুলি লেখা হয়: যেমন, Itoo Hirobumi; এখানে Itoo হইতেছে পারিবারিক নাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে Mr. বা কোন title (পদবী) সহযোগে নাম উল্টাইয়া লেখার রীতি হইয়াছে; যেমন, Prince Hirobumi Itoo. আধুনিক যুগের সাহিত্যে যেখানে লেখকের পুরা নাম নাই সেখানে পারিবারিক নামই কখনও কখনও title সহযোগে ব্যবহৃত হয়।

Meizi Restoration এর পূর্ব্বে সৈন্য বিভাগীয় ও রাজসভা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পরিবারে দুইটী নাম ব্যবহৃত হইত; অন্যান্য সকলে কেবলমাত্র একটী নামই ব্যবহার করিত। Feudal এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী যুগে কৌলিক নামের পরে ব্যক্তিগত নাম লেখার রেওয়াজ ছিল। Syoogun ও বড় বড় শাসক শ্রেণীদের মধ্যে কেবলমাত্র

ব্যক্তিগত নামেরই প্রয়োগ দেখা যায়; যথা, Oda Nobunaga কে বলা হইত শুধু Nobunaga এবং Toyotomi Hideyosi শুধু Hideyosi নামেই পরিচিত ছিল।

জাপানী নামে যেসব গোলমাল ও অসামঞ্জস্য দেখা যায় সেগুলি ছদ্মনাম ও বৃত্তিগত নাম ব্যবহারের জন্যই ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিত, শিল্পী ও কারিগরেরা ঐসব ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং ইচ্ছামত সেগুলি পরিবর্তিত ও বিকৃত করিয়া ব্যবহার করেন। আবার গুরুর বৃত্তিগত নাম (*goo, azana*) শিষ্যেরাও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহাতে তাহারাও গুরুর মত যশস্বী হইতে পারে। জাপানী ঐতিহাসিক পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রকারের নামাবলী পাওয়া যায়:

(ক) **কৌলিক নাম** (*Myooji*), কৌলিক নাম বা family name পুরাতন গোষ্ঠী (clan) ও পদবী (uzi ও kabane) হইতে উদ্ভূত; যথা, Huziwara; কখনও কখনও পৈতৃক বাসভূমির নাম হইতেও কৌলিক নাম গঠিত হয়; যথা, *Tokugawa*.

(খ) **সাধারণ ব্যক্তি-নাম** (*Zokumyoo* বা *tuusyoo*), অর্থাৎ, দেওয়া ব্যক্তি-নাম (*given name*).

(গ) **আসল ব্যক্তি-নাম** (*Nanori* or *Zitumyoo*): ইহা সাধারণ ব্যক্তি-নাম বা দেওয়া নামের দ্বিতীয় রূপ; প্রথমে সাধারণ ব্যক্তি-নাম (*Zokumyoo*) এর আসল ব্যক্তি-নামের তাৎপর্য্য ছিল বেশী। পরে 'দেওয়া' ও 'আসল' ব্যক্তি-নাম একীভূত হইয়া যায়। আসল ব্যক্তি-নাম অনেক সময়ে গুণবাচক; যথা, *Yositune* (ভাগ্যবত্তা ও স্থৈর্য্য)।

(ঘ) **শৈশবকালীন নাম** (*Yoomyoo*): পনের বৎসরে সাবালকের নূতন নাম গ্রহণের পূর্ব্বে শৈশবকালীন একটী নাম থাকে।

(ঙ) **মৃত্যুর পরের নাম** (Posthumous name : *Okuri-na*): সাধারণতঃ সম্রাটগণের মৃত্যুর পর কোন স্থান ও সন (era) এর নাম অনুসারে তাহাদিগকে একটী posthumous নামে অভিহিত করা হইত।

(চ) **বিশেষ নাম** (*Goo* ও *azana*): বিদ্যালয়ে বালকদিগকে বুদ্ধি ও গুণ অনুসারে একটী করিয়া নাম (বিশেষ নাম) দেওয়া হইয়া থাকে এবং অনেক সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরেও সেই নামে তাহারা পরিচিত হয়—বিশেষতঃ Confucianist-দের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লেখক, চিত্রকর প্রভৃতিরও বিশেষ নাম (*goo*) থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়।

এ-এল-এ গ্রন্থসূচী প্রণালীর নিয়মাবলীর ৬৬নং নিয়মে আছে: জাপানীদের নাম ব্যবহারের সময় প্রথমে কৌলিক নাম (family name), তাহার পর ব্যক্তি-নাম লিখিতে হইবে। কিন্তু, যদি কেহ ছদ্মনাম, ডাকনাম বা যে কোন কল্পিত নামে সাহিত্যে বা ইতিহাসে বেশী পরিচিত হন, তাহা হইলে সেই নামই ব্যবহার করা উচিত।

চৈনিক নাম (Chinese names) : চীনাদের নামে দুইটি অংশ থাকে—কৌলিক নাম (*shing or hsing*) এবং ব্যক্তি নাম (*ming*). চীনদেশের প্রথামত কৌলিক নাম প্রথমেই থাকে, তাহার পর থাকে ব্যক্তি নাম ; যথা, Lin Yutung—এখানে, Lin হইতেছে কৌলিক নাম, Yutung হইতেছে ব্যক্তি-নাম।

Hann (Han) dynasty পর্যন্ত *hsing* ও *ming* (কৌলিক নাম ও ব্যক্তি-নাম) দুইটী আলাদা শব্দে ব্যবহৃত হইত ; তাহার পর হইতে সমস্ত নামটী তিনটী শব্দে (*hsing* একটী শব্দে এবং *ming* দুইটী শব্দে) প্রয়োগ করা হইতেছে। যথা, Suen Yihshian (Sun Yat-sen).

চীনাদের নামে Compound surname (যুগ্ম কৌলিক নাম)—এরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, Symaa, Oreynud (Ssu-ma, Ou-yang).

চীনাদের মধ্যে স্বনির্বাচিত বা অপরের দেওয়া একটী বা ততোধিক courtesy name ও দেখা যায়। এক বা ততোধিক ছদ্ম-নামও থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় ছেলে-মেয়েদের নামের মিল রাখিবার জন্য পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের নামের প্রথম বা দ্বিতীয় syllable টীতে একটী সাধারণ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, Eling ; Chingling ; Mayling. Ling শব্দটী Syllable হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। Ling শব্দের অর্থ 'দীর্ঘজীবী'। Mayling এর অর্থ 'দীর্ঘজীবী সৌন্দর্য্য'। এ. এল. এ. গ্রন্থ সূচী-করণ নিয়মাবলীর ৬৭নং নিয়মে আছে : চীনাদের নাম লিখিবার সময় প্রথমে কৌলিক নাম, তাহার পর একটী comma দিয়া ব্যক্তি-নাম লিখিতে হইবে ; যথা ; Lin, Yutang ; Wang, An-shih (এখানে ব্যক্তি-নামে দুইটী শব্দ আছে An ও shih ; hyphen দ্বারা যুক্ত হইয়াছে)। এইরূপ, Li, Shao-keng.

Courtesy নাম (নিজের খুসীমত নেওয়া ও অপরের দেওয়া নাম) সাধারণতঃ সরকারীভাবে ব্যবহার করা হয় না ; তবে ঐরূপ নামে যদি কেহ বেশী পরিচিত হন, তাহা হইলে courtesy নাম ব্যবহার করা হয় ব্যক্তি-নামের পরিবর্ত্তে। অবশ্য, অন্যান্য নাম (আসল ও ছদ্ম) হইতে reference দিতে হয়।

যথা, Sun, Yat-sen

নিম্নলিখিত নামগুলি হইতে reference দিতে হইবে : Sun, Wen ; Sun, Chung-shan ; Sun, I-hsien.

নামের বানানগুলি কিন্তু Wade System অনুসারে standardise করিতে হইবে। যথা, Chang, Tchang প্রভৃতির standardised রূপ হইবে Chang. তেমনি, Tchung, Ch'i-hung, Chi-hung প্রভৃতির বদলে Chung লিখিতে হইবে। অবশ্য, অন্যান্য রূপ হইতে reference দিতে হইবে। এইরূপ Lynn ও Lin এর ক্ষেত্রে "Lin" কথাটী ব্যবহার করিতে হইবে।

"গ্রন্থাগার গীতি-আলেখ্য"

শ্রীরাধারমণ প্রামাণিক

(ক্ষীণ যন্ত্রবাদ্য ও সুরসমন্বয়)

'জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

তমিস্রাচ্ছন্ন রাত্রির পারে দাঁড়িয়ে পৃথিবী একদিন আলোর তপস্যায় ছিল বিভোর। ঘোর কুজ্ঝটিকাময় রাত্রে ধ্যান-মগ্ন প্রতীক্ষার তপস্যা। সহসা সুদূরের নিবিড় নীলাঙ্কিত দিগবলয়ের পূর্বকোন অরুণ আভায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে। রক্তসীমান্তপারে অবারিত জ্যোতিঃ প্রান্তর থেকে পৃথিবী অবাক্ বিস্ময়ে তাকায় সূর্যের দিকে—দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত-করা প্রথম-দেখা সেই রক্তিম তরুণ সূর্য; যার আলোক-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে পৃথিবীর হৃদ্‌পিণ্ডের প্রথম স্পন্দন, প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ।

(গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'একদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য-ওঠা সফল হ'ল কার॥'

(সম্পূর্ণ গান)।

তরঙ্গগর্জিত সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের পারে ফুটে ওঠে পৃথিবীর বুকজোড়া ধান আর দূর্বামঞ্জরীর শ্যামল স্বপ্ন ও ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠের 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—মহাঋষি কবিকণ্ঠ উচ্চারিত যে বাণী অনাদি অতীত থেকে অন্তহীন ভবিষ্যতের পানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চলে:

(গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'সকল কলুষ-তামস-হর জয় হোক তব জয়—
অমৃতবারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়;
মঙ্গলশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম॥
জ্ঞান-সূর্য উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন যাতি অপগত কর ভয়॥'

তামস-গহনলগ্নে মহাদ্যুতির 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের' জয়ধ্বনি ওঠে—অভিশপ্ত আত্মার শান্তিকামনা সাধনাসিদ্ধ হয়—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। (যন্ত্রধ্বনি)

নীলোর্মি-নন্দিত বালুকাময় শুভ্রতামন্দিরে সেই বাণীর পরম ওঙ্কারধ্বনি ওঠে—ভারতবর্ষের আত্মার সাম্য-শান্তি-মৈত্রীর মহামন্ত্রের অপূর্ব রূপায়ণ ঘটে।

(আবৃত্তি)

'কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূনদল পাঠান মোগল একদেহে হ'ল লীন।'

(গান - রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

হিমালয় প্রদক্ষিণ করে সমুদ্র-কল্লোল মুখরিত হয়। অপরূপ স্বপ্নময় মহাসংগীতের মাঝখানে মিলন ঘটে আত্মার সঙ্গে আত্মার। তিব্বত, শ্যাম, চীন, কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে কত কণ্ঠস্বর, কত হৃদয়, কত মন। ফা-হিয়েন, হুয়েন-সাং, তাও-হি, অর্চবর্ম, তাং-হুই-লু ভারতবর্ষের মানস-চেতনার ঐতিহাসিক পরিব্রাজকবৃন্দ—ভারতের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মিক মিলনের অপূর্ব সমাবেশ!

(গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে পৃথিবীর বিদ্যামহাপীঠ—শিল্প, দর্শন, কাব্য-কাহিনীর সাধনার মহাতীর্থ। নালন্দা—তক্ষশীলা—বিক্রমশীলা—জগদ্দল হয়ে ওঠে পৃথিবীর বিশ্ব-বিদ্যালয়—পৃথিবীর মহাজ্ঞানী মহাবিদ্বান আর বিদ্যার্থীর বাণীতীর্থ।

(গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

ভারতের আত্মা আত্মপ্রকাশ খোঁজে। লক্ষ লক্ষ শ্লোক আর পুঁথি—জ্ঞান আহরণ আর জ্ঞান বিতরণের কল-গুঞ্জন-ধ্বনি ওঠে নালন্দায়—নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগার ধর্মগঞ্জে—ধর্মগঞ্জের শাস্ত্রগম্ভীর গ্রন্থালয় রত্ন-সাগর, রত্নোদধি আর রত্নরঞ্জকে।

গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে—
জ্ঞান-ধর্ম কত কাব্য-কাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশে দেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্য-পীযুষ-স্তন্যবাহিনী॥
অয়ি ভুবন মনমোহিনি !'

যুগ যুগ ধরে ভারতের আত্মার অন্বেষ অভিযান চলে। ভারতের মানবের মর্মোৎসারিত বাণী মুখর হয়ে ওঠে ;—তবু শান্ত হয়—সমুদ্রগম্ভীর হয়—অন্তর বিকশিত হয় এইখানে এসে—জ্ঞান-বিদ্যা-ধর্মের পাদপীঠ এই গ্রন্থাগারে এসে। এইখানে পৃথিবী একত্রিত হয়—এইখানে জাতীয় জীবনের ইতিহাস মানসচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়—এইখানে বাংলাদেশের কণ্ঠে উৎসারিত হয়—

পল্লীসঙ্গীত সুর....
(আবৃত্তি)

'এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে
হিমাচল,
কন্যা কুমারিকা।
অনন্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।

এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা
আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।'
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

মানুষের অন্তরের আকুলতা কাব্যে-গানে-গাথায় উচ্ছ্বসিত হয়। হৃদয়ের আবেগ এক অপূর্ব সঙ্গীতে কল্লোলিত হয়। আপন-আঙ্গিকে আপন ভাষায়-মুকুলিত হয় সহস্র সাধ-সহস্র বাসনা। প্রাণ থেকে প্রাণে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে বাঙালীর কণ্ঠ মুখরিত হয়—বাংলা ভাষার মাধুর্যময় আবেদনে শান্তি আসে,—ভালবাসা জাগে :

(গান—অতুলপ্রসাদ)

'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাঙলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা।'

(সম্পূর্ণ গান)

অঙ্গে অঙ্গে, অস্থিতে অস্থিতে জীবনের রূপ এক অবিরাম প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। সেই রূপান্তর চিহ্নিত হয় এ ভূমির শিলায়, উদ্ভিদে ও প্রাণীজীবনের অবিশ্রান্ত স্রোতধারায়। এখানে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর এক অমেয় অপরূপ মাতৃময়ী রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে :

(গান—রবীন্দ্রসঙ্গীত)

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

মন্দিরের রহস্যময় নির্জনমণ্ডপে প্রশান্ত বীণাযন্ত্রের যে সঙ্গীত মানবের গভীর হৃদয়-বেদনার মূর্ছনায় মিলিত হয়—সেই পরম সাধনার ইতিহাস আপন মর্মকাহিনীর পাতা-গুলি সাজিয়ে রাখে গ্রন্থাগারে—প্রচ্ছদপটের অন্তরালে এক নির্মল স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় জগতের আবরণ উন্মোচন করে দেয় :

(গান—আধুনিক)

'মরমী মনের ধ্যানের স্বর্গ
যারা দিয়ে গেল ছেঁয়ার অর্ঘ্য,
তাহাদের সাথে কণ্ঠ মিলাতে
লয়েছি অঙ্গীকার,
প্রাণের আলোকে তাই দিকে দিকে
গড়েছি গ্রন্থাগার।'

যুগ-যুগান্তর ধরে দেশ-দেশান্তরে দূর-দূরান্তরে গ্রামে গঞ্জে সহরে গ্রন্থাগার আপন ঐতিহাসিক ভূমিকায় রূপায়িত হয়। এখানে বিচিত্র স্রোত এসে নামে। উত্থান ও পতনের অশ্রুত ধ্বনি এখানে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় এখানে পাশাপাশি এক জায়গায় উপবিষ্ট। বাদ-প্রতিবাদ এখানে দুই ভাই—সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে পরস্পর দেহ-সংলগ্ন। কত দূর, কত শত বৎসরের প্রান্ত থেকে কত মানবের কণ্ঠ এখানে এসে পৌঁছায়—এসো, এই আলোক সঙ্গীতের আসরে তোমরা এসো—

(গান—আধুনিক)

'রঞ্জিত মনে জ্ঞান-গুঞ্জনে
যাত্রীরা চলে ধীর,
সঙ্গীতে আঁকা আলোর বলাকা
প্রাণের পুলকে স্থির।
অমর কবির গীতি-সঞ্চয়
জ্ঞান-বৈভব মহা-পরিচয়
কালের গভীরে শান্তির নীরে
করে যেন অভিসার।
প্রাণের আলোকে তাই দিকে দিকে
গড়েছি গ্রন্থাগার।
তিমির বক্ষে আলোর লক্ষ্যে
আমরা মানিনি হার,
গড়েছি গ্রন্থাগার।
(গ্রন্থাগার জিন্দাবাদ, গ্রন্থাগার জিন্দাবাদ)
গড়েছি গ্রন্থাগার,
প্রাণের আলোকে তাই দিকে দিকে
গড়েছি গ্রন্থাগার।
(গ্রন্থাগার জিন্দাবাদ, গ্রন্থাগার জিন্দাবাদ)'

(উচ্চ বস্ত্রধ্বনি)

যবনিকা পাত।

পরিষদের সান্ধ্য কার্য্যালয়

২৯।১ নং হুজুরীমল লেনে অবস্থিত পরিষদের সান্ধ্য কার্য্যালয় ছুটীর দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকা হইতে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহঃ সচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

আফ্রিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলন*

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭শে জুলাই থেকে ২১শে আগষ্ট আফ্রিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারকল্পে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা-সম্মেলন (Seminar) অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ শাসিত নাইজেরিয়ার ইবাদান্ সহরে। এর উদ্যোক্তা "ইউনেস্কো"র গ্রন্থাগার-দপ্তর; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারিসে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পরিবর্দ্ধনের জন্য সৃষ্ট হয়েছে।

এটি চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন গ্রন্থাগার-সম্পর্কে। ১৯৪৮ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার (ইংল্যাণ্ড) সহরে, ১৯৫০ সালে সুইডেনে ও ১৯৫১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ব্রাজিলে পূর্ব্বের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ইবাদানে নাইজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র। ৬০০০ বিঘা জমিতে দুহাজার ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে—যদিও বর্ত্তমানে মাত্র শ'তিন ছাত্র—তার ১৭ জন মাত্র মেয়ে। গ্রন্থাগার, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, "লিফ্‌ট্"-যুক্ত ব্যবস্থাসহ হবে ছ'তলা বাড়ীতে। এছাড়া সাধারণের জন্যও একটি বড় গ্রন্থাগার-ভবন তৈরী হচ্ছে।

সম্মেলনে ৩৩ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া ও লিবিয়া থেকে সরকারি প্রতিনিধি ছিল না। লাইবেরিয়ার দুজন প্রতিনিধিই মহিলা। আলোচনা তিনটি বিভাগে হয়:- (১) সাধারণ গ্রন্থাগারের গঠন ও প্রসার, (২) আফ্রিকার জন্য পাঠ্য ও দৃশ্য বিষয়ের ব্যবস্থা, নির্ব্বাচন ও সম্যক্ ব্যবহার, ও (৩) সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ম্মীর শিক্ষা-প্রক্রম। উল্লেখযোগ্য দাবী হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব- বিশেষতঃ গণতন্ত্রের সংহতির জন্য। ছাত্রদের ও শিশুদের জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার, ফিল্ম ও প্রচারপত্র প্রকাশের দায়িত্বও সরকারের নানা বিভাগ হাতে না নিলে সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। স্থানীয় সঙ্গীত, লোকসাহিত্য-সংগ্রহ ও রেকর্ড করা এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মোটর-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় অবস্থা, ছড়ানো গ্রাম ও সহরের সংযোগ প্রভৃতি নানা বিষয় তথ্য সংগৃহীত হয়। বৃহত্তর পরিধিতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন যে জনসাধারণের বিদ্যায়তন ও সমাজ চেতনা-উদ্বোধনের মুখ্য উপায় এবং অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এই সুর নানা বক্তৃতায় প্রকাশিত হ'ল।

---

* মনরোভিয়া, লাইবেরিয়া হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রেরিত। তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের লাইবেরিয়ার শাসন-সংস্কার পরামর্শদাতা।

সম্মেলন বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারের প্রসারকল্পে তথ্যসংগ্রহের যে প্রস্তাবনা করেছেন তাতে শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ঐতিহ্য ও অর্থসামর্থ্যের বিশেষ খোঁজ ক'রে পরিকল্পনা-রচনা করতে বলা হয়েছে।

গ্রন্থাগার যে নানা সমাজ-গঠন মূলক প্রচেষ্টার কেন্দ্র হবে এইটে ধ'রে নিয়ে বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টায় নিযুক্ত সরকারী বিভাগ ও কর্মচারিকে সহযোগিতার আহ্বান জানান হয়েছে। আফ্রিকার সমাজ ও আফ্রিকানের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক অর্থাৎ আর্থিক, দৈহিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ব্যবস্থা একই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত না হ'লে, তা বোঝা ও বোঝান শক্ত হবে—এই কথা মেনে নিয়ে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার প্রস্তাবনা রচিত।

একবৎসরের জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা তা গ্রন্থাগার-পরিচালক শ্রেণীর জন্য। এছাড়া সহায়কদের জন্যও অনুরূপ সময়ে একটি হাতে-কলমে শিক্ষা-প্রক্রম গৃহীত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার একটি গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হয়েছে—উদ্দেশ্য ক্রমে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার-সমিতি ("ইউনেস্কো"-পুষ্ট)র সদস্যপদ লাভ।

যাতে দিল্লীর "ইউনেস্কো"-সাহায্যপ্রাপ্ত "Pilot-project" বা গ্রন্থাগার-আদর্শ-কেন্দ্রের মত একটি কেন্দ্র আফ্রিকায় হয়, এ অনুরোধ হয়েছে লাইবেরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু আফ্রিকার যে অংশ সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন তাদের অনেকেই প্রধানত ইংরেজি ভাষাভাষী হ'লেও, ফরাসী অঞ্চল ও আরবী অঞ্চলের জন্য পৃথক্ শিক্ষাকেন্দ্র দরকার হবে। উপযুক্ত বইয়ের প্রয়োজন অনেক : ইউরোপ-আমেরিকায় প্রকাশিত বইই প্রধান সম্বল, যদিও বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের প্রসার আফ্রিকায় সর্বত্র উল্লেখযোগ্য। নানা বিদেশী কোম্পানীও তাঁদের বিস্তীর্ণ ফ্যাক্টরী বা চাষ-আবাদের উপযুক্ত লোকেদের-বিশেষত শিশুদের-শিক্ষার ব্যবস্থা, স্কুল ও দৃশ্য-শিক্ষা-ব্যবস্থা দিয়ে ক'রছেন।

আফ্রিকার নানা অঞ্চল স্বাতন্ত্র্য, আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রাব্যবস্থা নিয়ে সজাগ ও উৎসুক জগৎ-সভায় স্থান পাবার জন্য। রাজনৈতিক নেতারা এজন্য আন্তর্জাতিক সহায়তায় রাষ্ট্রিক মর্যাদার সঙ্গে সমান তালে জীবনকে গ'ড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট। আফ্রিকানের কাছে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ এক স্বদেশের মূর্তি-পরিগ্রহ করেছে। পরে হয়ত এটা এতটা থাকবে না। শ্বেতকায়-বিতাড়নের জন্য এই সংহতি জোর পেয়েছে; কিন্তু আফ্রিকার "হাতে-হাত-ধরি" প্রগতি-প্রচেষ্টা ও ঐক্যবোধ অনুধাবন-যোগ্য।

স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরী

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজকাল গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যাপারে আমরা কতকগুলি বিশেষ সঙ্কেত ও প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে থাকি। পৃথিবীর প্রগতি সম্পন্ন সমস্ত গ্রন্থাগারেই এগুলি সাধারণ। এগুলো ছেলেরা যত তাড়াতাড়ি শেখে ততই তাদের পক্ষে সুবিধা। যেমন গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহার, গ্রন্থকার ব'লতে আমরা যা বুঝি গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রন্থকার মানে সব সময় তাইই নয়। ছদ্মনাম, গ্রন্থকর্ত্রীদের নাম, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির পঞ্জীকরণে এমন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। মুক্তভাগ পদ্ধতিতে (Open Shelf system এ) গ্রন্থগুলি সাজাবারও একটি বিশেষ রীতি আছে। তা' শিক্ষা না করতে পারলে এই পদ্ধতির সুবিধা পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া লাইব্রেরীর Card Catalogue গুলি কেমন ক'রে ব্যবহার ক'রলে সেগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, বইগুলির সম্বন্ধে কোন্ কোন্ সাবধানতা অবলম্বন না করা নিম্নাই, পাঠগৃহে কোন্ কোন্ অভ্যাস বর্জনীয় এসমস্তও স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই ছাত্রদিগকে শিখিয়ে দেওয়া দরকার।

লাইব্রেরী পরিচালনের যে সমস্ত সাধারণ কথা না জানলে লাইব্রেরী সহজভাবে ব্যবহার করা যায় না সেগুলি জানিয়ে দিলেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয় না। বস্তুতঃ ঐ গুলি শিখানো ছেলেদের লাইব্রেরী প্রবেশের অধিকারী ক'রে তুলবার জন্যই প্রয়োজন। লাইব্রেরী থেকে প্রকৃত উপকার আদায় ক'রতে হ'লে আরও বহু জিনিষ ছেলেদের শেখাতে হবে। যেমন সাধারণ reference বইএর ব্যবহার। Reference বই কত রকমের যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। কোন্ Reference বইএ কি পাওয়া যায়, তার বিষয় বিন্যাস রীতি কি তা' ছেলেদের মোটামুটি জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশের ছেলেরা সাধারণ index দেখে বিষয় বের ক'রতে পর্য্যন্ত জানে না। অভিধানের সংক্ষেপ করণ পদ্ধতির বিভিন্ন সঙ্কেত এ সবের মানে কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও কতজন জানে তাও সন্দেহ। অথচ অভিধান ত' নিত্য ব্যবহার্য্য reference বই। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার মধ্য থেকে পাঠ্য প্রবন্ধগুলো খুঁজে বের করা আমাদের দেশে অতিকঠোর শ্রমসাধ্য কাজ মনে হ'লেও অন্যান্যদেশের ছাত্রদের কাছে এ কাজ অতি সহজ। আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দ-মেলা বা যুগান্তরের পাতাড়ির প্রশ্নোত্তর ছেলেদের কত আমোদ দেয়। অথচ ঐ সব প্রশ্ন এবং ওগুলোর জবাব খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। ঐ সব প্রশ্নোত্তরের আকর গ্রন্থগুলোর খোঁজ একবার পেলে ছেলেরা পড়াটাকে একটা আনন্দের ব্যাপার ব'লে মনে ক'রবে। আমাদের ক্লাস কটিনের Library Class গুলোকে যদি এই reference বই এর পরিচয়ের

কাজে লাগান যায় আমার মনে হয় তা'হ'লে সমষ্টিগত কাজ কিছু করার সুযোগ থাকে এবং ছেলেদের ব্যক্তিগত কাজের অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয়।

সার্থক ভাবে পড়াশুনা ক'রতে হ'লে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অল্প একটু একটু note করার শিক্ষাও দরকার। বিভিন্ন বিষয়ের খবর সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে প্রতিক্ষেত্রে আকর-গ্রন্থের সূচক সংবাদটুকু লিখে রাখতে হয়—সে শিক্ষা ছেলেদের দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এ শিক্ষার অভাবে আমরা কোন কিছু প'ড়েও অনেক সময় কার্য্যকালে কোথায় প'ড়েছি ব'লতে পারিনা—ফলে আমাদের অধীত জিনিষগুলো আবার খুঁজে বের ক'রতেই অনেক সময় অপব্যয়িত হয়। তা'ছাড়া এই note গুলো কালক্রমে এমন এক একটা মূল্যবান্ সংগ্রহে পরিণত হয় এবং এ সবগুলো সংগ্রহকারকের এতো কাজে লাগে যে তা' ব'লে শেষ করা যায় না!

অনেক গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকেই এ জাতীয় একটা অভিযোগ শোনা যায় যে পাঠকসমাজ লঘুসাহিত্য যথা গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি মাত্র প'ড়তে চান! ফলে গ্রন্থাগারগুলো অবসর বিনোদনের উপায়মাত্র হ'য়ে ওঠে, জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে না।

কিন্তু কেন এমন হয়? বাস্তবিকই কি আমাদের জ্ঞান-পিপাসা এতই কম এবং অবসর এতই প্রচুর যে আমাদের প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-পরিবর্দ্ধক কোন কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই—অথচ উপন্যাস, কাহিনী পড়ার প্রচুর অবসর আছে? আমার মনে হয় প্রকৃত অবস্থা এরূপ নয়। প্রতি লোকেরই কৌতূহলের একটি ক্ষেত্র আছে; আলোচনার, কর্মকুশলতা অর্জ্জনের একটি বিশেষ বিষয় আছে। তাকে যদি ঠিক্ সেই সম্বন্ধে বই আমরা দিতে পারি সে বই পড়বেই পড়বে। বিশেষ ক'রে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খেলাধূলা, সাময়িক বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরস্পরের ভিতর আলাপ আলোচনা করা এত স্বাভাবিক যে তাদের পক্ষে ঐ সব বিষয়ে অনেকেই অপরের চেয়ে ছোট হ'তে চাইবে না। এমন অবস্থায় যদি ঐ সব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী উপযুক্ত সহজবোধ্য টাটকা খবরওয়ালা ভাল বই ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তা' হ'লে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছেলেরা সন্দেশ ফেলে ঐসব বই গিলতে চাইবে। কিন্তু আমরা কি ঐ সব বই যোগাড় করি? আমাদের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এসেছে কিন্তু গ্রন্থাগারে গণতন্ত্র আসেনি। আজও অধিকাংশ গ্রন্থাগার—কি স্কুলকলেজের, কি জনসাধারণের, বই কেনে পাঠক সমাজের রুচি বা প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, কয়েকজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির ভাল বই সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা অনুযায়ী; ফলে ঐ সব ভাল বই লোক দেখাবার জন্য গ্রন্থাগারের আলমারীতে সাজানই থাকে; পাঠক সমাজের পঠনক্ষুধার নিবৃত্তি ক'রতে হয় লঘু সাহিত্য পাঠ ক'রে;

অধ্যয়নের দ্বারা অবসর বিনোদন করা যায়—কিন্তু তাই ব'লে অবসর বিনোদনের জন্য অধ্যয়নকে যে অসার্থক বা ব্যর্থ বা কালক্ষেপমাত্রে পর্য্যবসিত হ'তে হবে তার কোন মানে নেই। যে প্রেরণার বলে ভাদ্র মাসের খর রৌদ্রে পুকুর ধারে ছিপ নিয়ে ব'সে থাকতে

ছেলেরা কষ্ট বোধ করে না, ঝম্ ঝমে বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফুটবল টিকিট সংগ্রহ ক'রতে কষ্টবোধ করে না, নিপুণ গ্রন্থাগারিক অধ্যয়নের মধ্যে যদি সেই প্রেরণা এনে দিতে পারেন তবে অবসর-বিনোদন ও জ্ঞানার্জ্জন যুগপৎ হ'তে পারে। আজকের দিনে তাসপাশার উপর যখন রাশীকৃত বই লেখা হ'চ্ছে তখনও যদি অবসর বিনোদনের পাঠ ছেলেরা মাত্র লঘু সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখে তা' হ'লে সেটা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে খুব কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। ফলতঃ আজ দিন এসেছে শিক্ষার জন্য অধ্যয়ন আর অবসর বিনোদনের জন্য অধ্যয়ন—এই দুইয়ের পার্থক্য ভেঙ্গে দেবার। গ্রন্থাগারিক যদি ছেলেদের বন্ধু হ'তে পারেন, তাদের খেয়াল খুসী জানতে পারেন তাহ'লে এ কাজ তিনি খুব ভাল ভাবেই ক'রতে পারবেন এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে।

কাজ আর খেলার মধ্যে প্রভেদ কী? যেখানে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করি সেটাকে বলি খেলা, আর যেখানে আনন্দসম্পর্কবর্জ্জিত হ'য়ে অপর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করি সেটাকে বলি কাজ। কাজটিকে আনন্দময় ক'রে তুলতে পারলে আর কাজটিকে নিজের কাজ ক'রে তুলতে পারলে কাজই খেলা হ'য়ে ওঠে; কেননা ভাল কাজের থেকেই যে আত্মতৃপ্তি আর আত্মপ্রতিষ্ঠা আসে এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই যে ছেলে খেলার জন্য ব্যাকুল সেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা ক'রতে আপত্তি ক'রবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তা'ছাড়া স্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্যে আজকের দিনে একটা বড় জিনিষের অভাব হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। সেটা হ'চ্ছে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে প্রেরণার অভাব। প্রায় প্রতি বছর ছেলেদের পরীক্ষার প্রশ্নে দেওয়া হ'য়ে থাকে লিখতে "Your aim in life" সম্বন্ধে। শিক্ষকেরা জানেন এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেরা কি লেখে; কেউ লেখে ডাক্তার হব, কেউ লেখে উকিল, ইঞ্জিনিয়ার বা কৃষিজীবি হব। এদের লেখা প'ড়ে মনে হয় জীবিকা ছাড়া বুঝি জীবনের আর কিছু নেই। আমাদের দেশে যারা আজ রাজনীতিতে যোগ দেন, তাঁদের কাছেও খুব বড় কিছু আদর্শ নেই। আমি সমষ্টিগত আদর্শের কথা ব'লছি না, ব্যক্তিগত আদর্শের কথা ব'লছি। ব্যক্তিগত ভাবে বড় কিছু করার প্রেরণা যা মানুষকে পাগল ক'রে তুলে তার জীবনের মহত্তম দিককে বিকশিত ক'রে তুলে—যা মানুষকে অনায়াসে তার তনু-মন-প্রাণকে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে অন্য জিনিষের জন্য নিয়োজিত করে—আমি সেই প্রেরণার কথা ব'লছি। শিক্ষা মানুষকে এই প্রেরণা এনে দিলে তবেই সে মহাপুরুষদের জীবনী প'ড়তে যায়-প'ড়তে যায় তাঁদের উপদেশ ও বাণী। আজ আমাদের ছাত্র সমাজের মধ্যে এই আদর্শগত প্রেরণা যোগাবার প্রয়োজন হ'চ্ছে সব চেয়ে বেশী—আর শিক্ষক, গ্রন্থকার, দেশনেতা সকলের মিলিত সহযোগিতা না পেলে গ্রন্থাগারিকের একক চেষ্টায় এ বিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে আরম্ভ ক'রে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় এই ছেলেদের প'ড়তে বলবার আগে গ্রন্থাগারিককে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে স্কুলের পরিবেশ কি ছেলেদের ঐ সব বই প'ড়তে স্বভাবতঃই উদ্বুদ্ধ ক'রছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যেমন বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ছাত্রকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত হ'য়েছে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও তেমনি আজ পাঠক কেন্দ্রিক আয়োজন ক'র্‌তে হবে। আদর্শের কল্পনালোকে যে সমস্ত বই প্রয়োজন ব'লে মনে হ'য়েছে তাকে আজ পাঠক সমাজের উপর চাপান চ'ল্‌বে না কোথায়ও—কি স্কুলে কি সাধারণ পাঠাগারে। পাঠক সমাজের যে সমস্ত বই পড়বার স্বাভাবিক তাগিদ আছে সেই গুলো সরবরাহ ক'র্‌লে তবেই গ্রন্থাগার সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে। দোকানী যেমন যে জিনিষের বেশী কাট্‌তি হয় তাই সংগ্রহ করে, যে জিনিষে বেশী কমিশন পায় সে দিকেই বেশী নজর দেয়না, তেমনই আজ গ্রন্থাগারিককে যে বিষয়ের বই এর বেশী তাগিদ্ তাই সংগ্রহ করার দিকে মন দিতে হবে। স্কুলের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের এইমাত্র তফাৎ যে স্কুলে হয়ত ধীরে ধীরে ছেলেদের মনকে প্রভাবিত করার সুযোগ আছে—সাধারণ গ্রন্থাগারে সে সুযোগ নেই।

আমার মনে হয় আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলোতে সাহিত্যকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে ব'লেই যত কিছু অসুবিধা হ'য়েছে। নিছক চিত্তামূলক বিষয় গুলোকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়ায় গ্রন্থাগারের প্রসার রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় গুলোকে গ্রন্থাগারে যদি আমরা প্রাধান্য দিতে পারি—তা' হ'লে কি স্কুল-কলেজে, কি সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের গ্রন্থাগার অব্যবহৃত প'ড়ে থাক্‌বে না এ কথা নিশ্চিত। (ক্রমশঃ)

"পড়বার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই নিজেকে প্রসারিত করার শক্তি রাখেন, নিজের সত্তাকে বহুভাবে প্রকাশিত করার সুযোগ পান, আর সমস্ত জীবনকে পরিপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পারেন।"

Aldous Huxley in
Jesting Pilate.

গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সংসদের ১৯৫৩ সালের কার্য্য-বিবরণী

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি আমাদের কর্ম্মিবৃন্দ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জিলার সাধারণ গ্রন্থাগার ও সম্ভবপক্ষে স্কুল, কলেজ ও সরকারী গ্রন্থাগার বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র গ্রন্থাগার এবং হাসপাতাল গ্রন্থাগারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন এবং উপরোক্ত জিলাসমূহে মোট ২৫৯টি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠান সভ্য ও সভ্য ভিন্ন বহু গ্রন্থাগারকে সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে খবরাখবর দান, গ্রন্থাগার উন্নয়নে, প্রসারে ও পরিচালনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা, সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করা হইয়াছে। বহু গ্রন্থাগারের সরকারী সাহায্যের আবেদন পত্র সুপারিশ ক্রমে সরকারী দপ্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহারা আগে গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য করিত কিন্তু এখন করিতেছে না অথবা যাহারা একেবারেই সাহায্যের ব্যবস্থা করে নাই বা যাহারা সাহায্যের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস করিয়াছে এবং যাহারা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু অর্থদান করিতেছেন না, তাহারা সকলেই যাহাতে বে-সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে (এলাকাধীন) সাহায্য করেন তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে এবং চেষ্টা চলিতেছে।

অঞ্চলবর্ত্তী গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে একতাবদ্ধ হইয়া চলিতে পারে, সর্বত্রই যাহাতে বিজ্ঞান সম্মত পরিচালন পদ্ধতি অনুসৃত হয়, শিক্ষা বিস্তারে দ্রুত অগ্রগমন করিতে পারে অশিক্ষিতের শিক্ষায় ও জ্ঞানান্বেষীদের সেবায় অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিতে পারে এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যাহাতে পারস্পারিক সৌহার্দ্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতি গ্রন্থাগারের বিষয় বিশেষে বিশেষ গ্রন্থাদি ক্রয় ও অন্তবর্ত্তী গ্রন্থঋণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থাগারগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে অঞ্চলাধীন প্রতিটী ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করিতে পারে তাহার জন্য গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ সংসদ কর্তৃক উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা সহরতলী, (নবাবগঞ্জ) নওয়াপাড়া থানা ও বারুইপুরে গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটী আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা সংগঠিত হইয়াছে। সাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার, শিশুদিগকে গ্রন্থাগারমনা করিবার ও স্ত্রীলোকদিগকে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করান ও গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করিবার, পাঠক সাধারণের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও রুচি নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় শতাধিক সভা সমিতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা আসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগারগুলির সহিত নিয়মিতভাবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার একজন সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় পরিষদের গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ কর্ম্মসূচী বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠনে ও নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় হরিণঘাটাতে পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীযুক্ত সুবোধ মুখোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন সিংহ ও শ্রীযুক্তা বাণী বসু একটী সভায় যোগদান করেন। কুচবিহার, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ কলিকাতায় কতকগুলি আলোচনা সভা-চক্রে শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য যোগদান করেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত, প্রমীলচন্দ্র বসু, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল চক্রবর্ত্তি বিশ্বাস, ফণীভূষণ রায়, নির্ম্মল শীল, রাধাকান্ত চন্দ, সতীশ দে ও কুমুদরঞ্জন সিংহ বিভিন্ন সভা সমিতি ও সম্মেলনে যোগদান করেন। বাঁশবেড়িয়া কুমার মুনীন্দ্র স্মৃতি সভায় কর্ম্মীসম্মেলনে পরিষদের গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ আলোচনায় ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, তিনকড়ি দত্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি. এস. কেশবন, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপস্থিত অনেকে অংশ গ্রহণ করেন।

নবাবগঞ্জ গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু ও রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে দেড়শতাধিক গ্রন্থাগার প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারামোদী ও অনুরাগী, গ্রন্থাগার উন্নয়নে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ডাক্তার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও সাধারণ লোকদিগকে আপ্যায়িত করেন। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্দ সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রসার প্রচেষ্টা, শিশু ও স্ত্রীশিক্ষার এবং বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা সাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করা গ্রন্থাগার-গুলিতে বিশেষ বিষয় ও বিষয় বিশেষে বিশেষ গ্রন্থক্রয়ে বার্ষিক আয়ের সামান্যতম অংশ ব্যয়ে ও অন্তঃবর্ত্তী গ্রন্থঋণ প্রথা প্রবর্ত্তনে বিশেষ আলোকপাত করিয়া শ্রীযুক্ত বসু ও রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা ও আলোচনা করেন।

এই বৎসরে কলিকাতা সহরে শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে কয়েকটি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়।

যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী কলিকাতায় আসিয়া গ্রন্থাগারিকতা বা গ্রন্থাগারিক বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য অঞ্চল বিশেষে শিক্ষাশিবির উদ্বোধন করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। উত্তর কলিকাতায় পরীক্ষা মূলক শিক্ষা-শিবির স্থাপনের প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সংবাদ

নবাবগঞ্জ, নওয়াপাড়া আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সঙ্ঘ

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় নওয়াপাড়া থানা এলাকার একটি সম্মেলন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখে নবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ বসন্তকুমার ঘোষ।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিকল্পিত গ্রন্থাগার সমূহের সংযোগ ও সংগঠন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

অতঃপর নবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, যতীন দাস স্মৃতি প্রতিষ্ঠান, নবাবগঞ্জ তরুণ পাঠাগার, ভরুলিয়া বাণীভবন, নওয়াপাড়া সাধারণ পাঠাগার, শান্তি নবযুবক পুস্তকালয়, রামকৃষ্ণ সাধারণ সমিতি পাঠাগার, অর্ডনান্স ক্লাব লাইব্রেরী, ইছাপুর অনুশীলনী ও নবাবগঞ্জ সংগঠক পাঠাগার লইয়া একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংস্থা গঠন করা হয়। শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ এই সংস্থার আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হন।

২। দক্ষিণ ২৪ পরগণা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ তারিখে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বারুইপুর কমলা ইনষ্টিটিউটে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের এক সভায় উপরোক্ত সংস্থা গঠিত হয়। একটি অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির উপর এই সংস্থার নিয়ম কানুন প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। বারুইপুর কমলা ইন্‌ষ্টীটিউটের জনাব আসাদ আলি আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। প্রায় ৫০টি স্থানীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি উপরোক্ত সভায় যোগদান করেন এবং এই সভা উপলক্ষে একটি ছোট গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়। বর্ত্তমানে এই সংস্থার এলাকা বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং, ভাঙ্গর, জয়নগর, মন্দিরবাজার ও মগরাহাট থানা পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে সংস্থার গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইয়াছে ও উহা সাধারণ সভায় গ্রহণের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

৩। মহামায়া সাহিত্য মন্দির—বাঁকুড়া

১২৫৩ সালে পাঠাগারের ২৫ বৎসর বয়ক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাঠাগারে নানা বিষয়ের পুস্তকের সমাবেশ হইয়াছে। পাঠগার সংলগ্ন ছোট একটি মিউজিয়াম আছে। কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত আছে। ইহা ছাড়া পাঠাগারের সংগ্রহের মধ্যে তালপত্রে উড়িয়া ভাষায় লিখিত "হরি অর্জ্জুন খাতা" নামে একটি পুঁথি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পাঠাগারের পরিচালনায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

৪। মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার—সিঙ্গাবাজার, হুগলী

১৩৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান পুস্তক সংখ্যা ২২৮৪, সভ্য সংখ্যা ৮১। হুগলী জেলাবোর্ড বাৎসরিক ১৫৲ এবং সিঙ্গা কামালপুর ইউনিয়ন বোর্ড ২৫৲ বাৎসরিক সাহায্য করেন। 'বান্ধব' পাঠাগারের ত্রৈমাসিক হস্তলিখিত পত্রিকা।

৫। যজ্ঞনগর সাধারণ পাঠাগার ও ক্লাব, পোঃ বাহিরী (বোলপুর) বীরভূম

১৯৪৭ সালে স্থাপিত। বর্ত্তমান পুস্তক সংখ্যা ১,০০০। সভ্য সংখ্যা ৬৫। পাঠাগারটি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষা কেন্দ্র রূপে মনোনীত হইয়াছে।

৬। সত্যেন্দ্র পাঠাগার—বেহালা

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। পরে প্রসাদ লাইব্রেরী ইহার সহিত সংযোজিত হয়। বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৩৫০। পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ লাইব্রেরীর পুস্তক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারটি দক্ষিণ সহরতলী গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট। পুস্তক সংখ্যা ৪,০০০। সাহিত্য সভা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি গ্রন্থাগার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৭। বিদ্যাবীথি পাঠাগার—আরামবাগ, হুগলী

১৫ই আগাষ্ট ১৯৪৩, স্থানীয় তরুণদের চেষ্টায় এক কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। স্থানীয় পৌর সভার বাৎসরিক ১০৲ ও ১০০৲ টাকার Collector's grant পাওয়া গিয়াছে। পুস্তক সংখ্যা ৫৪৩, সভ্য সংখ্যা ৮৩। একটি হস্তলিখিত পত্রিকা, নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন।

৮। গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী—গরলগাছা, হুগলী

ইং ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩৩২৪, উল্লেখযোগ্য দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়। বর্তমান সভ্য সংখ্যা ১৯০, সভ্যগণের চাঁদার হার ।০ ও ৷৷০, পাঠকক্ষ বিনা চাঁদায় ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কার্যে পাঠাগারটি জড়িত আছে। হুগলী জেলাবোর্ড, চণ্ডীতলা ইউনিয়ন বোর্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারটিকে অর্থ সাহায্য করেন।

৯। তরুণ সঙ্ঘ, ঘোষ লেন—কলিকাতা

১৯৫৪ সালের কার্য্য নির্বাহক সমিতি :—

সভাপতি :- শ্রীগোপাল মজুমদার ; সহঃ সভাপতি :- শ্রীনৃত্যেশ্বর মান্না ও শ্রীসুধীর বসু ; সাধারণ সম্পাদক :- শ্রীহিরণ ঘোষ ; কোষাধ্যক্ষ :- শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি, সাধারণ সদস্য :-শ্রীরমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ সেন, শ্রীকালীনাথ ঘোষ, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীবাদব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর ঘোষ, শ্রীসুবিমল ঘোষ, শ্রীসুনীত বসু, শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ।

১০। তাপস পাঠাগার—দমদম্ ক্যান্টনমেন্ট

গত ১৭ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত কর্ম্ম পরিষদ ১৯৫৪ সনের জন্য গঠিত হয়।

সভাপতি :—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; সহঃ সভাপতি :—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক সম্পাদক :—শ্রীদিলীপকুমার রায়, গ্রন্থাগারিক :—শ্রীসন্তোষকুমার রায়, সদস্য বৃন্দ :—শ্রীশম্ভু নাথ দে, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

১১। তালা প্রদীপ সাহিত্য মন্দির—জামিন্যা, হুগলী

বাংলা ১৩৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত। পুস্তক সংখ্যা :- ৫০০, সভ্য সংখ্যা :- ৫০, বার্ষিক আয় ৫০০৲ ; একটী স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ গ্রন্থাগারটীতে আছে। একটি নৈশ বিদ্যালয়ও গ্রন্থাগার পরিচালনা করিয়া থাকে। জেলা বোর্ডের অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ সংবাদ

অষ্টম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, মালদহ

গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখে দিল্লী কেন্দ্রীয় শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও স্থানীয় বি, আর, সেন লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা হয় ও সুচিন্তিত মতামত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলন সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে এবং আশা করা যায় যে এই সংখ্যা সম্মেলন সংখ্যারূপে বাহির হইবে। সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি হইতে প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। যে সমস্ত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষাবিদ্ এই সম্মেলনে যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবন্, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, "যুগান্তর" বার্ত্তাসম্পাদক শ্রীদক্ষিণা বসু, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সামাজিক শিক্ষা অধিকারিকের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৫৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন হয় ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট লাইব্রেরী হলে। সভার প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে পরিষদের তরফ হইতে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর শ্রীঘোষ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ১৯৫৩ সালের গ্রন্থাগারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তীর্ণ হইবার certificate প্রদান করেন।

ইহার পর পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীবি, এস, কেশবনের সভাপতিত্বে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার আরম্ভ হয়। পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন ও কিছু আলোচনার পর উক্ত কার্য্য-বিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পর পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং তাহাও কিঞ্চিত আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর আগামী বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

কর্ম্ম-পরিষদ :—

সভাপতি :—শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি :—শ্রী বি, এস, কেশবন্, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক :— শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক :— শ্রীফণিভূষণ রায়। সহঃ সম্পাদক :— শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক :— শ্রীপ্রবাল দাশগুপ্ত। কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়। সদস্য :—শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ।

সাধারণ পরিষদ :—

ব্যক্তিগত সদস্য :—শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল কুমার রায়চৌধুরী, শ্রী এ, বি, সেনগুপ্ত, শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রীবিনয়েন্দ্র দেবরায় মহাশয়, শ্রীমনোমোহন রায়, শ্রীফণি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাত কুমার রায়, শ্রীগৌরেন গাঙ্গুলী, শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাম রঞ্জন ভট্টাচার্য্য (শেষোক্ত তিনজন সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্য্যকরী সমিতিতে নির্ব্বাচিত হন)।

প্রতিষ্ঠান সদস্য :—

কলিকাতা :—শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউট, চৈতন্য লাইব্রেরী, ইণ্ডালী ইন্‌ষ্টিটিউট, মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী। হাওড়া :—শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী, বালী সাধারণ গ্রন্থাগার। হুগলী :—জনাই সাধারণ পাঠাগার। বর্দ্ধমান :—জারাগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। বীরভূম :—ভরী জুবিলী পাবলিক লাইব্রেরী। বাঁকুড়া :—সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র। মেদিনীপুর :—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, গোয়ালকুয়া। জলপাইগুড়ি :—বাবু পাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি। দার্জ্জিলিং :—ব্লুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী, কার্সিয়ং। পঃ দিনাজপুর :—বালুরঘাট পাবলিক লাইব্রেরী। মালদহ :—পিপলা পল্লী সমিতি লাইব্রেরী। মুর্শিদাবাদ :—দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগার। ২৪ পরগণা :—নবাবগঞ্জ সাধরণ পাঠাগার, ইছাপুর নবাবগঞ্জ। নদীয়া :—রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী। কুচবিহার :—প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদীবাড়ী।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিনিধি শ্রীগোষ্ট বিহারী চট্টোপাধ্যায় কার্যকরী সমিতিতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

নব নির্ব্বাচিত সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন জাতীয় গ্রন্থাগারের আশুতোষ সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহঃসভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। তেইশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বিগত মালদহ সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী আলোচিত হয় ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর পরিষদের আগামী বৎসরে বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্ম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ছাড়াও সাধারণ পরিষদের সদস্য শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ ও শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য পরিষদের কার্য্যকরী কমিটিতে নির্ব্বাচিত হন।

১। গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন সংসদ—

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু (সভাপতি), শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ, জনাব আসাদ আলি, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মল শীল, শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, শ্রীসতীশ চন্দ্র দে, শ্রীদেবীপ্রসাদ ভাদুড়ী।

২। গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সংসদ—

শ্রীবি, এস, কেশবন (সভাপতি), শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী এ, বি, সেনগুপ্ত, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী।

৩। গ্রন্থ নির্ব্বাচন সংসদ—

শ্রীতিনকড়ি দত্ত (সভাপতি), শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (আহ্বায়ক), শ্রীমতী ইন্দিরা দাশগুপ্তা, শ্রীমতী মীরা চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীঅপূর্ব্বরতন দত্ত, শ্রীঅমিয়ভূষণ রায়, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীঅরুণ দত্ত, শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ।

৪। প্রকাশন সংসদ—

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস (সভাপতি), শ্রীফণীভূষণ রায় (আহ্বায়ক), শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিশ্বাস, শ্রীসৌরেন গাঙ্গুলী, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র।

৫। পরিষদ গ্রন্থাগার সংসদ—

শ্রীমনোরঞ্জন রায় (সভাপতি), শ্রীপ্রবাল দাশগুপ্ত (আহ্বায়ক), শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রীমতী কমলা মৈত্র, শ্রীরমতুলাল ভট্টাচার্য।

৬। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপদেষ্টা সংসদ—

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু (সভাপতি), শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত, শ্রীরাখাল চক্রবর্তী বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ, শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী।

৭। অর্থ ও হিসাব সংসদ—

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সভাপতি), শ্রীসৌরেন গাঙ্গুলী (আহ্বায়ক), শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ি, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅভয় সরকার।

৮। প্রচার সংসদ—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু (সভাপতি), শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীদেবীপ্রসাদ গাঙ্গুলী (আহ্বায়ক), শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীহিমাংশু মৈত্র।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সপ্তদশ গ্রন্থাগারিক বৃত্তিশিক্ষা শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন :—

গত ৮ই মে ১৯৫৪ জাতীয় গ্রন্থাগারে পঃ বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীপান্নালাল বসু মহাশয়ের উপস্থিতিতে উপরোক্ত শিক্ষা উদ্বোধন হয়। প্রথমেই পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার পরিচালক শ্রী বি, এস, কেশবন পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দেন। পরিষদের এই শিক্ষণ ব্যবস্থা অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে আজ কিরূপ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার সবিশেষ বর্ণনা দেন। পরিষদ গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের ব্যাপক শিক্ষার কি কি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে পরিষদের আগামী সাপ্তাহান্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ও গ্রামের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকদের উপযোগী গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারিক বিদ্যা স্থায়ীভাবে শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে গ্রন্থাগারিক বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন।

পরিশেষে পরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত পরিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯৫৩ সনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদের তালিকা

যোগ্যতা অনুসারে :

১। বিমলাচরণ সরকার, ২। অমলকুমার সরকার ও অর্চ্চনা সেনগুপ্ত, ৩। বাসন্তী মিত্র, ৪। গৌরী দাসগুপ্ত, ৫। শান্তি আচার্য্য, ৬। সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত, ৭। সুকুমার নন্দী, ৮। সেখ আসগড় আলি, ৯। শান্তিশেখর বাগচী, ১০। অদিতি সেন, ১১। গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। সুধীর কুমার আচার্য্য, ১৩। বিনায়ক দামোদর চেন্দকি, ১৪। সুবিমলচন্দ্র রায়, ১৫। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য ও চিত্রা মল্লিক, ১৬। ইরা মুখোপাধ্যায়, ১৭। সনৎকুমার কুণ্ডু, ১৮। তারানাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯। সুশীল কুমার চৌধুরী, ২০। মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়, ২১। নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা সেনগুপ্ত, ২২। সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। অশোককুমার বিশ্বাস, ২৪। মঞ্জুলী সেনগুপ্ত, ২৫। সুনীল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৬। অমূল্য কুমার দাস, ২৭। সন্তোষ কুমার চক্রবর্ত্তি, ২৮। কমলা মৈত্র, ২৯। ভূপতি ভূষণ বল ও ফণী ভূষণ পাল, ৩০। মিহির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১। কৃষ্ণা গুপ্তা, ৩২। প্রফুল্ল কুমার প্রামাণিক, ৩৩। ডলি মুখোপাধ্যায়, ৩৪। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৫। অঞ্জলি ভৌমিক, ৩৬। সুবোধ চন্দ্র বসু, ৩৭। কণক দাস, ৩৮। কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা, ৩৯। গিরিজা ভূষণ সরকার।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ১৯৫৩ সনে গ্রন্থাগারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের তালিকা :

১। দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ২। রেবা সেনগুপ্ত, ৩। বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত, ৪। বিশ্বনাথ সিংহ, ৫। লক্ষ্মীন্দ্র চৌধুরী, ৬। জগদীশচন্দ্র সাহা।

পুস্তকের উপর বিক্রয় কর

পুস্তকের উপর বিক্রয় কর রহিত করিবার এক প্রস্তাব পরিষদ কর্তৃক গত ১৯শে আগাস্ট ১৯৫৩ তারিখে গ্রন্থাগার দিবসে গ্রহণ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হয়। ঐ দিবস পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় ও প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরিত হয়। পরিষদ কর্তৃক আহূত জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবও রাজ্য সরকারকে জানান হয়। কিন্তু ১০ই অক্টোবর ১৯৫৩ তারিখের পত্রে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থ নৈতিক বিভাগের সহঃ সচিব পরিষদ সম্পাদককে জানান যে রাজ্য সরকার উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম। গত ৩০শে মার্চ ১৯৫৪, রাজ্য পরিষদে পরিষদের সদস্য ডাঃ অতীন বসুর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন এবং রাজ্য সরকারের উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের অক্ষমতা ডাঃ বসুকে জানান।

—:•:—

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

—:•:—

কোপেনহেগেনের (ডেনমার্ক) 'রয়্যাল লাইব্রেরী' কর্তৃক নিম্নলিখিত পুস্তকের কিছু সংখ্যক কপি বিনামূল্যে ভারতের গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থাগার এই বিষয়ে আগ্রহশীল তাঁহাদের অনতিবিলম্বে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দরখাস্তের সঙ্গে ডাকমাশুল বাবদ ২।০ আনা প্রেরণ করিতে হইবে।

The Humanities and the Sciences in Denmark during the Second World War :—

EJNAR MUNKSGAARD
Copenhagen, 1948 ;
xvi, 723 pp., 21 cm.

স্বাক্ষরঃ —শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়
উপ-গ্রন্থাগারিক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা-১২।

উল্লেখযোগ্য বাংলা পুস্তকের তালিকা

[১৩৬০ সালের প্রথম ছয় মাসের ও উহার পূর্ব্বের কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত।]

সঙ্কলক—অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দর্শন

তারক নাথ দাস।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।

ধর্ম্ম

প্রবোধ সেন।

ধর্ম্মপদ পরিচয়। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৷৷০।

রাজনীতি

রাধাগোবিন্দ বসাক।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ; (১-২)। জেনারেল প্রিন্টার্স।

কবিতা

এলিয়ট, টি, এস্।

এলিয়েটের কবিতা ; (অনুঃ বিষ্ণু দে)। সিগনেট প্রেস্, ২৲ টাকা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ত্রিযামা। কাব্যলোক, সমবায় পাবলিশার্স, ৪৲ টাকা।

প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, ৫৲ টাকা।

উপন্যাস

প্রাণতোষ ঘটক

আকাশপাতাল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং, ৫৲ টাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরোগ্য নিকেতন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৫৲ টাকা।

বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

উত্তরায়ণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৩৷৷০ টাকা।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

উপকূল। মিত্র ঘোষ, ২৸০ টাকা।

ঘোষের, ঘোহান।

এ পিলগ্রিমেজ। অনুঃ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২৷০ টাকা।

নরেন্দ্র নাথ মিত্র।

চেনা মহল। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৫৲ টাকা।

লার্গেকভিষ্ট, পার।

জীবন - মৃত্যু। অনুঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২৷৷০ আনা।

ননীমাধব চৌধুরী।

রাজনগর। জেনারেল প্রিন্টার্স।

প্রবোধ কুমার সান্যাল।

তুচ্ছ। মিত্র ও ঘোষ, ৩৲ টাকা।

ননীমাধব চৌধুরী।

দেবানন্দ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পুরভাষিণী। ইণ্ডিয়ানা, ২৷৷০ আনা।

আইন্‌, জেন্‌।

দর্পিতা; অনুঃ শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্ত ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৲ টাকা।

গোপাল হালদার।

নবগঙ্গা। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৩৷৷০ আনা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুড়ো আংলা (নূতন সংস্করণ)। সিগনেট প্রেস্‌, ২।০ আনা।

বাক, পার্ল

মাদার; অনুঃ হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। নবভারতী, ৩৲ টাকা।

মালরো, আঁদ্রে।

সাংহাইয়ে ঝড়; অনুঃ অশোক গুহ।

বিমল মিত্র।

সাহেব বিবি গোলাম। নিউ এজ, ৬৷০ আনা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সঙ্গিনী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২৷৷০ টাকা।

প্রবোধ কুমার সান্যাল।

হাসুবানু। বেঙ্গল পাবলিশার্স ৭৷৷০ আনা কল্ড ওয়েল।

শাদা কালো; অনুঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৩৲ টাকা।

অন্নদা শঙ্কর রায়।

কন্যা। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৩৲ টাকা।

প্রতিভা বসু।

মনের ময়ূর; (২য় সংস্করণ)। নাভানা; ৩৲ টাকা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি। বেঙ্গল পাবলিশার্স ৩৲ টাকা।

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র।

অকুরন্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং, ২৷০ টাকা।

নারেন্দ্র নাথ মিত্র।

কাঠ গোলাপ; ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং, ৩৷৷০ আনা।

সন্তোষ কুমার ঘোষ।

চীনে মাটী। মিত্রালয়, ৩৲ টাকা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

চায়া ভূয়া। গুপ্ত প্রকাশিকা, ২৸০ আনা।

প্রমথ নাথ বিশী।

ধনে পাতা। মিত্রালয়, ২৷৷০ টাকা।

প্রমথ নাথ বিশী।

মহামতি রাম কাঁসুরে। মিত্র ঘোষ, ২।০ আনা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বালক (নূতন সংস্করণ)। সিগনেট প্রেস্‌, ১৲ টাকা।

লীলা মজুমদার।

পদিপিসীর বর্ষি বাক্স। সিগনেট প্রেস্‌, ২৲ টাকা।

সন্তোষ কুমার ঘোষ।

শুকসারী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২৷৷০ টাকা।

শিশির সেন।

তখন ও এখন; আনন্দ পাবলিশার্স, ২৷৷০ টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শকুন্তলা। সিগনেট প্রেস, ১৲ টাকা।

প্রবন্ধ

সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসমীয়া সাহিত্য।

সুবোধ ঘোষ।

অমৃত পথ যাত্রী; ইণ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েট্‌ পাবলিশার্স, ৩৲ টাকা।

প্রবোধ সেন।
বাংলার ইতিহাস সাধনা। জেনারেল প্রিন্টার্স, ৩৲ টাকা।
শান্তিদেব ঘোষ।
ডাণ্ডা ও বালির নৃত্যগীত। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ॥০ আনা।
সৈয়দ মুজতবা আলী।
ময়ূরকণ্ঠী। বেঙ্গল পাবলিশার্স ৩॥০ আনা।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ। এ, মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ৬৲ টাকা।
বুদ্ধদেব বসু।
সাহিত্য চর্চা। সিগনেট প্রেস্।
অন্নদা শঙ্কর রায়।
আধুনিকতা। ডি, এম্, লাইব্রেরী, ২৲।

সাহিত্য-সমালোচনা

মোহিতলাল মজুমদার।
কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য, (১-২)। কমলা বুক ডিপো, ৫॥০-৬॥০।
চিত্তরঞ্জন দেব।
পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ। কতকথা, ৪৲।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ সেনগুপ্ত।
বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৫৲।

ভ্রমণ

অমলা দত্ত।
আরেক আকাশ। গ্রন্থাগার (বালিগঞ্জ)।
মনোজ বসু।
চীন দেখে এলাম। বেঙ্গল পাবলিশার্স ৩৲।
দেবেশ দাশ।
রাজোয়ারা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৩॥০।

জীবনী ও আত্ম-জীবনী

হেমন্ত চাকী।
অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ (প্রফুল্ল চাকী)।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
আমার সাহিত্য জীবন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৲।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। সিগনেট প্রেস্, ৪৲।
অনিল ঘোষ।
বিজ্ঞানে বাঙালী। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ২॥০।
সুশীল রায়।
মনীষী জীবনকথা; (১ম-২য়)। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ২৲।
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
স্মৃতি-কথা; (১-৪)। ডি, এম্, লাইব্রেরী, ১৩৲।
অমিয় সান্যাল।
স্মৃতির অতলে। মিত্রালয়, ৪॥০।

ইতিহাস

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস। নবভারত, (রাধাবাজার)।
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
পলাশীর যুদ্ধ। নাভানা, ৪৲টাকা।
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।
বিপ্লবের পদচিহ্ন। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৪৲ টাকা।
মলিনীকুমার ভদ্র।
বিশাল অন্ধ্র। দেশবন্ধু বুক ডিপো।
উপেন্দ্রনাথ সেন।
মহারাজ নন্দকুমার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৲ টাকা।
রাধাগোবিন্দ বসাক।
রোমচরিত। জেনারেল প্রিন্টার্স ৫৲।
মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।
সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা; (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ)। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ॥০।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—শ্রীক্ষুদিরাম দাস। প্রকাশক পূর্বিঘর, ২২, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ডবল ক্রাউন ৪২৫ ; মূল্য ১০৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন, একটি গাছের বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিচিত্র প্রবৃদ্ধি তাহার ইতিহাস মুখ্যতঃ নির্ভর করে তাহার প্রাণধর্মের উপরে ; কিন্তু সেই প্রাণধর্মের উপরে বিভিন্ন সময়ে প্রভাব বিস্তার করে বাহিরের আলো-হাওয়া, আকাশ-মাটী—বাহির ভিতর দিয়া প্রাণধর্ম সফল করে প্রবৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টির নিত্য নূতন রসদ ; তেমনই একটি কবি প্রতিভার বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিচিত্র প্রবৃদ্ধি তাহার ইতিহাসও মুখ্যতঃ কবির প্রাণধর্মের উপরে নির্ভর করিলেও—এই প্রবৃদ্ধির উপরে নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করে কবির জাতীয় ঐতিহ্য, সামাজিক পরিবেশ, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা। একটি কবি প্রতিভাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাহাকে সমগ্র করিয়া দেখিতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের ভাষায়, "তা দেখতে হ'লে কবিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে দেখা চলবে না, পূর্বনির্দিষ্ট কোনও সংস্কারের মলিন দর্পণেও দেখলে চলবে না এবং তার চলতি পথের কোনও একটি বিশেষস্থলে সমগ্র ক'রে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে।" এই সমগ্র করিয়া দেখার অর্থ হইল প্রতি পর্যায়ের প্রত্যেক বৈশিষ্টকে যেমন ভাল করিয়া দেখা, আবার প্রত্যেক যুগ-বৈশিষ্টকে একত্র করিয়া নিত্য বিকাশ ধর্মী সমগ্র কবিসত্তাকে ভাল করিয়া দেখা। আবার সেই ভাল করিয়া দেখারও দুইটি দিক দেখিতে পাইলাম, একটী হইল কবির সহজাত প্রাণধর্মের সন্ধান ; দ্বিতীয়, নিত্য পরিবর্তনশীল প্রতিবেশ কি করিয়া কবির প্রাণধর্মকে প্রভাবান্বিত করিয়া নূতন নূতন বিকাশের পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করা। এই জাতীয় একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র প্রতিভার একটী পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী হইলেও কবি-রূপেই রবীন্দ্রনাথের মূল পরিচয় ; এই সত্যটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লেখক রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁহার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ঠিক সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন বলিতে পারি না, কবিতার আলোচনাই মুখ্য হইলেও কবি প্রতিভার প্রকৃতি বুঝিবার প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিক ভাবেই বহুস্থলে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে কতগুলি স্তরে ভাগ করিয়া লইয়াছেন,—অপ্রকাশকের কাল, প্রতিভার উন্মেষের কাল, প্রতিভার বিকাশের কাল (বিকাশেরও লেখক চারিটী পর্যায় লক্ষ্য করিয়াছেন), প্রতিভার পরিণামের যুগ এবং সর্বশেষে প্রতিভার গোধূলি পর্যায়। অবশ্য এই জাতীয় পর্যায়ের বিভাগ কোনও সময়ে একেবারেই ঠিক ঠিক হইতে পারে না,—কারণ, প্রত্যেক পর্যায়ের ধর্মই পূর্ব্বপর্যায়ের মধ্যে প্রবণতারূপে নিহিত থাকে। শুধু কতগুলি লক্ষণের প্রাধান্য দ্বারাই এই জাতীয়

পর্যায়ভেদ সূচিত হইয়া থাকে। লেখক প্রত্যেক পর্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন এই প্রধান লক্ষণগুলির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তেমনই বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া একই কবি-মনের কি ভাবে অনন্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে সেই ধারাটিও লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বইখানি পড়িলে প্রথমেই যে-কারণে লেখক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তাহা এই বই-খানিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সকল পূর্বালোচনার সার সঙ্কলন পত্র বলা যায় না। তিনি নিজের মতন করিয়া কবি-প্রতিভাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা নিজে বুঝিয়াছেন তাহাকেই নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অবশ্য মুখ্যতঃ ব্যাখ্যামূলক, বিচারমূলক নহে। কিন্তু যে কাজের ভার তিনি স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছেন সেখানে তাঁহার আন্তরিকতা নিঃসন্দিগ্ধ। আরও একটী বিষয় লেখকের লেখায় লক্ষণীয়। তাঁহার আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গের অনুল্লেখ লক্ষ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রসঙ্গচ্যুতি বেশী নয়। পাঠকের মনে একটি সংহত ফলশ্রুতি দানের পক্ষে ইহার আবশ্যক অত্যন্ত। লেখকের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতানৈক্যের অবকাশ সর্বদাই থাকিতে পারে, এক্ষেত্রেও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত ঠাকুরদা চরিত্রের মধ্যে গীতার যে জীবন্মুক্ত যোগীর আদর্শ দেখিয়াছেন ঠাকুরদা চরিত্রে আমরা তাহা দেখি নাই, এবং এই প্রসঙ্গে গীতা হইতে তিনি যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি করিয়াছেন তাহা আমাদের সু-প্রযুক্ত মনে হয় নাই। তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের উপরে সংস্কৃত সাহিত্যের যে প্রভাবের কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের সাধারণ ঐক-মত থাকিলেও বিশেষ বিশেষ সংস্কৃত শ্লোকের সহিত রবীন্দ্ররচনাংশের যে মিল দেখাইয়াছেন তাহা সর্বত্র আমাদের স্বীকৃতি লাভ করে না। গদ্যাংশের যতি-বিভাগের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মতানৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু এ জাতীয় মতানৈক্য প্রত্যেকের লেখার সহিতই প্রত্যেকের হওয়া সম্ভব, তাই তাঁহার মূল প্রচেষ্টার মূল্য নির্ধারণে এগুলির স্থান মূল্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে—বিশেষ করিয়া তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা ইহার পূর্বে অনেক হইয়াছে; রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণের মনে স্বতঃই একটি প্রারম্ভিক সংশয় থাকা অসম্ভব নয় যে, এ গ্রন্থ মূলতঃ সবটা না হইলেও অন্ততঃ কিছুটা চর্বিতচর্বণ দোষে দুষ্ট। কিন্তু আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে এ একখানি নূতন বই—যাহা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা উচিত এবং তিনি আলোচনা-প্রসঙ্গে যত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে গ্রহণ বা বর্জন প্রণিধান পূর্বকই করা উচিত।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।

স্বাধীন ভারত ও নাগরিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি—শ্রীচিত্তানন্দ আচার্য্য প্রণীত, ৩৩ নং চণ্ডীঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৭, মূল্য ২৲।

দেশ স্বাধীন হইলেও দেশবাসীর দুঃখ দূর হয় নাই। জাতীয় সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও, প্রত্যেক দেশবাসীর আত্মনিয়োগ ব্যতীত কোন উন্নতি সম্ভব নহে। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। লেখকের মতে, "বাহুল্য ব্যয়কে সংযত করাই গার্হস্থ্য অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু তাহা সহজ সাধ্য নয়, ইহা অভ্যাস ও সাধন সাপেক্ষ।" এই বিষয়ে প্রতিদিনের খুঁটিনাটীর উপরেও লেখক বহু উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ এই সকল মানিয়া চলিলে লাভবান হইবেন। এই আর্থিক দুর্দিনের মধ্যেও স্বল্পবিত্ত বাঙালী সমাজে এই পুস্তকের প্রচার খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

রূপলোক—শ্রীকরুণাসিন্ধু পাণ্ডিত, এম, এ,; প্রকাশক: শ্রীনকুল চন্দ্র পাণ্ডি। ২৪ নং, অশ্বিনী দত্ত রোড্, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২৸০।

একখানি কাব্যগন্ধি উপন্যাস! হয়তো উপন্যাস বলা ঠিক্ হবেনা, বড় গল্প বলতে পারি। আমাদের সমাজের বিলাতীভাবাপন্ন শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীকে নিয়ে লেখা।

আরম্ভের ঘটনাস্থল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্লাসের বক্তৃতার মাঝখানে যখন তখন উপদ্রব, যে-কোন কারণে ছুটি, ধর্মঘট, হাঙ্গামা। সাত সমুদ্র পারের কে এক অখ্যাত অশীতিপর বৃদ্ধ মারা গিয়াছেন, ছুটি চাই। পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবে, তাই উৎসবের আয়োজন। কোন্ গ্রামের স্কুলের একটী ছাত্র কি ক'রে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে, কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ তলবের দাবিতে পড়া বন্ধ। এমনি কত অজুহাত!

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ, কিন্তু নির্মম নয়; মনে হয়, ওর পেছনে লেখকের বেদনা-বোধ প্রচ্ছন্ন আছে।

এই পরিবেশে মোহিনী সিন্‌থিয়ার প্রতি উপগুপ্তের প্রণয়-সঞ্চার; সে প্রণয় ক্রমশঃ গাঢ় হ'ল কথাবার্ত্তা দেখা সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। প্রেম-চিত্রাঙ্কনে লেখক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লীলা-বিলাসকে তিনি ছোট করেননি, দেহ-কামনাকেও অস্বীকার করেননি; সংযত ভোগের মধ্যে প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য্য, এই কথা বলেছেন। আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বন্ধনে শিল্পী উপগুপ্তকে বাঁধতে চায়নি সিন্‌থিয়া; তাকে মুক্ত রেখে উপভোগ করতে চেয়েছে তার আকুল ভালো-বাসা। সৌন্দর্য্য রসিকের চিত্তকে সে স্পর্শ করবে রূপলাবণ্যের উচ্ছলতায় শিল্পসাধনায় অনুক্ষণ জাগাবে প্রেরণা।

বেশ লাগে পড়তে। তবু মনে হয়, শেষাংশে কল্পনার মাত্রা বেশীদূর উঠে গিয়েছে। উপগুপ্তের সঙ্গে মিলন রাত্রি ভোর হ'ল। সিন্‌থিয়ার মা এসে বললেন; "হ্যাঁরে বেবি, এই বলিস্ উপগুপ্ত সকালে উঠতে পারে না। এত সকালে এলো কি করে?" সিন্‌থিয়া বলে, "উপগুপ্ত যে আমার রাতের অতিথি ছিল।" মায়ের প্রশ্ন: "উপগুপ্তকেই কি তাহ'লে বিয়ে করবি?" উত্তর: "বলছ কি মাম্মি, উপগুপ্তকে বিয়ে করে প্রতিমুহূর্ত্তের

সাহচর্য্যের বৈচিত্রহীনতায় উপগুপ্তর আবেগহীন মনে আমি মরতে পারবো না।''—মা ও মেয়ের এ আলাপ বড় বেশী নিঃসঙ্কোচ মনে হয় না কি ?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আত্মশিক্ষা—শ্রীরাসবিহারী বসু প্রণীত; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২, মূল্য—তিন টাকা, ১৭২ পৃষ্ঠা।

অভিজ্ঞ অধ্যাপক শান্তিলাভের পথ নির্দেশ করিবার জন্য পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি মুখবন্ধে ও অন্যত্র যে সব কথা বলিয়াছেন, যেমন 'নিজের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের সুখসুবিধার কথা চিন্তা করিতে অভ্যাস করা প্রায় সব সম্পূর্ণ অনুমোদনের যোগ্য, এবং তথ্যও আছে যথেষ্ট। অনেকগুলি আখ্যায়িকাই সুপাঠ্য। ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠা, ধর্ম ও জপ এবং স্বাস্থ্যের উপরে তাহার প্রভাব ইত্যাদি দেখিয়া আধুনিকেরা ইহাকে 'সেকেলে' বলিয়া পরিহার না করেন, ইহাই অনুরোধ।

'কতিপয় মহৎ উক্তি'র মধ্যে অনেক সদুক্তিই দেখিতে পাইলাম না। উক্তিগুলি আরও আকর্ষক করিয়া সাজাইলে ভাল হইত।

পুস্তকের সুপ্রচার কামনা করি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-রত্নাকর—শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম-এ প্রণীত। মূল্য ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩০০।

বাঙ্গালা ভাষায় ইডিয়মে প্রবাদের ব্যবহার কম নয়। এগুলির প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার অভিজ্ঞ শিক্ষক। তাঁহার নির্বাচিত ও ব্যাখ্যাত প্রবাদগুলির এই সংগ্রহ শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে লাগিবে। সাধারণ পাঠাগারেও এই বই রাখা উচিত।

শ্রীসুকুমার সেন।

সাত দিনে হিন্দী লিপি লিখন ও পঠন—মূল্য ছয় আনা।

বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী শব্দবোধ ও কথোপকথন শিক্ষা—মূল্য এক টাকা।

রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ—মূল্য দেড় টাকা।

বংগলা ভাষা প্রবেশ— মূল্য এক রূপয়া।

চারিখানি বইই শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশগুপ্ত রচিত এবং দাসগুপ্ত প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত। পাঠ্যপুস্তকগুলি সুলিখিত এবং শিক্ষার্থীদের সর্বথা উপযুক্ত। প্রথম বই তিনখানি পড়ে যে কেউ ঘরে বসেও কাজ-চালানোর মত হিন্দী ভালো করে শিখে নিতে পারবেন। শেষের বইখানি হিন্দীভাষী বাংলা শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম যথেষ্ট লঘু করে দেবে। ঘরে অথবা ইস্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে বইগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। আশা করি এগুলির সমাদর অবিলম্বে হবে।

শ্রীসুকুমার সেন।

ভিক্ষাপাত্র

শ্রীরমেশচন্দ্র দে

কবিগুরুর "গীতাঞ্জলি"র পর একখানি কাব্যগ্রন্থ
যা'র আদর্শ অতি উচু
মানুষকে চায় দেবতা ক'রতে
এবং নারীকে উন্নুক্ত করে তার পরম সম্মানে—
মহাপুরুষের সৃষ্টিতে
সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে
এবং অনন্ত দেবতার সত্যরূপ আবিষ্কারে

১৪৪ পৃষ্ঠায় ৫৫টি কাহিনী কবিতা বা বৃহৎ কবিতা, প্রেম, ধর্ম্ম ও জাতীয় সংগীতে সমুচ্চ আদর্শে অভিনব ভাব ও রসে, ছন্দের লালিত্য ও বৈচিত্র্যে সর্ব্বদর্শী দৃষ্টিকোণে সমগ্র গ্রন্থটি যেনো একখানি বিরতি-বিহীন দিব্যগীতিকৃতি।

"অগ্নিবীণা" ও "বিস্মরণী"র সঙ্গে অবশ্যই পাঠ্য।

মূল্য—চারি টাকা মাত্র।

অভিমতাবলী :

The Amrita Bazar Patrika says : ....."Verse in different meters in which the poet records his reactions to phenomena. Sri De follows the old style, and so his appeal should be universal. .....We are sure his contribution to Bengali poetry should have warm welcome."

বসুমতী বলেন : "সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক লেখকের আদর্শ ও সাধনা কবিতায় পূর্ণভাবে বিদ্যমান।"

যুগান্তর-এর ভালো লাগে : "·····কবিতার আদর্শ নিষ্ঠা এবং বধূ কথা কও, তুমি আমি, অশ্রুমু মিলন, প্রভৃতি।"

দেশ বলেন :—"ভিক্ষাপাত্র কাব্যগ্রন্থে কবি-মনের গভীর আন্তরিকতা সর্ব্বত্রই প্রকাশিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আন্তরিকতা ধর্ম্মানুসঙ্গী।"

"সুখপাঠ্য ও আবৃত্তি যোগ্য", বলেন আনন্দবাজার পত্রিকা।

"সদাশ্রী" মন্দির

১৫বি, শম্ভুবাবু লেন, ইন্টালী পোঃ,
কলিকাতা (১৪)

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

১। গ্রন্থাগার ত্রৈমাসিক পত্র।

২। গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যগণ বর্ত্তমানে পত্রিকা বিনামূল্যে পাইতেছেন।

৩। সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।

৪। পত্রে ও অর্ডার কুপনে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, অন্যথা সকল সময় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৫। পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকা কার্যালয়ে শনিবার, রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৮৷৷০টা হইতে ৮৷৷০টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। শনিবার অপরাহ্ণে ৩৷৷০টা হইতে ৫৷৷০টা পর্যন্ত কার্যালয় খোলা থাকে।

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

দাতা (আজীবন)	...	১০০৲ একশত টাকা।
আজীবন সভ্য		২৫৲ পঁচিশ টাকা।
ব্যক্তিগত সভ্য		বার্ষিক ২৲ দুই টাকা।
প্রতিষ্ঠান সভ্য		৩৲ তিন টাকা।

৭। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার :—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	৩০৲ ত্রিশ টাকা প্রতিবারে
ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲ ষোল টাকা ,,
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	১০৲ দশ টাকা ,,
মলাটের পশ্চাৎভাগের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৲ ছাব্বিশ টাকা ,,
,, ,, সিকি পৃষ্ঠা	১৪৲ চৌদ্দ টাকা ,,
পশ্চাতের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠা (পূর্ণ)	৪০৲ চল্লিশ টাকা ,,
,, ,, ,, ,, (অর্ধ)	২২৲ বাইশ টাকা ,,
,, ,, ,, ,, (সিকি)	১২৲ বার টাকা ,,

৮। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২ (Central Library. The University, Calcutta—12) ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গ্রন্থাগার কার্যালয়, ২৯১, হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক "গ্রন্থাগার"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

- **গ্রন্থকারনামা**—প্রমীলচন্দ্র বসু প্রণীত—মূল্য ২৲
  বাংলা পুস্তক বর্গীকরণে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহার্য ও সর্বদা ব্যবহার্য নির্দেশিকা
  —বাংলা ভাষায় একমাত্র গ্রন্থ।
- **লাইব্রেরী সংরক্ষণ**—অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲
  গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা**—মূল্য ।০
- **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০**—মূল্য ১৲
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন্ বুলেটিন্ (ইংরাজী)**
  প্রথম খণ্ড ১৯৩৭—মূল্য ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮—মূল্য ৪৲ তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৯—মূল্য ৪৲ চতুর্থ খণ্ড ১৯৪০—মূল্য ৪৲ পঞ্চম খণ্ড ১৯৪১-৪৬—(নিঃশেষিত) ষষ্ঠ খণ্ড ১৯৪৭—মূল্য ৩৲ সপ্তম খণ্ড ১৯৪৮—মূল্য ৩৲ অষ্টম খণ্ড ১৯৫০—মূল্য ২৲ নবম খণ্ড ১৯৫৩—মূল্য ২৲ বুলেটিনের সম্পূর্ণ বাঁধানো সেট এখনো অল্প সংখ্যক পাওয়া যায়—মূল্য ২৫৲।
- **বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেকটরী ১৯৪২**—মূল্য ২৲
  ডাইরেক্টরীর পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
- **গ্রন্থাগার**—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
  বৎসরে চারিটী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
  বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ১৲
- **গ্রন্থাগার**—মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।
- **দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার**—মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়,

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অথবা

২৯।১, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ চন্দ্রিকা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৫৩।১, বলরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।